1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

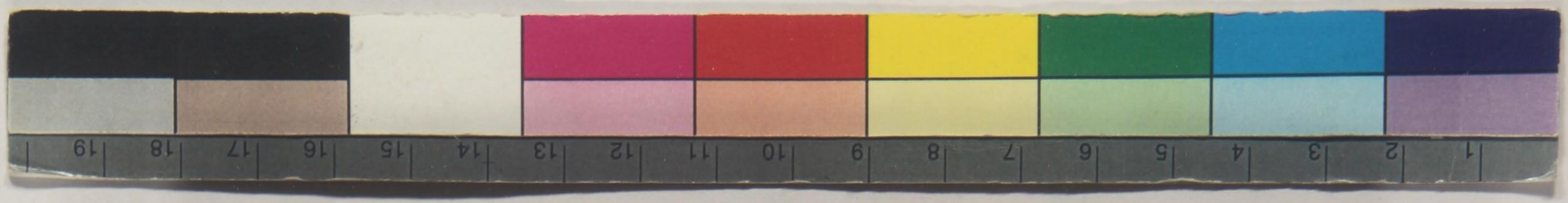
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

নূর নবী

(সচিত্র)

মোহাম্মদ এআকুব আলী চৌধুরী
প্রণীত।

নূর লাইব্রেরী,
১২।১ সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা।

CHANDAN NAGORE PUSTAKAGAR
RRRLF-2
KAMALA BOOK BINDING
Date..........

প্রকাশক—
মঈনউদ্‌দীন হসয়ন,
নূর লাইব্রেরী,
১২।১ সারেঙ্গ লেন, তালতলা কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
১৩২৪

সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ১৷৷০ টাকা।

চন্দননগর পুস্তকাগার
No. ২৬৭৮
Date.........
CHANDERNAGORE PUSTAKAGAR

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

মানুষের চেয়ে মানুষ বড়—
সবার বড় মানুষ সে।
মানুষ হইবে কেমন মানুষ—
সকল মানুষে শিখাল সে।

CHANDAN NAGORE PUSTAKAGAR
RRRLF-2
KAMALA BOOK BINDING
Date...................

না'আত।
(প্রশংসা-গীতি)

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ

كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ

حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ

صَلُّوْا عَلَيْهِ وَآلِهٖ

মহামহিমার সুমহালোকে গৌরব ভরে উঠেছে—
গুণগরিমার সিদ্ধি পুলকে মহিমা শিরে উঠেছে।

* * * *

চরণে ভুবন গগন পবন মোহন কিরণ চুমিল,
হুর গেল্‌মান দেবদূতগণ মহিমার গান গাহিল।

* * * *

জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্ রূপ ঝল্‌মল্
ঝলকে ভুবন ঝলসে—
পাপের আঁধার করিয়া বিদায়
কিরণ তাঁহার ঝলসে।
সুন্দর তাঁর স্বভাব-হার সকলি শোভার মাধুরী,—
শান্তির ধার উপরে তাঁর ঝরুক বংশ আবরি।

(নূর লাইব্রেরী)

HANDERNAGORE PUSTAKAG
২৮৭৮

উপহার পৃষ্ঠা।

৭-৭৫

আমার

পরম

____

______________________________কে

______________________________পুরস্কার
উপহার

দিলাম।

তারিখ——১৩২ } (স্বাক্ষর)______________________________

____

Date.....
CHANDERNAGORE PUSTAKAGAR

সাধারণ উপদেশ।

হজরতের

নামের সঙ্গে পড়িবে—

সাল্‌লাল্‌লাহু আলায়হে ও সাল্‌লাম

হজরত আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী—

ইঁহাদের প্রত্যেকের নামের সঙ্গে পড়িবে—

রাজী আল্‌লাহুতা'লা আন্‌হু।

বিবি খোদেজা ও ফাতেমা—

ইঁহাদের প্রত্যেকের নামের সঙ্গে পড়িবে—

রাজী আল্‌লাহু তা'লা আন্‌হা।

সূচী।

বিষয়			পৃষ্ঠা
আঁধার পুরী	...	...	১
নূতন তারা	...	...	১০
সোণার চাঁদ	...	...	১৪
মাথার ঘাম	...	...	২৬
গুণের নিধি	...	...	৩৭
হারাণ মাণিক	...	...	৪২
আলোর খেলা	...	...	৫২
মায়ার ফাঁদ	...	...	৫৮
চাঁদ সূর্য্যের কথা	...	...	৬৬
অত্যাচারের আগুণ	...	...	৭০
পাহাড়ে বন্দী	...	...	৮০
পাথর বৃষ্টি	...	...	৯৪
আঁধারে আলো	...	...	৯৯
সত্যের বল	...	...	১১২
প্রেমের জয়	...	...	১১৯
ব্যথার ব্যথী	...	...	১৩১
কাজের গরব	...	...	১৪৪
পরশ পাথর	...	...	১৫৮

চন্দননগর পুস্ত... গার
No.
Date.........
CHANDERNAGORE PUSTAKAGAR.

...স্তকাগার।
No.
Date.........
CHANDERNAGORE PUSTAKAGAR.

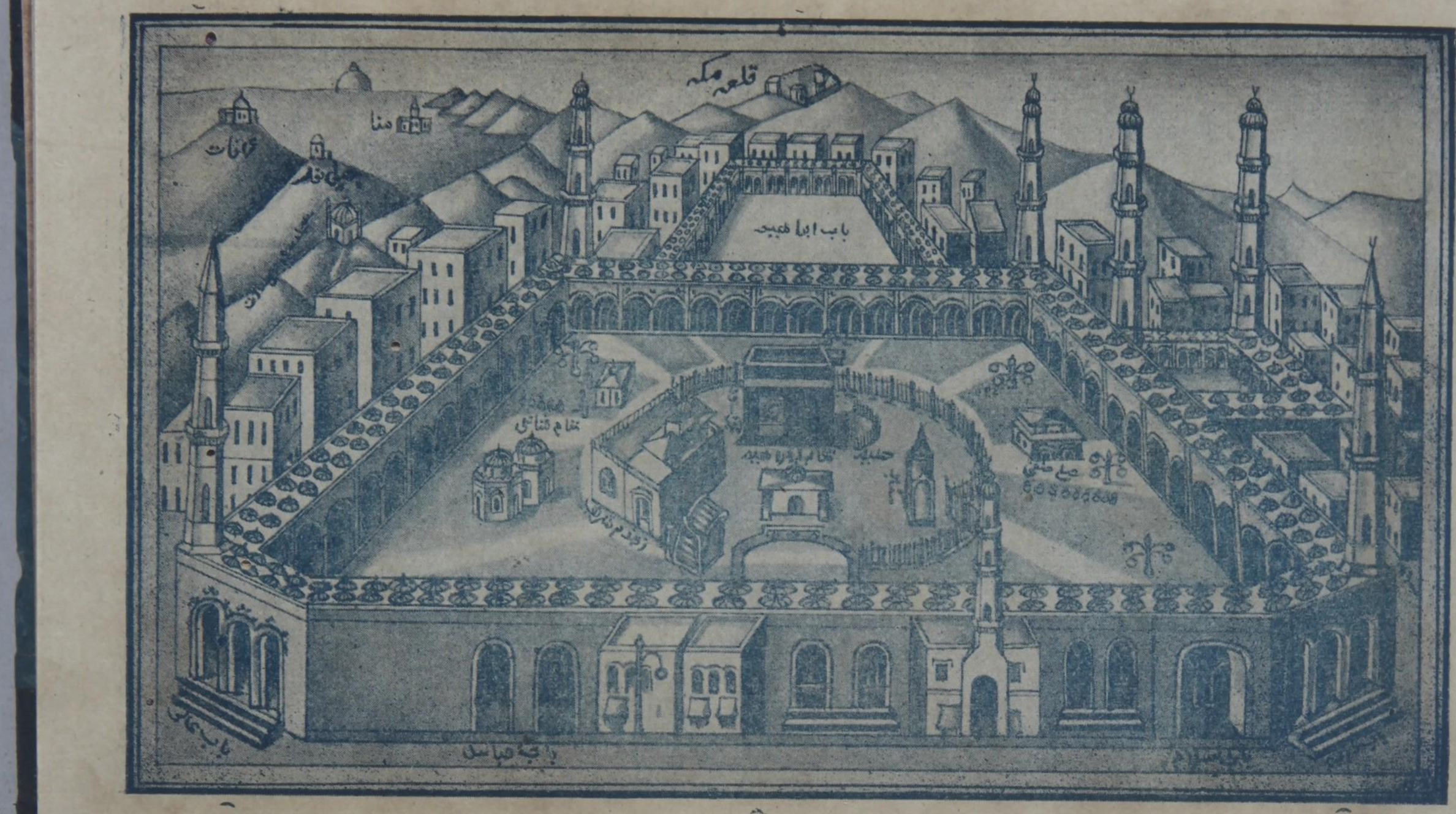

মক্কা বা কাবা, বায়তুল্লাহ।

No. ৯—৯৫
Date.........
CHANDERNAGORE PUSTAKAGAR

নূরনবী

আঁধার পুরী।

সে অনেক দিনের কথা, তের শত বছর, তারও আগে, সেই সাত-সমুদ্র-পার, তের নদীর ধার, সেই সোণা হীরার গাছ, আর মুক্তা মণির ফুল।

সবই তখন ভুল।

তখন না ছিল ফুলে ফুলে পরীর মেলা, আর না ছিল সব দেশে দেশে রাজপুত্রের খেলা।

সে ছিল এক আঁধারের যুগ।

আঁধারে জগৎ জোড়া। আঁধারে আঁধার, পাপের আঁধার, আঁধারে মানুষ।

হাজার যুগের আঁধার বুকে, আঁধারেই দিন কাটে। মানুষ গিয়াছিল ভুলে। ভুল না ভুল, ভুলের নাই মূল। আল্লা-তালার কথা, তাই মানুষের ভুল। না কেউ আল্লা মানিত, না তাঁর নামাজ পড়িত। লোকের না ছিল ধর্ম্ম, না ছিল জ্ঞান। মানুষ পূজে, কি পুতুল পূজে; গাছেরই সেজদা করে, না পাথরেই মাথা রাখে, তার কিছুই ঠিক ছিল না। এর উপর ছিল পাপ,—কত রকম পাপ;— দারুণ পাপের তাপ।

পাপে আর পাপে, অন্যায় আর অত্যাচারে, দুনিয়া ছারেখারে যাইতে বসিয়াছিল।

তখন আল্লার দয়া হইল—

আল্লার আলো জ্বলিল।

এই আলো ইস্‌লাম—মানুষের ধর্ম্ম। যিনি জ্বালিলেন, তিনি হইলেন নবী, পুণ্যের রবি, প্রেমের ফুল, আল্লার রসুল।

হজরত মোহাম্মদ (আল্লা তাঁকে শান্তিতে রাখুন।) পাপময় এই পৃথিবী,—এইখানে তিনি আসেন। মানুষকে ভাল করিতে; আল্লাই তাঁকে পাঠান। আসেন তিনি মানুষের কাছে, মঙ্গলের সংবাদ নিয়ে, স্বর্গের আনন্দ নিয়ে। হাজার যুগের হারাণ মাণিক তিনি মানুষকে কুড়াইয়া দেন।

সে মাণিক কি?

তা মানুষের ধর্ম্ম।

সাত রাজার ধন এক মাণিক তার কাছে একটা কাণা কড়ির মতন।

আমাদের দেশের অনেক পশ্চিমে সেই যে গলা উঁচো-পিঠ-কুঁজো উটের দেশ,—সেই যেখানে আমাদের দেশ হ'তে, বছর বছর হাজার হাজার

লোক হজ্ব করিতে যায়, সেই আরব দেশের মক্কা নগরে হজরতের জন্ম।

সেই যে আরব দেশ, তার বুকের উপর বালি; গায় গায় পাহাড়। সেই দেশের কথা আর কি বলিব! সমস্ত দুনিয়ায় অমন দারুণ দেশ আর দ্বিতীয় নাই। আর সেই পাপের যুগে তো সেই দেশ ছিল একটা নরকের কুণ্ড! দেশ জুড়িয়া কেবল পাহাড় আর মরু-ভূমি; তাতে না আছে গাছ, না আছে পানি। ক্বচিৎ কোথায় ফলফসলে সবুজ মাঠ; ক্বচিৎ কোথাও বালির মধ্যে ঝরণার পানি ঝির ঝির; খোরমার বাগান, আর খেজুর গাছের ছায়া। তা ছাড়া আর সবই কেবল ধু ধু বালির চড়া। সে সব মাটি কি!—মাটি ত নয়, একেবারে আগুণ! বালি আর বালিময়। যখন সেই বালি গরম হয়, তখন তার কাছে যায় কার সাধ্য? বালির উপর যে হাওয়া ছুটে, তা

No.....

একেবারে আগুনের হাওয়া। তা যদি কার গায়ে লাগে তা হইলে সে তখনই মরিয়া যায়।

সারা দেশটাই এই রকম,—আগুন ভরা,—একেবারে হা-হা খা-খা ভাব।

দেশটা যে রকম, দেশের লোকগুলাও ছিল তখন আবার তেমনি,—একেবারে জানোআর; আগুনের দেশে আগুনের মানুষ। তাদের মনে না ছিল দয়া, না ছিল মায়া, মারা-মারি কাটাকাটি, এই ছিল তাদের কাজ। এ ওর জিনিষ কাড়িয়া খাইত, কথায় কথায় তলোআর চালাইত। তারা হাসিত যেন প্রেত, রাগিত যেন সাপ। দিনরাত কেবল খুনোখুনি। মা বাপ ভাই বোন্ কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না। মানুষের রক্ত দেখিলে যে তাদের আনন্দ!—আনন্দে চোখ্ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিত। কথায় কথায় মানুষ কাটিত। মানুষের জানটা যেন একটা পোকার মত, টিপিয়া

মারিলেই হইল। মেয়েদের হাটে বাজারে বিক্রী করিত, ঠিক যেন ছাগল আর ভেড়া।

তারা আল্লাকে চিনিত না। এই যে এত বড় দুনিয়া,—এত জীব জন্তু, ফল, জল, আর নদীর কল্ কল্;—এই দিনের আলো, চাঁদের হাসি, আর তারার রাশি;—এই লতাপাতায় ফুলের মেলা, আর হাওয়ার খেলা; ক্ষেতে ক্ষেতে হলুদ রঙ্গের সোণার ধান, আর গাছে গাছে অযুতরঙ্গের পাখীর গান; উপরে ঐ আকাশের নীল চাঁদোয়া ঝলমল, আর পায়ের তলে এই সবুজ ঘাসের মখ্‌মল্—একমাত্র আল্লাই যে এ সকলের কর্ত্তা, একথা তারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। তারা মাটির বড় বড় পুতুল গড়িয়া পূজা করিত, মনে করিত তারাই জগৎসংসারের কর্ত্তা;—এ দুনিয়া তাদেরই হুকুমে চলে, তারাই দুনিয়া সৃষ্টি করিয়াছে; তারাই বাঁচায় আর তারাই মারে।

তোমরা কাবা ঘরের কথা শুনিয়াছ? ইহা মক্কা শরিফের বড় মস্‌জিদ্,—পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান যার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়ে, সেই ঘর। হজরত ইবরাহিম পয়গম্বর আল্লার হুকুমে এই মস্‌জিদ্ তৈয়ার করেন। এজন্য ইহাকে 'আল্লার ঘর' বলে। সে কি আজকার কথা;—সে আমাদের নবীর জন্মের হাজার হাজার বছর আগে। আরবেরা কিন্তু সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। তারা আল্লার ঘরে লাৎ, মানাৎ, হাবল এই রকম আর কত কি ছাই মাটি নাম দিয়া বড় বড় পুতুল রাখিয়া তাদের পূজা করিত; হাবল্ তাবল্ কত কি বলিয়া তাদের সামনে মাথা খুঁড়িত, মানুষ বলি দিত, আর সকলে মিলিয়া মদ খাইয়া কাবা ঘরের চারিদিকে জানোআরের মত লাফালাফি করিয়া বেড়াইত। সে এক বিদি কিচ্ছি ব্যাপার! এ সব কথা শুনিলে এখন

তোমাদের হাসি পায়, কিন্তু সে পাপের যুগে আরবেরা এইরকমই ছিল; দুরন্ত গোঁয়ার, আর মূর্খ জানোআর, একেবারে রাক্ষসের মত মানুষ।

দুনিয়াময় এইরূপ পাপ।

এখন এই যে রাক্ষসের মত মানুষ, এদের মাঝেই নবীর জন্ম। পাপের যেখানে আড্ডা, সেইখানেই তিনি আসেন। যেখানে আগুন, সেইখানেই পানি। তিনি মানুষকে আল্লার কথা বলেন, আর পাপের আঁধার কাটিয়া যায়। মানুষ আল্লাকে চিনিতে পারে, পাপ হইতে রক্ষা পায়। নবী মানুষকে ধর্ম্ম দেন; ভাল হওয়ার পথ দেখান।

তাঁর কথায় অমন যে সব দুরন্ত আরব, তারাও এমন ভালমানুষ হয় যে সে আর কি বলিব, যেন এক একজন ফেরেশ্‌তা।

মানুষ স্বর্গের পথ পায়।

হেরেম শরীফের তিন পার্শ্বে কাবাগৃহ ও চাতালের দৃশ্য।

সেই পুণ্যকথা এমন মধুর আর চমৎকার যে যাদুর দেশে ঘুমন্ত রাজকন্যা, আর সোণার কাঠি ও রূপার কাঠির কথা তার কাছে কিছুই নয়। সাতসমুদ্র তেরনদীর পারে রাক্ষসের দেশে মেঘবরণ-চুল কুচ-বরণ কন্যা আনিতে গিয়া রাজপুত্র কত বিপদে পড়িয়াছিল, তাহার কাহিনী শুনিতে শুনিতে তোমরা অবাক হইয়া থাক, রাজপুত্রের ব্যথায় হয় ত তোমাদের কোমল প্রাণটুকু টন্‌টন্ করিয়া উঠে, কিন্তু পাপের পাতালে শয়তানের হাত হইতে মানুষের উদ্ধারের জন্য আমাদের মুরব্বী কত যে দুঃখের সাগরে সাঁতার দিয়াছিলেন, মরুভূমির আগুন হাওয়ায়, আঁধার গুহায়, তীর তলো-আরের মুখে, অনাহারে অনিদ্রায় তিনি যে কত কষ্ট করিয়াছিলেন, তা শুনিলে তোমাদের প্রাণ একেবারে গলিয়া যাইবে।

নূতন তারা।

—০—

সেই যে আরব দেশ, যার কূলে কূলে নীল সাগরের পানি দোলে, আর যার গায় গায় হাওয়ায় হাওয়ায় আগুনের হল্‌কা চলে, সেই আরব দেশের যে বড় সহর—তার নাম মক্কা শরীফ। মরুভূমির কোলে পাহাড়ের তলে মক্কা সহর। এই মক্কা শরীফের কোরেশ বংশ সমস্ত দেশে মান্যমান,—সকল কুলের সেরা, সকল দলের বাড়া, এই কোরেশ বংশ। এই কোরেশ কুলে হাশেম গোষ্ঠি। হাশেম গোষ্ঠির আবদুল মোত্তালেব,—তিনি ছিলেন কুলের প্রধান, দলের সরদার, কুলে, শীলে, জ্ঞানে, গুণে, মান মর্য্যাদায় তিনি ছিলেন

সকল কোরেশের মাথার মণি। তাঁর ছোট ছেলে আবদুল্লা। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, তাঁর রূপ যেন ফাটিয়া পড়িত। যে দেখিত অবাক হইত; অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত।

তিনি আমাদের নূরনবীর বাপ, আর জননী হইতেছেন আমেনা খাতুন। তিনিও ছিলেন বড় ঘরের মেয়ে,—ওহাবের কন্যা, একেবারে মায়া মমতায় গড়া।

হজরত জন্মেন রবিওল আউওল মাসে, চাঁদের ১২ তারিখে সোমবারের ঠিক সকাল বেলা। সে বড় মধুর সময়ে—বড় এক মহা মুহূর্ত্তে।

সমস্ত পৃথিবীতে আঁধার, তার মধ্যে আলো; ধীরে ধীরে আলো ফুটে, ধীরে ধীরে আঁধার কাটে, আর ধীরে ধীরে আলোক ছুটে। জগৎ ভরিয়া তখন কি? আর কিছু ছিল না, ছিল

কেবল শান্তি, শান্তি, আর শান্তি। শান্তির মধুতে জগৎভরা। এমন সময় নবীর জন্ম।

সে যেন ধর্ম্ম সূর্য্যের উদয় হইল। তাঁর জন্ম হইলে তাঁর রূপে, আলোকের ঝলকে, আর নূরের চমকে ঘর একেবারে ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল। শরীরের সুগন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া গেল। ফেরেশ্‌তারা হজরতের গুণগান করিতে লাগিলেন। বেহেশ্‌ত হইতে হুরবালারা আসিয়া হজরতের সেবা করিতে লাগিল। তাদের কত আনন্দ! বাতাস সে আনন্দ আর সুগন্ধ নিয়ে মাতামাতি করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিল। সংবাদ পাইয়া ফুল সকল দল মিলিয়া ফুটিয়া উঠিল। পাখী সকল গান ধরিল। সূর্য্য কিরণে সারা দুনিয়া হাসিময় হইয়া গেল।

দুনিয়াময় মহা একটা হুলুস্থুল! পাপের রাজত্ব টলিয়া উঠিল। কাবা ঘরে হাবল্ বলিয়া যে দেবতা ছিল সেটা মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া

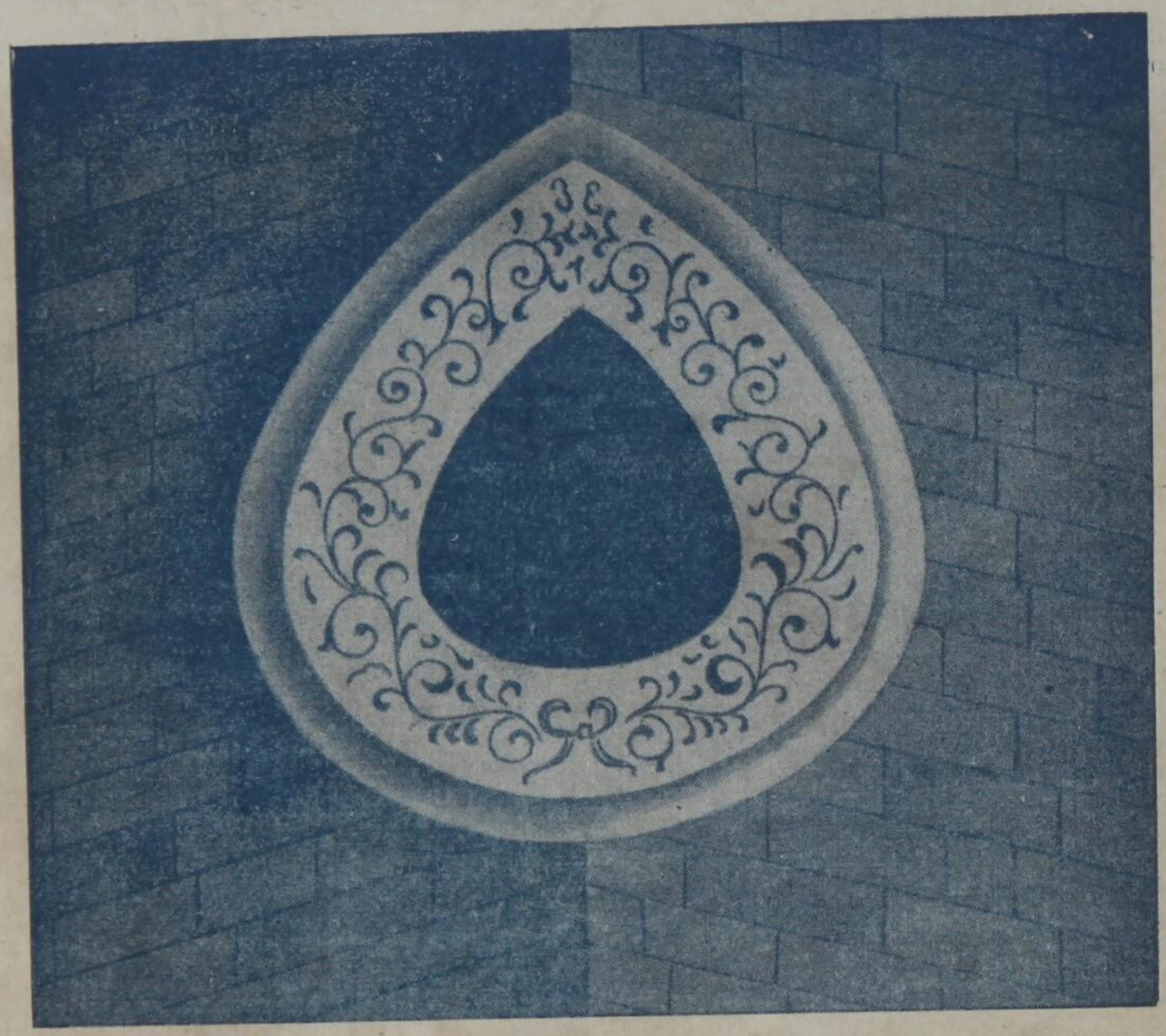

বাহিরদিক হইতে হাজরে আসুয়াদ প্রস্তরের দৃশ্য।

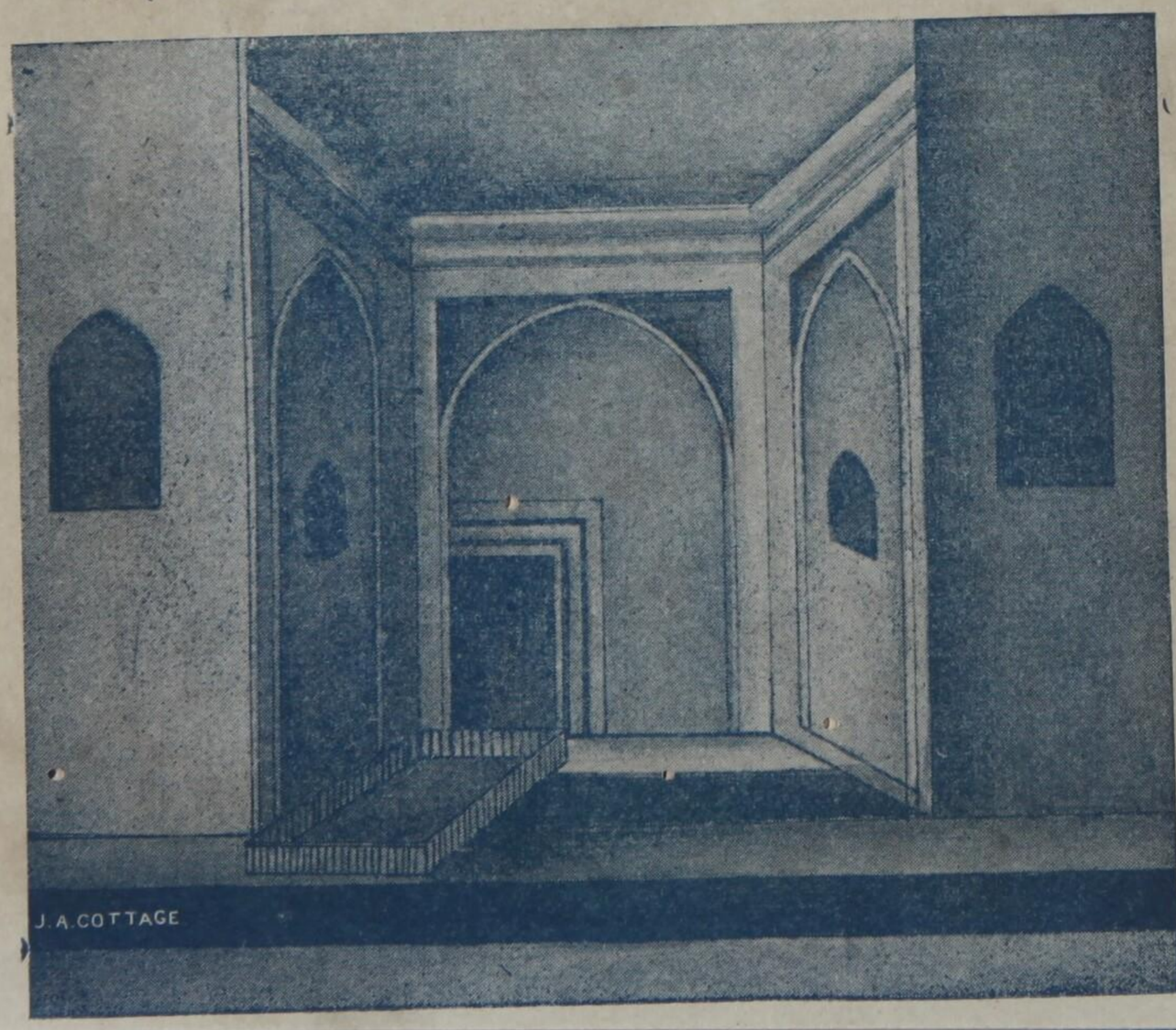

গেল। দুনিয়ায় যেখানে যত পুতুল ছিল সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল। ইরাণ দেশের লোকেরা আগুণ পূজা করিত; কতকালের সেই আগুণ! হাজার বছর ধরিয়া জ্বলিতেছে, কখনও নিবিতে দেয় নাই, সেই যে মহা আগুণ তা চোখের পলকে নিবিয়া ছাই হইয়া গেল। আবার সেই দেশে নওশেরাঁওা নামে খুব বড় এক বাদশা ছিলেন, তাঁর আলীশান মহল,—মহলের চৌদ্দ চূড়া আকাশে ঠেকিত। সেই চৌদ্দচূড়া ভাঙ্গিয়া খান খান হইল। কোন খানে অতল হ্রদের কাজল জল একেবারে শুকাইয়া গেল; আর কোথাও বা নদীর পানি ফুলে দুলে উছ্‌লে উঠিয়া চারিদিক ভাসাইয়া দিল। এমনি করিয়া দুনিয়াময় একটা ওলোট পালট—তোলপাড় হইয়া গেল।

সকলে দেখিল, **নূতন তারা।**

আকাশে বড় এক তারা উঠিয়াছে।

সোণার চাঁদ

—০—

আসিলেন ;— নূরের হাঁসি চোখে, চাঁদের হাসি মুখে, নবী আসিলেন। ফুলের গন্ধ গায় মাখিয়া দিন দুনিয়ার বাদ্‌শা আসিলেন। আসিলেন তো, কিন্তু কেমন করিয়া! ফকির হইয়া ;—দুনিয়ার যত অনাথ এতিম তাদের সঙ্গে এক হইয়া ;—তাদের ব্যথায় ব্যথী হইয়া।

কেন ?—কোল জুড়িয়া বুক ভরিয়া এমন চাঁদপারা ধন,—এমন সোণার রতন,—তবে আমেনা মায়ের চোখের কোণে পানি কেন ? কেমন করিয়া বলিব, কেন ?—নূরনবী যে বাপ হারা হইয়া আসিয়াছেন। মায়ের কোলে

তো সোণার চাঁদ, কিন্তু কে জানে—বাপ গিয়াছেন কোন বনে, কি কোন রণে ?—তিনি আর ফিরিয়া আসেন নাই ; তিনি গিয়াছিলেন বাণিজ্যে ; বাণিজ্যেই তিনি মারা যান। সে নবীর জন্মের ছয়মাস আগে।

তারপর কি হইল ! নূরনবীর দাদা আবদুল মোত্তালেব, তিনি করিলেন কি, হালিমা নামে একজন ধাই, তাঁর কাছে নবীকে সঁপিয়া দিলেন। হালিমা তাঁকে পালন করিবেন ,—দেশের তাই ছিল তখন নিয়ম। ছেলে হইলে ধাইমাতে পালন করিত। হইলও তাই ; হালিমা নবীকে বুকে চাপিয়া বাড়ী নিয়ে গেলেন। মক্কা শরীফ হইতে সে অনেক দূরে। হজরত ত এদিকে মায়ের কোল ছাড়া হইলেন, ওদিকে আবার হালিমার কি হইল তাই শুন। সে কিন্তু বড় খুসির কথা।

হালিমার একটি রোগা মরা গাধা ছিল।

শুকাইয়া হাড় হইয়া গিয়াছিল। চলিতে চলিতে পড়িয়া যাইত। আজ মরে কি কাল মরে, এইরূপ অবস্থা। সেই গাধার পিঠে যখন হজরতকে লইয়া হালিমা সওার হইলেন, তখন সেই রোগা মরা গাধা লাফাইয়া ছুটিয়া চলিল। তার গায়ে যেন হাতীর বল হইল। রাজপুত্রের পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত সে যেন উড়িয়া চলিল। মোটা তাজা সকল গাধার আগে সে বাড়ী পৌঁছিল।

আরও অনেক কিছু অবাক কাণ্ড ঘটিল। হালিমার দেশে আকাল পড়িয়া সকলের বড় কষ্ট হইয়াছিল। গাছপালা শুকাইয়া গিয়াছিল। মাঠে ঘাস ছিল না; কুয়ায় পানি ছিল না; ছাগল, ভেড়া খাইতে পাইত না। এমন সময় হজরত সেখানে যান। আর অমনি হালিমার ঘরে সুখ উথলিয়া উঠিতে লাগিল। চারিদিকে সুলক্ষণ দেখা দিল। ক্ষেত-খামারে

ফসল হইল। যব গমে হালিমার ঘর ভরিয়া গেল। কুয়া নালিতে পানি হইল। গাছে গাছে, গোছায় গোছায় হলুদ-রঙ্গা রাঙ্গা রাঙ্গা খেজুর খোর্‌মা পাকিয়া উঠিল। ছাগল, ভেড়া, উট, গাধা খাইয়া তাজা হইল। লোকের কষ্ট গেল। যেন রাজপুত্র আসার কেস্‌-সার সেই ঘুমন্ত পুরীর সকলে চোখের পলকে চোখ মেলিয়া জাগিয়া উঠিল। যেন সিংহাসনে রাজা, হাতীশালে হাতী, আর ঘোড়াশালে ঘোড়া জাগিল। যেন হাটবাজারে হাই তুলিয়া দোকান পসারী জাগিয়া উঠিল।

কেন এমন হইল জান? তিনি যে আল্লার দয়ার মত পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। তাই তিনি যেখানে যাইতেন সেখানেই মঙ্গল হইত, সেখানেই হাসি ফুটিত।

হজরত বাড়ীতে থাকেন, আর হালিমার ছেলেরা মাঠে মাঠে ছাগল চরায়। হজরতের কাছে এটা মোটেই ভাল লাগিল না। তিনি মজার সুখে বাড়ী বসিয়া থাকিবেন আর তাঁর দুধ ভাইরা মাঠে মাঠে কষ্ট করিয়া বেড়াইবে, তাও কি হয়? হজরত ধাইমাকে বলিলেন "আমার দুধ ভাইরা কোথায় যায়, কি করে? আমি তাদের সঙ্গে যাইব। তারা যা করে তাই করিব।" হালিমা অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু হজরত মানিলেন না। তারপর থেকে তিনি দুধ ভাইদের সঙ্গে মাঠে যাইয়া ছাগল চরাইতেন। এমন করিয়া চার বছর গেল।

তারপর হালিমা বিবি হজরতকে নিয়ে আমেনা মায়ের কোলে দিয়া আসিলেন। আমেনা বিবি বুকের ধন বুকে তুলিয়া নিলেন। খুসী হইয়া হালিমাকে সাধ্যমত টাকা কড়ি কাপড় চোপড় বখ্‌শিষ দিলেন। ছেলে দেখিয়া

তাঁর মনে আনন্দ ধরে না। সুন্দর শিশু, নধর দেহ, হাত পা যেন ননী দিয়া গড়া; চোখ দুটি ভাসা ভাসা, মায়া মমতায় ভরা, মুখে হাসি পোরা রূপের ঝলক, পুণ্যের চমক। আমেনা বিবি হজরতকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন, চোখে মুখে হাজার হাজার চুমো দিলেন। কত আদর, কত সোহাগ করিলেন।

কিন্তু হজরত বেশীদিন এ সোহাগ ভোগ করিতে পারিলেন না। ছয় বছরের সময় আমেনা জননী হজরতকে ছাড়িয়া গেলেন। ছয় বছরেই আমাদের নবী বাপ-মা-হারা অনাথ হইলেন। তোমরা বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কত সুখ পাও, মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া কত মজা পাও; বাপ তোমাদিগকে কত রকম মিঠাই সন্দেশ কিনিয়া দেন, তোমরা কত সুখে খাইয়া বেড়াও; তোমাদের মা তোমাদের

কত সোহাগ করেন, কত যত্ন করেন, কত কষ্ট দূর করেন।

কিন্তু অতি ছোট কালেই হজরতের এ সব সুখ মিটিয়া গিয়াছিল।

সুখ করিতে তিনি দুনিয়ায় আসেন নাই। যাতে লোকের ব্যথার ব্যথী হইতে পারেন এই জন্যেই তাঁর আসা। তিনি "রহমতুল্-লিল্ আলামীন"—মানুষের কাছে মঙ্গল আর দয়া।

নিজে দুঃখে না পড়িলে ত পরের দুঃখ বোঝা যায় না। আগুনে পোড়ার কি যন্ত্রণা, যার গায়ে কখনও আগুন লাগে নাই সে কি তা জানিতে পারে? যে রোজ দুইবেলা কোর্মা পোলাও খায়, চাহিবার আগেই খাবার পায়, সে কি কখনও ক্ষুধার কষ্ট বুঝিতে পারে? সে কি বুঝিতে পারে ঐ যে দুয়ারে দুয়ারে দুঃখী কাঙ্গাল ভাতের জন্যে কাঁদিয়া বেড়ায়, তাদের

কি কষ্ট! তা বুঝিতে হইলে নিজে আগে ক্ষুধা সহিতে হয়; তবেই তাদের ব্যথার ব্যথী হওয়া যায়।

পরের ব্যথা বুঝ্‌বে যে
ব্যথা আগে সইবে সে।

এই জন্যই আল্লাতালা নূরন্নবীকে ছেলে-বেলা হইতেই অনাথ করেন, কাঙ্গাল করিয়া দুঃখে ফেলেন। মানুষের যত রকম দুঃখ, কষ্ট হইতে পারে সব রকম কষ্টই তিনি সহিয়া-ছিলেন। সে সব ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিবে।

মা বাপ ত গেলেন। এখন থাকিলেন কেবল বুড়ো দাদা আবদুল মোত্তালেব। তিনি কি করিবেন, চোখের পানি ফেলিতে ফেলিতে হজ-রতকে বুকে তুলিয়া লইলেন। বুকে পিঠে করিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন।

তোমরা মনে করিতেছ নূরন্নবী বুঝি এই-বার দাদার কাঁধে চড়িয়া খুব কিছুদিন মজা করি-

বেন। তা নয়। দাদারও ডাক পড়িল। দুই বছর ঘুরিতে না ঘুরিতে আবদুল মোত্তালেব নবীকে ছাড়িয়া গেলেন। মায়ের বুক,বাপের কোল, দাদার পিঠ সবই নাই হইয়া গেল। আট বছর বয়সেই সব শেষ হইল!

তারপর?—তারপর আর কি হইবে। আবদুল্লার আপন ভাই আবুতালেব তিনি হজরতের ভার নিলেন। পরম যত্নে হজরতকে পালন করিতে লাগিলেন। নুরনবীর চাচাদের মধ্যে তিনি বড়ই ভাল লোক ছিলেন। তিনি নুরনবীকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসিতেন। হজরত যা'তে মা বাপের কষ্ট না বুঝিতে পারেন সর্ব্বদা সেই দিকে নজর রাখিতেন। তিনি নিজে বড়ই গরীব ছিলেন, তবুও নিজে কষ্ট করিয়া হজরতকে পালন করিতেন।

গরীবের ঘরে গরীবের যত্নে হজরত বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। তোমরা যেমন দিন-

রাত খেলাধূলা, আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াও, নুরনবী তেমন হাসিখেলা লইয়া থাকিতেন না। খেলিবার জন্য তিনি আসেন নাই। আশে পাশে মানুষের কষ্ট দেখিয়া তাঁহার মন কাঁদিয়া উঠিত। চারিদিকে এত অন্যায়, অত্যাচার, মারামারি, কাটাকাটি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ বেদনায় ভরিয়া উঠিত। তিনি আপন মনে নিরালায় গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিতেন। বসিয়া বসিয়া আপন মনে ভাবিতেন। কি যে ভাবিতেন তা তিনিই জানিতেন। আর কেউ তার খবর রাখিত না। কখন কখন তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অনেক দূরে মাঠের মধ্যে চলিয়া যাইতেন, আর খোলা ময়দানে দাঁড়াইয়া আল্লার সৃষ্টি দেখিতেন।

মাথার উপর ঐ সীমাহীন আকাশ, নীল আর নীল, যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর নীল, কত বড়— কত বড় এ! কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায়

মিশিয়াছে ! চারিদিকে স্বভাবের সবুজ শোভা, আর আকাশ ছাপিয়া ভূবন ভরিয়া আলোর মেলা। এই অপার শোভার মধ্যে তাঁহার মন একেবারে ডুবিয়া যাইত ; তিনি অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিতেন। কি যেন দেখিতেন, কার যেন ডাক শুনা যাইত ; কি যেন দুঃখের সুরে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। তিনি আকুল হইয়া পড়িতেন।

মাঠের ছেলেপেলেরা তাঁর মিষ্ট মধুর কথা বার্ত্তায় মুগ্ধ হইয়া তাঁর সঙ্গে খেলিতে চাহিত। কিন্তু তিনি ত আর খেলার জন্য আসেন নাই যে দলে মিশিয়া খেলা করিবেন। তিনি বলিতেন "ওগো না, মিছে আমোদ আহ্লাদ করার জন্য মানুষের সৃষ্টি হয় নি ; বড় কাজের জন্য তার জন্ম।"

কটুকথা কাহাকে বলে, কেমন করে গাল দিতে হয় তা তিনি মোটেই জানিতেন না।

সকলের সঙ্গেই হাসিয়া কথা বলিতেন। সে হাসিতে জোছনা ফুটিত, মধু ঝরিত। সে মিষ্ট-কথা যে শুনিত সে মুগ্ধ হইত; সেই তাঁকে ভালবাসিত।

তোমরা কি সকলের সঙ্গে তেমন মিষ্ট কথা বলিবে? খেলার কথা না ভাবিয়া কাজের কথা ভাবিবে? তাহা হইলে তিনি তোমা-দিগকে ভালবাসিবেন।

মাথার ঘাম।

বছর যায় পায় পায়। নুরনবী ক্রমে চৌদ্দ বছরে পড়িলেন। আপন মনে থাকেন, আর আপন মনে ভাবেন। আবুতালেব তাঁকে বুকে বুকে রাখেন; কোন কষ্টই গ্রাহ্য করেন না। এমন করে দিন যায়।

কিন্তু আবুতালেব বড় গরীব; তাঁর দিন আর চলে না। অবস্থা ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। শেষে তিনি বাণিজ্যে যাওয়া ঠিক করিলেন।

মক্কা শরীফের অনেক উত্তরে সিরিয়া দেশ, সেইখানে যাইবেন। আমাদের নুরনবীও তাঁর সঙ্গে চলিলেন।

কোথায় সেই সিরিয়া দেশ, কত পাহাড় পার হয়ে, কত ধূ ধূ মরুভূমি পাড়ি দিয়ে কোথায় যাইতে হইবে। পথের কত কষ্ট, কত ক্লেশ। দুধের ছেলে সোণার চাঁদ সেইখানে যাইবেন, শুনিয়া ফুফু আম্মা কাঁদিয়া উঠিলেন। চাচা কাতর হইয়া কত বারণ করিলেন। কিন্তু হজরত শুনিলেন না। চোখের পানিতে চাঁদ মুখ ভাসিয়া গেল। চাচা বিদেশে যাইয়া কষ্ট করিবেন, আশে পাশে সমস্ত লোক খাটিয়া খাইবে, আর তিনি মজা করিয়া বাড়ী বসিয়া থাকিবেন। তা কিছুতেই হইতে পারে না।

হজরত এখন বড় হইয়াছেন, ভালমন্দ বুঝিতে শিখিয়াছেন। তিনি আর এখন কুড়ের মত ঘরে বসিয়া থাকিতে চান না। তিনি দুঃখীর ধন, সকলের সঙ্গে দুঃখ করিতে চান। তিনি চান পরিশ্রম আর কাজ। ঘর আর তাঁকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। তিনি আল্লার

দুনিয়া দেখিতে চান। মানুষকে দেখিতে ও বুঝিতে চান। তাই তিনি চাচার সঙ্গে বাণিজ্যে চলিলেন।

চলিলেন ত উটে চড়িয়া, সঙ্গে নিলেন মালপত্র, বাণিজ্যের যত সব সরঞ্জাম। মরু-ভূমির দারুণ তাপ কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না।

দেখ, তিনি কেমন কাজ ভালবাসিতেন। দুধের ছেলে হইলেও নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে চান নাই। মানুষ হইতে হইলে ননীর পুতুল হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কষ্ট ও পরিশ্রম করা চাই।

থাক সে কথা। হজরত ত বাণিজ্যে গেলেন। কিন্তু এ আর ত সেই সওদাগরের ছেলের চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকরী সাজাইয়া বাণিজ্যে যাওয়া নয়, কিংবা সুখ দরিয়ার কুলে কুলে সখের তরী বাওয়াও নয় যে নহবৎ বাজিবে, ঝির ঝির বাতাস বহিবে, ঘাটে ঘাটে ডঙ্কা

পড়িবে। এ সে সখের বাণিজ্য নয়। এতে ছিল মরুভূমির কুল কিনারাহীন বালির চড়া, আগুনে রোদ, আর আগুনে হাওয়া।

তার মধ্য দিয়া উটের কঠিন পিটে চড়িয়া হজরত চলিয়া যাইতেছেন। কত গ্রাম, কত নগর, কত বন উপবন ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন। নূতন নূতন দেশ দেখিয়া তাঁর কত যে আনন্দ হইল, তা কেমন করিয়া বুঝাইব? নূতন বই পড়িলে, নূতন কথা শিখিতে পারিলে তোমাদের যেমন আনন্দ হয়, আল্লার দুনিয়া ও দয়ার নূতন নূতন পরিচয় পাইয়া তাঁর মনেও তেমনি আনন্দ ধরিতেছিল না। মরুভূমির আশ পাশ, বালি বাতাস সবই আগুন। সে আগুনের মাঝে মাঝে ঝরণার পানি ঝির ঝির, একেবারে আল্লাতালার দয়ার ধার; তা দেখিতে দেখিতে আল্লার কথায় তাঁর বুক ভরিয়া গেল।

তিনি দেখিলেন তাঁর দেশের যত লোক সেই আল্লাতালাকে ভুলিয়া গিয়া পুতুল পূজিতেছে; মানুষ হইয়া পশু হইয়াছে। কত মিথ্যা, কত ফাঁকি, কত অন্যায়,আর কত অত্যাচারে দেশ পুড়িয়া যাইতেছে। দেখিয়া মানুষের দুঃখে তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। মানুষ কিসে ভাল হয়, কেমন করিয়া মানুষের এই পাপ তাপ দূর করা যায় এই চিন্তায় তিনি আকুল হইয়া উঠিলেন।

তারপর হজরত দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

যায়—কিছুদিন যায়। হজরত আবার বাণিজ্যে গেলেন। দক্ষিনে এমন দেশ—সেও অনেক দূর মরুভূমির পথ। সেখানে তাঁর যে বীর চাচা হামজা ভারি পালোআন—তাঁরি সঙ্গে বাণিজ্যে গেলেন। আরও কত কত দেশ দেখিলেন। মানুষের পাপ ও দুঃখের

আরও কত ছবি দেখিলেন ; প্রাণে আরও কষ্ট হইল।

তারপর কিছুদিন পরে আবার ঘরে ফিরিলেন। আবুতালেবের বুক জুড়াইল।

আবার কিছুদিন যায়।—হজরতের চাচা আবুতালেব বড় কষ্টে পড়িলেন ; দিন আর চলে না। একবেলা খান, আর হয়ত দুইবেলা খাওয়া জুটে না। দেখিয়া নূরনবীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি চাচার দুঃখ দূর করিবেন।

তখন তিনি কি করিলেন ? এক জনের ছিল কতকগুলি ছাগল ; সেই ছাগল চরাইতে নিলেন। পাহাড়ে পাহাড়ে ছাগল চরান। তাতেই পয়সা পান। আর তাতেই কোন রকমে দিন যায়।

দীন-দুনিয়ার বাদশা তিনি,—তিনি রাখাল সাজিলেন।

কোন কাজই ছোট নয়। কাজ করাই গৌরব। যে কাজ না করিয়া খাইতে চায়, সেই ছোট।

তারপর যায়,—আরও কিছুদিন যায়,—নূরনবী ক্রমে বেশ বড় হইয়া উঠিলেন। বাইশ তেইশ বছরের যুবক,—সোণার মুখ—সোণার চোখ—সোণার কথা। তিনি কাজ করিতে চান। কাজ না করিলে দীন দুঃখীর দুঃখ দূর করিবেন কেমন করিয়া ?

আরব দেশে তখন এক বিধবা রাণী ছিলেন; তাঁর নাম খোদেজা বিবি। খোদেজা রাণীর অনেক ধন দৌলত। তিনি রূপের রাণী, তাঁর ঘরে মণি মাণিক্যের খণি; তিনি সোণা-দানা নিয়া খেলা করেন; সোণার পালঙ্গে গা রাখেন, গোলাবের পানিতে গা ধোন; শত শত দাসী বাঁদী, তাঁর গায়ে চামর ঢুলায়, কত কত চাকর নফর তাঁর হুকুমে খাড়া থাকে।

এ হেন রাণী—তিনি নূরনবীর কথা শুনিলেন, গুণ শুনিয়া আকুল হইলেন।

এখন হইল কি, রাণীর একজন লোকের দরকার,—বিদেশে বাণিজ্যে যাইবে। খাঁটি ইমানদার একজন লোক চাই। কত কত লোক উমেদার হইল, কিন্তু রাণী তাদের কাউকেই পছন্দ করিলেন না। বয়স অনেক ছোট হইলেও নূরনবীকেই এই কাজের ভার দিলেন। নূরনবীরও কাজের দরকার; তিনি খুসী হইয়া বাণিজ্যে গেলেন।

বড় ঘরের ছেলে, চাকরী করিলে মান যাইবে, এমন গুমর তিনি করিলেন না।

পরের চাকরীতে যাইতে দেখিয়া চাচা চোখের পানি ফেলিলেন, ফুফু আম্মা কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু তা বলিয়া ঘরের কোনে বসিয়া থাকিলে ত চলে না।

হজরত বাণিজ্যে গেলেন। উট গাধার

পিঠে বোঝা বোঝা মাল পত্র ও লোকজন লইয়া বাণিজ্যে গেলেন। বাণিজ্যে যাণীর অনেক লাভ হইল।

এখন ভাবিয়া দেখ, সেই দুরন্ত রোদের মধ্যে পাহাড়ে পাহাড়ে মরুভূমিতে কাজ করিয়া বেড়াইতে নবীর কতই না কষ্ট হইত। পাথরে ঠেকিয়া হয়ত কোমল পায়ে রক্ত ঝরিত, রোদে তাঁর সোণার মুখ কালি হইত, ক্ষুধায় হয়ত তিনি কাতর হইতেন। কিন্তু কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন নাই।

এই সমস্ত কষ্টে তিনি বড় হইয়াছিলেন। কষ্ট করিলেই শক্তি বাড়ে। এই যে এত বড় বড় সব গাছ দেখ, ও গুলির মাথার উপর দিয়া কত কত ঝড় বাদলা বহিয়া গিয়াছে, তবে ত উহারা এত বড় ও শক্ত হইয়াছে। এই যে সব বড় বড় বট গাছের ডালে ডালে পাখীরা বাসা বাঁধে, রোদের সময় পথের

লোক ছায়ায় বসিয়া শরীর জুড়ায়—অনেক ঝড়ের দাপট, অনেক বৃষ্টির সাপট সহিয়া, তবেই উহারা পরের আশ্রয় হইয়াছে।

কোটী কোটী মানুষের বোঝা নবীর ঘাড়ে, নবী পাপীকে উদ্ধার করিবেন। তাই তিনি দুঃখের মধ্যে বাড়িয়াছিলেন।

প্রকাণ্ড মরুভূমি, বড় বড় পাহাড়; তার উপরে তিনি বেড়ান; তাঁর মনের কপাট খুলিয়া যায়।

তিনি লেখাপড়া জানিতেন না। তোমাদের মত তিনি ইস্কুলেও যান নাই, বইও পড়েন নাই।

তা বলিয়া কি? তাঁর মন ছিল খুব বড়, জ্ঞান ছিল খুব বেশী। তিনি গাছে গাছে লতায় পাতায় আল্লার লেখা পড়িতেন, ফলে ফুলে, তারায় তারায় আল্লার পরিচয় পাইতেন। মানুষ সেই আল্লা ভুলিয়াছে, আর পাপ করি-

তেছে দেখিয়া তাঁর মন কাঁদিয়া উঠিত! কি করিলে মানুষ ভাল হয়, সেই চিন্তায় তিনি পাগল হইতেন।

গুণের নিধি।

ফুলের গন্ধে বাতাস মাতে! গুণের গন্ধে মানুষ ছুটে! নবীর গুণে সকল মানুষ পাগল হইল।

নূরনবী গরীব। সে কথা ত কেউ ভাবিত না। সবাই দেখিত তাঁর গুণ। কি মধুর তাঁর চালচলন,—আর কি মিষ্ট তাঁর কথা। মুখে যেন মধু লাগিয়াই আছে! আর তাঁর গড়নই বা কি?—যেন আকাশের চাঁদ। চব্বিশ বছরের যুবক, সোণার কান্তি সকল অঙ্গে ভরা। যখন রাস্তা দিয়া যান, যেন স্বর্গের আলো উথলিয়া যায়।

নবী ভাল কথা বলেন, আর কাজ করিয়া যান।

এখন সেই যে খোদেজা রাণী—তাঁর তখন চল্লিশ বছর বয়স। তিনি ছিলেন ভারি ধার্ম্মিকা মেয়ে। নবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হইল। আরব দেশে তখন মেয়েদের যে দুরবস্থা! বিধবাদের ছিল কষ্টের একশেষ! তাদের আর বিয়েও হইত না।

নবী তাদের দুঃখ ঘুচাইবেন।

রাণী ছিলেন নিতান্ত ভালমানুষ। তিনি কেবল আমোদ করিয়াই দিন কাটাইতেন না। অনেক ভাল ভাল বই পড়িতেন। তাতে তাঁর জ্ঞান হইয়াছিল।

তিনি বুঝিয়াছিলেন, হজরত পয়গম্বর সকল মানুষের সেরা। তাই অত বড় রাণী, তিনি নবীর দাসী হইলেন।

রাণী কি বুঝিলেন? তিনি দেখিয়াছিলেন এক স্বপ্ন। স্বপ্নে দেখিলেন সোণার চাঁদ; আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। সেই চাঁদ যেন

নামিয়া আসিল ; আসিয়া তাঁর কোলে উঠিল। চাঁদের যে আলো, আলোর জগত আলোময় হইয়া গেল।

এই চাঁদ নবী, আলো তাঁর ধর্ম্ম ; ধর্ম্মে তিনি জগত ভরিবেন।

যাক্ সে কথা—বিয়ে ত হইল ; কিন্তু হজরত কি করিলেন ?—রাণীর অগণন ধন-দৌলত তাঁর পায়ে ; তিনি তা পা দিয়াই ঠেলিয়া ফেলিলেন।

সুখ করিতে ত তিনি আসেন নাই। তিনি দুঃখীর ধন। টাকা দিয়া সুখের বাসর সাজাইলেন না। সমস্তই দীন-দুঃখীকে বিলাইয়া দিলেন।

এখন মানুষের কিসে ভাল করিবেন, তাই হইল তাঁর কাজ। দীন দুঃখী যারা তাদের তিনি সান্ত্বনা দিতেন। পাড়ায় হয় ত কারও ব্যারাম হইয়াছে, অমনি সেখানে দৌড়িয়া যাইতেন। যাইয়া তার সেবা করিতেন, কত

রকম বল ভরসা দিতেন। কারও হয় ত কোন বিপদ, অমনি সে নবীর কাছে আসিল। কি করা যায়? তাই ত। নবী উপদেশ দিতেন, তাতেই তার কাজ হইত।

লোকে যে তাঁকে বিশ্বাস করিত তা আর বলিবার নয়। সকলে তাঁকে 'আল্স-আমীন' বলিয়া ডাকিত; আমীন কিনা "বিশ্বাসী"। কারও কোন জিনিষ ভাল করিয়া রাখার দরকার হইলে সে তা নবীর কাছে রাখিত। তিনিও তা এমন করিয়া রাখিতেন যে কারও একটু ক্ষতি হওয়ার যো ছিল না। চাইতে আসিলে যেমন জিনিষ তেমনই ফিরাইয়া দিতেন।

পাড়া পড়শীর মধ্যে ত অনেক সময়ই ঝগড়া হইত। সে আরবদের ঝগড়া ত আর সোজা ঝগড়া নয়। ঝগড়া বাধিলেই খুনোখুনি। অনেক সময় অনেক ঝগড়া নবীই মিটাইয়া দিতেন।

একবার হইল কি, সেই যে কাবাঘর,—সেই ঘর মেরামত করার দরকার হইয়া পড়িল। কত শত বছরের ঘর তার ত ঠিক নাই। অনেক জায়গায় দেয়ালের গোড়াই আলগা হইয়া গিয়াছে। উপরের ছাদও অনেকখানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বৃষ্টির সময় পানি পড়ে, ওখান দিয়া পানি পড়ে এই রকম অবস্থা।

তখন বড় বড় সব কোরেশ।—তারা সব ঠিক করিল যে কাবাঘর ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক, ভাঙ্গিয়া আবার নূতন করা হউক। প্রথমেতে অনেকেই ভয়ভয় করিতে লাগিল; কে ঘর ভাঙ্গিবে। আর কি বিপদ হইবে। শেষে সকলেই ভাগাভাগী করিয়া দেয়াল ভাঙ্গিতে লাগিল। এদের মধ্যে চা'র দল প্রধান। কাজেই চা'র ভাগে কাজ চলিতে লাগিল। ক্রমে ঘর দেয়াল সবই ভাঙ্গা হইয়া গেল,

আবার নূতন করিয়া ঘরের পত্তন হইল। ঘর দেয়াল সব উঠিয়া গেল। যেমন কাবা আবার সেইরূপ হইল। এরই মধ্যে হঠাৎ বাধিয়া উঠিল মস্ত এক বিবাদ।

সেই বিবাদ আর কিছুই নয়, একখান পাথর নিয়ে। কাবাঘরের মধ্যে ছিল এক পাথর। সে পাথরের নাম "কাল পাথর।" ভারী দামী সেই পাথর, সকলেই খুব ভক্তি করিত। ঘর সারার সময় সে পাথর ফেলা হইয়াছিল সরাইয়া। এখন যেখানকার পাথর সেখানে রাখিতে হইবে। তাই কথা উঠিল কে সেই পাথর রাখিবে। যে রাখিবে তার কিন্তু ভয়ানক মান বাড়িবে। কাজেই পাথর রাখা নিয়া লাগিল এক দারুণ বিবাদ। চা'র দলে তখন মারামারি। মাসের পর মাস ধরিয়া লড়াই। কত বড় বড় বীর যে মারা পড়িল, তাহার ঠিক নাই। শেষে সকলে দেখিল

তাই ত, এই সামান্য বিষয় লইয়া এত খুনোখুনি, এস আপোষে নিষ্পত্তি করা যা'ক।

ঠিক হইল যে অমুক দরজা, পরদিন ঐ দরজা দিয়ে যে প্রথমে বাহির হইবে সেই এই বিবাদের মিমাংসা করিবে। সে যা বলে তাই মানিতে হইবে।

সকাল বেলা সেই দরজা দিয়ে বাহির হইলেন,আর কেউ নয়, আমাদেরই হজরত। কোরেশেরা ত লাফাইয়া উঠিল, বলিল "ঠিক হইয়াছে, ইনি খুব ভাল লোক, ইনি যাই বলেন তাই আমরা মানিয়া লইব।"

হজরত সকল কথা শুনিলেন, শুনিয়া গায়ের চাদর তাই বিছানায় দিলেন, আর তার উপরে রাখিলেন সেই পাথর। তার পর চা'র দলের চা'র সরদার, তাদের বলিলেন "ধর তোমরা এক এক কোণ!" তারাও তাই করিল। চা'র জনে ধরাধরি করিয়া নিয়া গেল সেই

পাথর কাবাঘরের মধ্যে। এখন যেখানকার পাথর সেইখানে রাখিতে হইবে। চাদর শুদ্ধ ত আর রাখা যায় না, একজনকে তুলিতেই হইবে। কে তুলিবে, তখন নবীই সেই কাজ করিলেন। যেখানকার পাথর সেইখানেই রাখিয়া দিলেন। এমনি করিয়া নবী লোকের উপকার করিতেন। কি করিলে মানুষ ভাল হয়, দিনরাত কেবল তাই ভাবিতেন।

হারান মাণিক।

—০—

ক্রমে নবী অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিসের ডাকে, কাহার টানে তাঁর প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই যে দুনিয়ার দুঃখ, একি এমনি থাকিবে!—মানুষ এমনি করিয়া কাটাকাটি মারামারি করিয়া মরিবে, আর পাপে তাপে ছারখার হইবে! এর কি কোন উপায় নাই? কেমন করিয়া—হায়! হায়!—কেমন করিয়া ইহা দূর করা যায়; কি করিয়া মানুষকে ভাল করা যায়, সেই কথাই কেবল তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

এই দুনিয়ার কর্ত্তা কে? কার এবাদত করিব? কার কাছে মাথা নোয়াইব? কে সে

দয়াল প্রভু, কার দয়ায় এ আগুণ নিবান যাইবে, সেই চিন্তায় পাগল হইলেন।

কে যেন থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া যায়, চোখের সামনে খেলিয়া যায়! বাতাসে কার ধ্বনি আসে—আকাশে কার আলো ভাসে! কে সে? কোথায়?—কোথায়?—

নবী পাগল হইয়া পড়িলেন।

তাঁর খাওয়া দাওয়া ঘুচিয়া গেল; আরাম বিরাম দূর হইল, ঘর সংসার স্ত্রী পরিবার, কাজ কারবার কিছুই আর তাঁর ভাল লাগে না। তিনি বাটী ছাড়িলেন, ঘর ছাড়িলেন, লোকের সঙ্গ ছাড়িলেন; বাড়ী হইতে অনেক দূরে হেরা নামে এক পাহাড়, সেই পাহাড়ে এক গুহা—মানুষ নাই, জন নাই—সাপ থাকে কি বাঘ থাকে তার ঠিকানা নাই, অজানা অচেনা এমন এক আঁধার গুহায় যাইয়া ধ্যানে বসিলেন। নিরালা একেলা বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

মাছ যেমন পানির মধ্যে ডুবিয়া থাকে, ভাবের মধ্যে তেমনি করিয়া তিনি মজিয়া গেলেন। ক্বচিৎ কখনও দুই তিন দিন পরে বাহিরে আসিতেন, আসিয়া কিছু খাইয়া যাইতেন। তা ছাড়া সকল সময়েই সেখানে থাকিতেন। সুখ, শান্তি, আরাম, বিরাম, ভয়, ভাবনা সকল ভুলিয়া মানুষের মঙ্গলের জন্য কাঁদিতে আর ভাবিতে লাগিলেন।

সেই ঘুমন্ত পাতালপুরে বসিয়া তিনি কি ভাবিতেন, সেখানে তিনি সাত রাজার ধন কি মাণিকের সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই নিবিড় আঁধারে কিসের হিরণ কিরণ দেখিতেন, তা তিনিই জানিতেন। দেশ ভুলিয়া, দুনিয়া ভুলিয়া আপন ভুলিয়া, সকল ভুলিয়া তিনি তখন কোথায় ছিলেন তাহা আমি তোমাদিগকে বলিতে পারিব না। ধ্যানের মধ্যে তিনি ডুবিয়া ছিলেন, দুনিয়ার কিছু তাঁর কাছে পৌঁছিত না।

এমনি করিয়া বছরের পর বছর—কত বছর ঘুরিয়া গেল। কোরেশপুরে ঘরে ঘরে কত আনন্দের বাঁশী বাজিল; মাথার উপরে কত চাঁদের হাসি ঝরিল; আশে পাশে কত ফুলের হাসি ফুটিল; কত পাখী গান করিল; তিনি তেমনি রহিলেন। স্থির, অচল, ভাবে ভোর; তাঁর চোখে মুখে সকল অঙ্গে আলোকের ঝলক —আনন্দের খেলা।

অবশেষে এক শুভক্ষণে সকল আঁধার কাটিয়া গেল; সেই নিঝুম পাতালপুরে গভীর আঁধারে স্বর্গের বাতি জ্বলিল; আল্লার আলো ফুটিল। নবীর মন সত্য পুণ্যের সোণার কিরণে উজল হইয়া উঠিল। হাজার যুগের **হারান মাণিক** তিনি ফিরিয়া পাইলেন।

তিনি জানিতে পারিলেন এই দুনিয়ার কর্ত্তা আল্লাতালা। তিনিই বানাইয়াছেন,

গারেহেরা বা নূর পাহাড়।

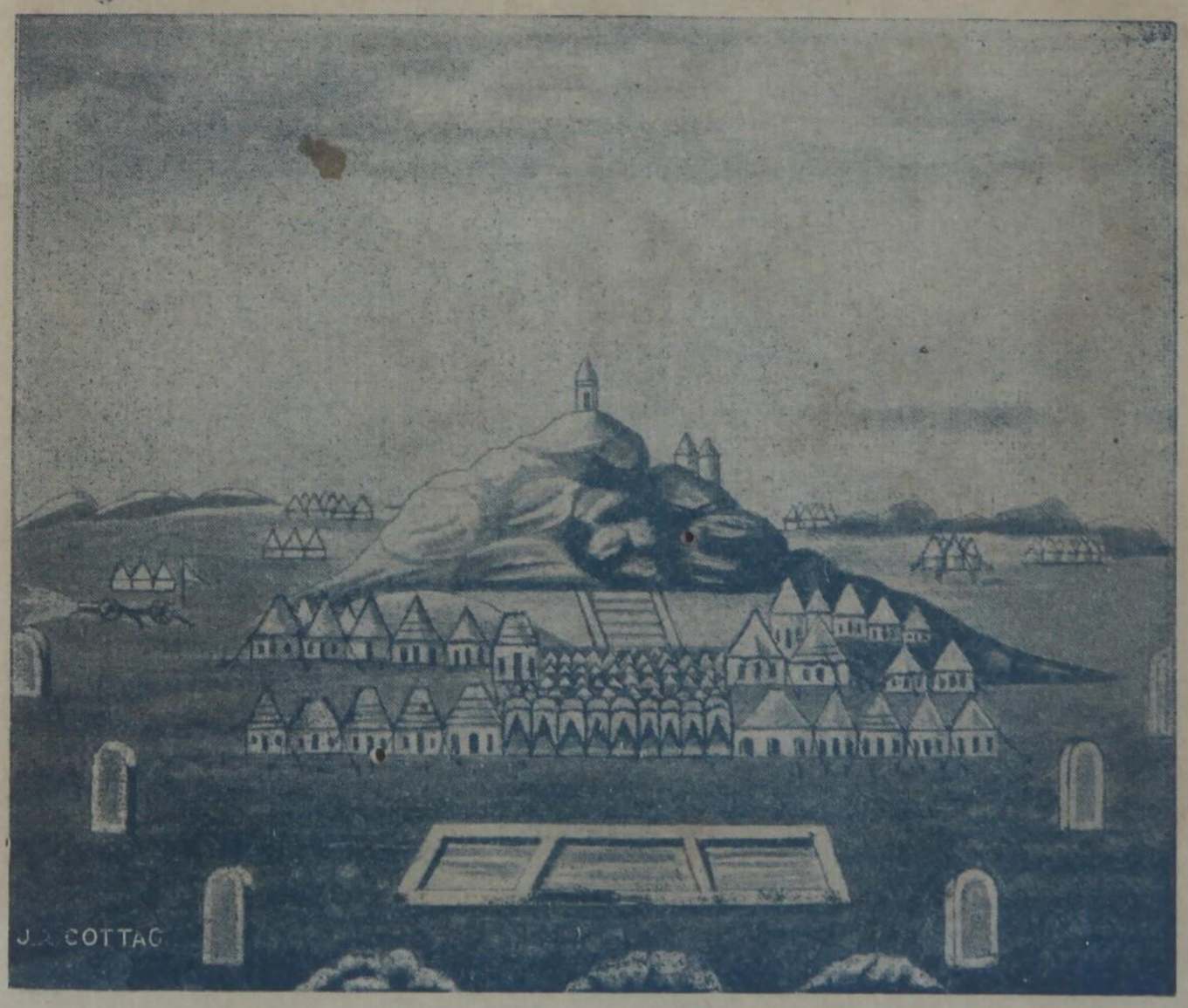

আরফাত পাহাড়।

তিনিই পালেন, তিনিই মারেন। তিনিই সকল রাজার রাজা। কেউ তাঁর সমান নাই, কেউ তাঁর শরিক নাই ; তাঁর রূপ নাই, ছবি নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই ; তাঁর দয়ার অন্ত নাই, স্নেহের শেষ নাই। সে একমাত্র আল্লাতাআলা। তিনিই সকল বড়র বড়, সেজদা কেবল তাঁকেই করা যায়, আর কাউকেই না। তাঁকেই কেবল ডাকিতে হইবে। তবেই দুঃখ ঘুচিবে, পাপ যাইবে, সুখ আর শান্তি মিলিবে।

আল্লার ফেরেশ্‌তা জিবরাইল যিনি নবীদের কাছে আল্লার হুকুম নিয়ে আসেন, সেই জিবরাইল ফেরেশ্‌তা আসিয়া তাঁহাকে এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন। যেমন করিয়া আঁধারের পরে ধীরে ধীরে আলোক ফুটে, আলোক পাইয়া ধীরে ধীরে দলের পর দল মেলিয়া পদ্ম ফুটে নবীর মন তেমনি করিয়া খুলিয়া যাইতে লাগিল।

তার পর একদিন—সে সাত্তা'শ রোজার রাত্রি; দুনিয়া আঁধারে ঘেরা—গগনে পবনে আঁধারের বেড়া। সেই গভীর আঁধারে স্বর্গের দুয়ার খুলিয়া সকল ভুবন আলো করিয়া জিবরাইল ফেরেশ্‌তা নামিয়া আসিলেন। তাঁহার গায়ের সুবাসে বাতাস ভুর ভুর। নূরের চমকে আকাশ ঝলমল। সারা দুনিয়া আলোকে আলোকময় হইয়া গেল। হাসি আর গানে, পুণ্যে আর পুলকে গগন পবন সারা ভুবন মাতিয়া উঠিল। আল্লার আদেশ নিয়া জিবরাইল ফেরেশ্‌তা নুরনবীর কাছে নামিয়া আসিলেন।

আসিলেন, তিনি আনিলেন কি? তিনি যা আনিলেন তা মানুষের কাছে দয়াল আল্লার পরম দান, সকল দানের বড় দান; সকল দয়ার সেরা দয়া। পাপেমরা জানহারা মানুষের জীবনকীর্ত্তি, মানুষের মঙ্গলমণি, সত্যের সোণার

বাতি—তাহা কোরআন শরীফ—আল্লার বাণী, কি করিলে পাপ আর কি করিলে পুণ্য হয় সেই কথা।

হজরত জিবরাইল বলিলেন, "হে মোহাম্মদ, আপনার উপর আল্লার রহমত হোক, আমি আল্লার ফেরশ্‌তা; আল্লার আদেশ নিয়া আপনার কাছে আসিয়াছি; আপনি আল্লার রসুল, মানুষের কাছে আল্লার কথা বলিতে, আল্লা আপনাকে পাঠাইয়াছেন।

এই কথা বলিয়া ফেরেশ্‌তা কোরআন শরীফের এক সুরা নূরনবীকে শুনাইয়া দিলেন আর কেমন করিয়া এক মাত্র আল্লার উপাসনা করিতে হয় সেই নামাজ পড়া তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন।

আলোর খেলা।

নূরনবী ঘরে ফিরিলেন। তিনি তখন পয়গম্বর। সত্যের জ্যোতি তাঁর বুকে, ধর্ম্মের আলো তাঁর চোখে, মানুষ রক্ষার ভার তাঁর মাথায়। আল্লা এক, আল্লা ছাড়া এবাদত করার আর কেউ নাই, আর মোহাম্মদ তাঁর রসুল এইকথা মানুষকে বলিতে হইবে, আর তাই যদি মানুষ মানে, তবেই মানুষ রক্ষা পাইবে।

হজরত বাড়ী আসিয়া খোদেজা বিবিকে এই কথা বলিলেন। শুনিয়া খোদেজা বিবি কত যে খুসী হইলেন, তাহা আর কি বলিব। তিনি কহিলেন "হাঁ, এই কথা

ঠিক, আমি ইহা মানি ; আপনাকে নবী বলে আমি স্বীকার করি।" এই বলিয়া লা এলাহা ইল্লাল্লা মোহাম্মদুর রসুলুল্লা এই কলেমা পড়িয়া তিনি মুসলমান হইলেন।

সকলের আগে তিনি মুসলমান হইলেন ; সত্য ধর্ম্মের সোণার বাতি তিনিই প্রথম মনে জ্বালিলেন, তারপর মুসলমান হইলেন হজরত আলি আবু তালেবর ছেলে—হজরতের চাচাত ভাই। তারপর হইলেন জায়েদ, খোদেজা বিবির গোলাম। তখন হজরত ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন।

তিনি কোরেশদের বলিলেন, "ভাইসব, আমার কথা শুন ; তোমরা যে পুতুল পূজা করিতেছ ও কিছু নয় ; ওতে তোমাদের ভাল হবে না। ওসব মাটির পুতুল ; ওসব তোমরাই তৈয়ার করিয়াছে, তোমরাই ভাঙ্গিতে পার, ওসব মরা মাটির ঢেলা ছাড়া

আর কি ? না পারে ওরা খাইতে, না পারে কথা কহিতে, না আছে ওদের ক্ষমতা কিছু করিবার। তোমরা নিজ হাতে যাহা তৈরি করিয়াছ তা কখনও তোমাদের প্রভু হইতে পারে ? শুন আমার কথা, এ দুনিয়ার কর্ত্তা কেবল আল্লাতালা, তিনি সকল বানাইয়াছেন, আর তিনিই সকল মারেন। তিনি ছাড়া উপাসনা করার আর কেউ নাই। আমি তাঁর নবী, তাঁর কথা বলিবার জন্য তিনি আমাকে তোমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। আমার কথা শুনিলে তোমাদের সুখ হইবে।"

শুনিয়া কেউ হাসিয়া উঠিল, বলিল মোহাম্মদ পাগল হইয়াছে। কেহ বলিল উহাকে ভূতে পাইয়াছে, ওঝা ডাকাও। কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিল, হে মোহাম্মদ বেহেশ্‌তে কি হইতেছে তাহা নাকি তুমি দেখিতে পাও ? আবার কেহ বা রাগিয়া চটিয়া লাল হইল—ভারী রাগ,—কি

এত বড় স্পর্দ্ধা,—কা'লকার ছোঁড়া, সে আমাদের দেবদেবীর নিন্দা করে! বাপদাদার আমলের ধর্ম্ম তাই মিথ্যা বলে! আমাদের যত সব পিতৃপুরুষ দোজখে গেছে। আমরা সব পাপী। ধর ওকে মার—আচ্ছা করে জব্দ করে দাও; এত বড় কথা।

এই দলের সর্দ্দার হ'ল আবু-লহব আর আবু জেহেল—হজরতের দুইজন চাচা—ভয়ানক গোঁয়ার। একেবারে রাক্ষসের মত তাদের স্বভাব।

সেইদিন হইতে হজরতের উপর নানা রকম ঠাট্টা তামাসা ও অত্যাচার চলিতে লাগিল। হজরত রাস্তা বাজারে বাহির হইলে কোরেশদের ছেলের দল তাঁর পাছে পাছে হো হো করিয়া উঠিত; হাত তালি দিত; তাঁর গায়ে ছোট ছোট ইট ফেলিয়া মারিত। পাগল দেখিলে তোমরা যেমন কর, একেবারে তাই।

তিনি নামাজ পড়িতে বসিলে কেউ হয়ত তাঁর মাথায় ধুলা চাপাইয়া দিত। কেউ হয়ত তাঁর গলায় জীব জন্তুর নাড়ীভুঁড়ি দিয়া আসিত। তিনি যে পথে হাঁটিতেন লোকে সেই পথে কাঁটা বিছাইয়া রাখিত। এই বড় বড় খেজুর কাঁটা পুঁতিয়া রাখিত, যেন তাঁর পায়ে ফুটে।

কিন্তু হজরত কিছুই গ্রাহ্য করেন না। না টলেন না দমেন! আপন মনে সকলকে ধর্ম্মের কথা বলেন। সবারই সঙ্গে মিষ্টমুখে কথা কন। সবাইকে ভাল কথা বলেন। এত যে অত্যাচার, তবু তিনি কারও উপর রাগ করেন নাই। মানুষকে রক্ষা করার জন্য তিনি আসিয়াছেন, শ্রাপ করিবেন কেমন করিয়া! ছেলে যদি না বুঝিয়া মন্দ কাজ করে তাহা হইলে কি বাপ তাহার উপর রাগ করেন! শিশু যদি মার বুকে কিল মারে, মা কি তাকে মারিতে পারেন! তিনি মনুষ্যের

কাছে তেমনি। তাঁর নিজের না আছে কোন সুখ, না আছে কোন দুঃখ। মানুষের সুখেই তিনি সুখী, মানুষের পাপেই তিনি দুঃখী; এমনি তাঁর মন। কোন কষ্টই তিনি মানেন না, সবাইকে মিষ্টমুখে ধর্ম্মের কথা বলেন।

সূর্য্য যখন উঠে, পাহাড়ে তার আলো বন্ধ করিতে পারে না। সত্যের যে জ্যোতি হজরত জাহির করিলেন তাহাও ঢাকা থাকিল না। অনেক ভাল লোক তাঁর কথা শুনিয়া বুঝিল ও মানিল। কলেমা পড়িয়া তাঁরা মুসলমান হইলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন হজরত আবুবকর। সমস্ত আরবদেশে তখন তাঁর মত বিদ্বান আর বুদ্ধিমান কেউ ছিল না। সকলেই তাঁকে খুব ভক্তি করিত। তারপর মুসলমান হইলেন হজরত ওস্‌মান। তিনি ছিলেন খুব ধনী। এইভাবে দেখিতে দেখিতে চল্লিশ জন লোক মুসলমান হইয়া গেল।

মায়ার ফাঁদ।

—o—

কোরেশেরা দেখিল ব্যাপার খানা ত মন্দ নয়! আমরা এত ঠাট্টা তামাশা করিতেছি, এত কষ্ট দিতেছি, তবু মোহাম্মদ তার কথা ছাড়ে না, তবুও লোকে তার কথা শুনে! আমাদের বাপদাদার ধর্ম্ম লোপ পাবে নাকি? তারা বড় ভাবনায় পড়িল।

মোহাম্মদ চায় কি? কিসের জন্য সে অমন করে? নিশ্চয়ই তার কিছু মতলব আছে।

তখন কোরেশদের বড় বড় সর্দ্দার—আবু লহব, আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, এরাই না সব মিলিয়া করিল কি, এক যুক্তি আঁটিল; যুক্তি

আঁটিয়া ওতবা নামে তাদের দলের একজন, তাকে হজরতের কাছে পাঠাইয়া দিল। রাজপুত্রকে মারিবার জন্য রাক্ষসী মায়ার ফাঁদ পাতিয়াছিল,—হজরতকে ভুলাইবার জন্য ওতবা লোভের ফাঁদ পাতিল। সে যাইয়া অনেক আদর সোহাগ দেখাইয়া বলিল, "মোহাম্মদ! তুমি আমাদের বংশের গৌরব; খুব বড় ঘরে তোমার জন্ম; আর খুব তোমার নাম, কিন্তু তুমি এসব কি করিতেছ? তুমি আমাদের দেবদেবীর নিন্দা কর, আমাদিগকে পাপী বল। তোমার কথায় আমাদের মধ্যে দলাদলী আরম্ভ হইয়াছে; আমাদের ঘরে গোলযোগ ঘটিয়াছে; বাহিরের লোক তোমার কথা বলিয়া আমাদিগকে ঠাট্টা করে, তোমার জন্য আমরা কোথাও মুখ পাই না। এখন বল দেখি বাপ! তোমার হয়েছে কি? তুমি কি চাও? তুমি কি টাকার জন্য অমন কর? তা হ'লে বল,

রাশি রাশি ধন দওলত তোমাকে এনে দিই। যদি মানমর্য্যাদা চাও; তোমাকে আমাদের দলের সর্দ্দার করি। যদি তোমার রাজা হওয়ার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তা হ'লে আমরা তোমাকে আমাদের রাজা বানাই। আর দেখ, রূপের জন্যই কি তুমি এই সব করিতেছ? তা হ'লে, বল, জগতের সেরা সুন্দরী আমরা তোমার কাছে আনিয়া হাজির করি। আর যদি তোমার মাথার ব্যারাম হইয়া থাকে, তাও খুলিয়া বল, বাপ! তুমি ত আমাদের পর নও, বা কিছু ফেলিয়া দিবার জিনিষও নও। তুমি আমাদের কুলের প্রদীপ, ভাল ভাল হাকিম ডাকিয়া তোমার চিকিৎসা করাই।"

হজরত বলিলেন, "আপনার কথা কি শেষ হইয়াছে?" ওতবা বলিল, "হইয়াছে।" "তবে শুনুন।"

এই বলিয়া হজরত করিলেন কি, কোর-

আন শরীফের এক জায়গা পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি নিজের কথায় কিছু বলিলেন না, কোরআন শরীফের কথা বলিয়াই উত্তর দিলেন। বলিলেন "দেখুন আল্লার নাম নিন, আর কোরআন শরীফ বলিয়া যে ধর্ম্মের বই আছে তার কথা কি আপনি শুনিয়াছেন? তার মধ্যে অনেক ভাল ভাল কথা আর আনন্দের সংবাদ আছে। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না, কেননা আপনাদের কান কালা আর চোখে আপনাদের পর্দ্দা; চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও আপনারা দেখিতে পান না। মনে যা হয় তাই করেন। যা হোক শুনুন, আমি আপনাদের মতই একজন মানুষ, আমি জানিতে পারিয়াছি, আমাদের যিনি মালিক তিনি আল্লাতালা। তিনি এক ভিন্ন দুই নন; তাঁর আর জুড়ি নাই। এজন্য কেবল তাঁরই এবাদত করুন আর তাঁর কাছেই সাহায্য চান। দেখুন যারা প্রতিমা

পূজা করে, পরকালে তাদের খুব কষ্ট হইবে। যারা আল্লাকে মানিবে, আর ধর্ম্ম কাজ করিবে তারা স্বর্গে চিরকাল ধরিয়া সুখভোগ করিবে।”

এই সব কথা শুনিয়া ওতবা একেবারে মাতোয়ারা হইল; তার ভেল্‌কি বাজী সব দূর হইয়া গেল। কোরআন শরীফের যে মিষ্ট মধুর কথা, এমন আর সে কখনও শুনে নাই, তার সব গোলমাল হইয়া গেল। সে হজরতকে বলিল, “বাপ, তুমি যে সব কথা বলিতেছ, সে সব বাস্তবিকই ভাল কথা; এর উপর আর কিছু বলা যায় না।” এই বলিয়া সে পিঠটান; আর কি সেখানে দাঁড়ায়! আর একটু হলেই সে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল আর কি? একেবারে ভোঁ দৌড়। দৌড় ত দৌড় একেবারে দলের মধ্যে যাইয়া উপস্থিত। দলের সর্দ্দারগণকে বলিল, “আমি মোহাম্মদের মুখে যে সব ভাল ভাল কথা শুনিলাম, তেমন কথা আমার জীবনে

আর কখনও শুনি নাই। তার উপর তোমরা আর কোন অত্যাচার করিও না।”

শুনিয়া দলের লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, “ওতবাকে যাদু করিয়াছে রে, মোহাম্মদ যাদু করিয়াছে; ওর কথা কেউ শুনিও না।” যেমন তাদের বুদ্ধি, তেমনি তাদের কথা!

তারপর আর একদিন কোরেশেরা হজরতকে আবার লোভ দেখায়। মায়া রাক্ষসীর ছলনা! সেকি আর অমনি ছাড়ে? কত ছলা কলা করে, তার ঠিক নাই।

একবারে হয় নাই, আবার যাও, ধন দওলতের লোভ বাবা, ফাঁদে পা না দিয়ে কি যায়! আবার সেই কথা। “ধন দওলত, রাজ্যলাভ, মান, মর্য্যাদা, লোক, লশ্‌কর; হাতী ঘোড়া কি চাও, তাই বল? আমরা আনিয়া দিই।”

কিন্তু আমাদের নূরনবী যে উত্তর করিলেন, তা কি চমৎকার। সেই কথা শুনিলে তোমরা একেবারে অবাক্ হইয়া যাইবে। তিনি বলিলেন, "আমি ধন সম্পত্তি চাই না; রাজ্য পাটও চাই না, মানমর্য্যাদায়ও আমার কোন দরকার নাই; আল্লা আমাকে পাঠাইয়াছেন তোমাদিগকে সুসংবাদ দিতে। আল্লার যা হুকুম, আমি তাই তোমাদের কাছে বলিতেছি, আর তোমাদের যাতে ভাল হয়, সেই সব উপদেশ তোমাদিগকে দিতেছি। আমি তোমাদের জন্য যে মঙ্গল নিয়া আসিয়াছি, তা যদি তোমরা লও, আর আমার কথা যদি তোমরা মান, ভাল কথা, ইহকালে আর পরকালে তোমরা সুখী হইতে পারিবে, আর যদি তা না শুন, তা হ'লে আমার তাতে কোন ক্ষতি নাই। যে আল্লা আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁর উপরই নির্ভর করিয়া থাকিব। আমাদের কার কথা ঠিক, তিনিই

তার বিচার করিবেন; তিনিই আমার বল ও ভরসা।"

ভাবিয়া দেখ, নূরনবী আমাদের জন্য কি কষ্ট বরণ করিলেন। টাকার আর মানমর্য্যাদার জন্য লোকে কিনা করে! কিন্তু দুনিয়ার যত সুখ আর সোহাগ ধন আর দওলত তা তাঁর পায়ের তলে আসিয়াছিল; তিনি তার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। তিনি দুঃখীর ধন, জগতের সকল দুঃখীর সমান থাকিলেন। পাপ আর দুঃখ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি চিরদুঃখ মাথায় লইলেন, সকলের উপরে আল্লার হুকুম তিনি বড় রাখিলেন। তোমরা কি তেমন করিবে?

চাঁদ সূর্য্যের কথা।

হজরত কেমন নির্লোভ ছিলেন, তা তোমরা দেখিলে; এখন আমি তোমাদিগকে তাঁর তেজের কথা বলিব।

কোরেশরা দেখিল হজরত ধনরত্নের লোভ করেন না, মায়ার ফাঁদে পা দেন না; তখন তারা মুশ্‌কিলে পড়িল। লোকটা না অত্যাচারে ভয় পায়, না টাকা পয়সার লোভ করে; দিন দিন লোকে তার দলে মিশিতেছে, এখন উপায় কি? বেগতিক দেখিয়া তারা এক যুক্তি ঠিক করিল; "চল একবার আবুতালেবের কাছে যাই; মোহাম্মদের নামে নালিশ করি গিয়ে, চাচার কথা কি সে আর ঠেলিতে

পারিবে ?" এই না ঠিক করিয়া ওতবা, শায়েবা, আর আর কয়েকজন কোরেশ মিলিয়া আবু-তালেবের কাছে হাজির হইল। বলিল, "দেখুন! আমরা ত সবাই আপনাকে মান্য করি, কুলে মানে আপনি আমাদের মাথার মণি, সেই জন্য আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি। আমাদের একটি দুঃখের কথা আপনাকে শুনিতে হইবে। আপনার এই যে ভাইপো মোহাম্মদ,—ইহার জ্বালায় আমরা কি করি বলুন দেখি ? উনি আমাদের দেবতাদের নিন্দা করেন, আমাদের দেবতা কিছুই নয়, মরা মাটির পুতুল, এই সব কথা বলেন। এ সমস্ত কি কথা দেখুন দেখি ? এতে আমাদের মনে কেমন লাগে ? আপনি হয় তাকে ঐ সমস্ত কথা বলিতে বারণ করুন, নয় তাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিন। উনি আর ওঁর শিষ্যেরা কের যদি আমাদের দেবদেবীর নিন্দা করেন,

তা হইলে, আপনাকে ঠিক বলিতেছি, আমরা উহাদের একেবারে প্রাণে মারিয়া ফেলিব।”

কোরেশদের কথা শুনিয়া আবুতালেবের ভারী ভয় হইল, চাচার প্রাণ কিনা! সব তাতেই অস্থির হল। তিনি তখনই হজরতকে ডাকাইয়া বলিলেন, “দেখ বাবা! তুমি যে কোরেশদের দেবদেবী নিন্দা কর, আর অপমান কর, এতে কোরেশেরা তোমার উপর ভারী চটিয়া গিয়াছে; কিন্তু তারা তোমার ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যা হোক্ যা করিবার তা করিয়াছ, এক্ষণে তুমি আর ওদের দেবদেবীর নিন্দা করিওনা। ওদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ কর। আর তোমার যা ধর্ম্ম কর্ম্ম তা মনে মনেই কর; সেই ভাল। বাহিরে জানাইবার দরকার কি?”

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, একথা শুনিয়া তোমাদের নূরনবী খুব দমিয়া গেলেন;

ভারী ভয় খাইলেন, না ? তা নয় ;—এ কথায় তাঁর মনের তেজ আরও জ্বলিয়া উঠিল। টাকা পয়সার লোভ, কি প্রাণের ভয়, কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন না। ধর্ম্মই তাঁর কাছে বড়। যা তিনি সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তা তিনি করিবেনই করিবেন। তাতে প্রাণ যায় তাও স্বীকার।

তিনি বলিলেন, "চাচাজান্! কোরেশেরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য্য, আর বাম হাতে চাঁদও এনে দেয়, তাও আমি গ্রাহ্য করি না,—আল্লা যখন আমাকে মানুষের কাছে সত্য কথা জানাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন, তখন যতদিন বাঁচিব, ততদিন নিজের কাজ করিব। আপনি কি মনে করেন, কারও কথায় কি কারও ভয়ে কর্ত্তব্য ছাড়িয়া দিব ? কখনও না,—হয় আল্লার কথা বলিব, নয় প্রাণ দিব।"

অত্যাচারের আগুন।

আগুন জ্বলিল; অত্যাচারের আগুন, আগুণের বেড়া, নব্বী সেই বেড়া আগুণে ঝাঁপ দিলেন। মানুষের ভাল করিবেন, সেই জন্য সিন্ধু দুঃখের সাগর,—সেই সাগরে সাঁতার দিলেন। কোরেশদের কথা যদি তিনি শুনিতেন তা'হলে হয়ত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই থাকিতে পারিতেন; খাওয়া পরা আমোদ আহ্লাদে তাঁর দিন কাটিত। কোন কষ্টই তাঁর হইত না। কিন্তু মানুষের সুখের জন্য তিনি দুঃখই মাথায় লইলেন। সুখের চেয়ে ধর্ম্মকেই বড় করিলেন।

কোরেশেরা যখন দেখিল, হজরত কিছুতেই

তাদের কথা শুনেন না, কোন রকমেই আর তাঁকে বশ করা যায় না, তখন তারা ভয়ানক রাগিয়া গেল, একেবারে রাক্ষসের মত নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করিল। "কি এত বড় স্পর্দ্ধা! আমাদের কথা মানিবে না!—দেখি তারই দৌড় কত!" এই বলিয়া তারা ঠিক করিল যে মোহাম্মদকে যেখানেই পাও না কেন আর ছাড়াছাড়ি নাই।

তখন হইতে এক দুঃখের কাহিনী আরম্ভ হইল। দুঃখ বলিয়া দুঃখ,—কত যে কষ্টের কথা তা আমি তোমাদিগকে বলিয়া ফুরাইতে পারিব না। তার কাছে গল্পের সেই রাজপুত্রের ব্যাথার কথা কিছুই নয়। রাজপুত্রের অঙ্গ হইতে রোদে ঘাম ঝরিয়াছিল, আর নূরনবীর অঙ্গ কাটিয়া রক্ত পড়িয়াছিল। পাহাড়ের মধ্যে তিনি বন্দী হইয়াছিলেন; কতদিন তাঁর খাওয়া হয় নাই, কত রাত্রি তাঁর ঘুম হয় নাই।

সোনার চাঁদ শিশুগণ! তোমাদেরই জন্য তিনি এত কষ্ট সহিয়া ছিলেন, সেই পুণ্য কথা শুন।

আবুজেহেলের শয়তানি।

সাফা নামে এক পাহাড়; তার উপর কোরেশদের মেলামেশা, দল-বৈঠক। হজরত একদিন সেখানে যাইয়া আল্লার কথা বলিলেন। কোরেশেরা শুনিয়া ত আগুণ, তারা তখন দেব-দেবীর গুণ গান আরম্ভ করিল। আর তার পরের দিন আবুজেহেল নামে সেই যে শয়তান, সে আসিয়া হজরতকে গালাগালি দিল; কেবল কি গালাগালি! সেই রাক্ষস তাঁর সোণার অঙ্গে হাত তুলিল; এমন করিয়া মারিল যে তিনি মরার মত হইয়া গেলেন; তাঁর সোণার অঙ্গ কালি হইয়া গেল।

কেউ তোমাদিগকে গালি দিলে তোমরা ফিরিয়া গালি দাও; মারিলে মার; কিন্তু

নূরনবী কিছুই বলিলেন না। তিনি কেবল বলিলেন, "ওগো, তোমাদের আল্লা যে আমাকে পাঠাইয়াছেন!—তোমাদেরই ভালর জন্য; তোমরা কেন আমাকে মারিতেছ।" হায় কি তাঁর কষ্ট! আর কি তাঁর দয়া! খবর পাইয়া খোদেজা বিবি দৌড়িয়া গেলেন। হায়! হায়! করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হজরতের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অনেক কষ্টে বাড়ী আসিয়া তাঁর সেবা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে হজরতের চাচা হামজা,—ভারী পালোআন,—তিনি বাড়ী আসিয়া এই কথা শুনিলেন। শুনিয়া ত আগুন; হজরতের গায়ে হাত তুলে, এত বড় ক্ষমতা! একেবারে লাঙ্গা তলোআর হাতে আবুজেহেলের সামনে খাড়া হইলেন।—"কি রে শয়তান! তুই নাকি মোহাম্মদকে মারিয়াছিস্। এত বড়

বুকের পাটা তোর? আমি যদি তখন বাড়ী থাকিতাম তা হ'লে তোকে কাটিয়া দুই টুক্‌রা করিয়া ফেলিতাম।" এই বলিয়া তিনি আবু-জেহেলকে খুব করিয়া মার দিলেন। তারপর হজরতের কাছে আসিয়া বলিলেন, "বাপ ধন! আবুজেহেল তোমাকে মারিয়াছিল; আমি তাহাকে আচ্ছা করিয়া শাস্তি দিয়াছি।"

হামজা মনে করিয়াছিলেন হজরত এই কথা শুনিয়া ভারী খুসী হইবেন। কিন্তু তাহা হইল না। হজরত চান মানুষের মঙ্গল—, শত্রুর কষ্টেও তিনি খুসী হন্ না। ভাল করাই তাঁর কাজ, তিনি বলিলেন, "চাচাজান! এর চেয়ে আপনি যদি মুসলমান হন, তা হ'লে আমি খুব খুসী হই,—আল্লা এক আমি তাঁর নবী,—এই কথা আপনি স্বীকার করুন।" হামজা শুনিয়া ত অবাক।—নিজের কথা মনে নাই, কেবল ধর্ম্মের কথাই মুখে;—সত্যই ত

ইনি পয়গম্বর। তখন হামজা কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইলেন।

ওমরের বড়াই।

আর একদিন কোরেশদের বৈঠক বসিল। হামজার মত লোক মুসলমান হইয়া গেল। দিন দিন মোহাম্মদের প্রতাপ বাড়িয়া চলিল—এর একটা উপায় না করিলে ত আর হয় না। কথায় কথায় আবুজেহেলের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। হজরতের কথা যতই ভাবে, ততই তার বুক জ্বলিয়া উঠে। তার চেহারা হইল রাক্ষসের মত। সে বলিল, "কোরেশ ভাই সব, তোমরা কি এমনি থাকিবে? কিছুই করিবে না? মোহাম্মদ রোজ রোজ আমাদের দেব-দেবীর নিন্দা করিবে, বাপ দাদার গালাগালি দিবে, আর আমরা চুপ করিয়াই থাকিব। না, তা কখনও হইতে পারে না, মোহাম্মদকে

খুন করা চাই ; এই আমার পণ। যে কেউ মোহাম্মদের মাথা কাটিয়া আনিতে পারিবে, আমি তাহাকে একশত উট আর পাঁচ শত সোনার মোহর বখ্‌শিস দিব।”

শুনিয়া ওমর লাফাইয়া উঠিল ; বলিল, “আমি যাইব। এ আবার শক্ত কথা কি, এখনই তার মাথা কাটিয়া আনিতেছি।”

ওমর ভারী পালোআন। যেমন তার জোর তেমনি তার সাহস। তার ভয়ে সকলেই কম্পমান। তার চোখ দুটা কি,—একেবারে আগুনের গোলা।

এহেন ওমর চলিল হজরতকে মারিতে। যে শুনে সেই কাঁপে, ভয়ে দূর হইতে পলাইয়া যায়। ওমর হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে ;—হাতে তার খোলা তলোআর ঝকঝক, চোখ তার আগুনের মত ধক্ ধক্। পথে একজনের সঙ্গে দেখা হইল। সে বলিল, “ওমর কোথায়

চলিয়াছ?" বলিল "মোহাম্মদকে মারিতে।" লোকটি বলিল, "তাই নাকি; আচ্ছা তুমি এই ভেড়ার বাচ্চাটিকে ধর দেখি, বুঝিব তুমি কেমন বীর।" "এই কথা, এখনই ধরিয়া দিতেছি," এই বলিয়া ওমর ভেড়াটিকে ধরিতে গেল। ভেড়া ত লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া অস্থির। ওমর কিছুতেই তাকে ধরিতে পারিল না। মাঝ হইতে দৌড়াদৌড়ি করিয়া হাঁপাইয়া পড়িল।

তখন সেই লোকটি বলিল, "বটে, এই তুমি বীর! একটা ভেড়ার বাচ্চা ধরিতে পারিলে না, আর তুমি আল্লার সেই সিংহকে মারিবে! মোহাম্মদকে মারার খেয়াল তুমি ছাড়, সে তোমার কর্ম্ম নয়।"

শুনিয়া ওমর তাকে মারিতে তলোআর তুলিল; সে ভয়ে পলাইয়া গেল।

ওমর চলিল। সকলে ভয়ে অস্থির। মুসল-

মানেরা ত হজরতকে লইয়া এক ঘরে একত্র হইয়াছে। সকলের মনে ভাবনা, কি হয়! কি হয়! হজরত কিন্তু স্থির। তাঁর কোন ভয় নাই। তিনি আল্লার বলে বলী; তাঁর আবার ভাবনা কি! ওমর যাইয়া দরজায় ঘা মারিল; সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল,—কি করা যায়। হজরত আলী আর হামজা, তাঁরাও খুব বীর কি না, তাঁরা তলোআর নিয়া বাহির হইতে চাহিলেন; ওমরের সঙ্গে লড়াই করিব; তার সাধ্য কি যে হজরতের গায়ে হাত তুলে। তাঁরা ত ওমরের চেয়ে কম ছিলেন না; এক একজন মস্তো পালোআন। তাঁরা ত ও কথা বলিবেনই। কিন্তু হজরত কাউকে বাহির হইতে দিলেন না; আল্লার নাম করিয়া নিজেই দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁরি মাথা কাটার জন্য খোলা তলোআর হাতে আজরাইলের মত ওমর খাড়া।

কিন্তু হজরত একটুও ভয় করিলেন না। সকল কাজে আল্লাই তাঁর ভরসা, মানুষকে তিনি ভয় করেন না। তিনি যাইয়া একেবারে ওমরের হাত ধরিলেন; আর অমন যে বীর সে একেবারে কাবু হইয়া পড়িল, তার গায়ে একটুও জোর থাকিল না। তার অত যে বল বীর্য্য, আর লম্ফ ঝম্ফ তা কোথায় ফুঁ হইয়া উড়িয়া গেল। হজরতের তেজে সে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

তখন ওমর বুঝিল যে, হাঁ বাস্তবিকই হজরত সত্য পয়গম্বর; তা না হইলে তাঁর এত তেজ! তবে আর আমি তাঁকে মানিব না কেন। এই ভাবিয়া ওমর কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইল। হজরত তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। ধর্ম্মের বলের কাছে গায়ের জোর চিরদিনই এই রকম হার মানে।

পাহাড়ে বন্দী।

—•:*:•—

ওমর হইল মুসলমান! কোরেশদের আশা ভরসা সব মাটি। ভয়ে তারা থর্‌থর্ করিয়া কাঁপে; ওমরকে দেখিলে দূর হইতে পলাইয়া যায়।

ভয়ে ভয়ে দিন কাটে। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। এক ওমরের ভয়ে ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকিলে চলে না। উপায় করা চাই। হাজার সে বীর হউক, তবু সে একা; আর আমরাই সব। আমরা কি না ওমরের ভয়ে মোহাম্মদকে ছাড়িয়া দিব? কখনই না। কোরেশেরা যতই এই কথা ভাবে ততই তাদের বুকে সাহস বাড়ে, রক্ত

গরম হয়।—মোহাম্মদকে মারিতেই হইবে।

শেষ চেষ্টার জন্য তারা আর একবার আবু তালেবের কাছে গেল। উদ্দেশ্য ভয় দেখান। তারা বলিল, "দেখুন, আপনি ত আমাদের কথায় কান দিতেছেন না, ভাল মানুষ আপনি, নিজের ভাবেই আছেন। কিন্তু বেশীদিন ত আর আপনার এই ভাবে থাকা চলে না। আপনার ভাইপো যে রকম বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিয়াছে, তাতে আমরা ত আর এরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকিতে পারি না। আপনি সোজা লোক, তাই মোহাম্মদের কথায় গ'লে যান; এখন বিপদ যে আপনার ঘাড়ে এসে পড়ে! আমরা ত সাহেব আর আপনার মুখেরদিকে তাকাইয়া থাকিতে পারি না। এখন হয় আপনি মোহাম্মদকে আমাদের হাতে দিন, নয় আজ থেকে আপনার সঙ্গেও আমাদের

বিবাদ। আমরা মোহাম্মদকে খুন না করিয়া ছাড়িতেছি না; কাজেই আপনি যখন তাকে আশ্রয় দিতেছেন, তখন আপনিও আমাদের শত্রু। এখন কি করিবেন বলুন।”

চোখ মুখ লাল করিয়া ভারী রাগের সঙ্গে তারা এই কথা বলিল। তখনি মারে আর কি! আবুতালেব বলিলেন “তা বেশ, আমি ভেবে দেখি; কাল যা হয় এর উত্তর দিব। তাকে ধরে দেওয়া ত সহজ কথা নয়।”

“আচ্ছা তাই,” এই বলিয়া কোরেশেরা ফিরিয়া গেল। এদিকে আবুতালেব হজরতকে ডাকাইলেন; কোরেশদের কথা খুলিয়া বলিলেন।

হজরত কি উত্তর দিবেন তা ত তোমরা জানই। আগেও যে কথা এখনও সেই কথা।

তিনি বলিলেন, “চাচাজান! আল্লার যা হুকুম, তাই আমি লোকের কাছে বলিতেছি।

একাজ হইতে কেউ আমাকে ফিরাতে পারিবে না। যদি আপনি ছাড়েন, তা হলে আল্লা আছেন। তিনি আমাকে সাহায্য করার জন্য তৈয়ার। আপনি জানিবেন সত্যেরই জয় হইবে। যারা প্রতিমা পূজা করে সেই সব পাপী আমার কিছুই করিতে পারিবে না।”

দেখ নবী কেমন ধর্ম্মবীর! কি তাঁর তেজ!—আর বিশ্বাস! ধর্ম্মের জন্য তিনি প্রাণ দিবেন, এই তাঁর পণ। কেবল তাই নয়। তিনি জানেন, যখন তিনি ধর্ম্ম কাজ করিতেছেন, তখন একা বলেই যে অক্ষম, তা নয়, তাঁরই মহাবল। আল্লা তাঁর সহায় হইবেন, আর তাঁর জয় হইবেই হইবে।

এ কথা যে সত্য তা তোমরা কিছু কিছু দেখিয়াছ। অপেক্ষা কর, আরও দেখিতে পাইবে। নূরনবীর লোকজন, জোর বল, কিছুই ছিল না। তিনি যখন ধর্ম্ম কথা বলা

আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি কি ছিলেন ! একা, —নিতান্ত একা। তার উপর এত অত্যাচার! তবু দেখ কত লোক তাঁর শিষ্য হইতেছে। অমন যে ওমর যার মত পালোআন আর কেউ নাই— সেই ওমর কিনা তাঁর মাথা কাটিতে গিয়া তাঁরই পায়ে আশ্রয় নিল। এর চেয়ে বড় এমান আর কি চাও, বল।

চিরকালই এই রকম হয়। তুমি গরীব, তুমি একা, এ একটা কোন কাজের কথাই নয়। যা ধর্ম্ম, যা সত্য, তাই যদি তুমি কর, তাহ'লে জানিও, তোমার চেয়ে বলবান আর কেহই নাই। কেউ তোমার সঙ্গে না থাকিতে পারে, কিন্তু সকলের বড় যিনি, সেই আল্লা তোমার সঙ্গে আছেন। আজ তুমি ছোট হ'তে পার, কিন্তু শেষকালে তোমার জয় হইবেই হইবে। আল্লাই তার পথ ক'রে দিবেন।

এখন যা বলিতেছিলাম, তাই শুন।

হজরতের কথা শুনিয়া আবুতালেব আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না; তিনি বলিলেন, "হাঁ বাবা, তা বৈকি। তোমার মত তুমি কাজ করে যাও; আমি যত দিন আছি, শত্রুর সাধ্য কি তোমার কিছু করে।"

তখন কোরেশদের আবার বৈঠক বসিল। ঠিক হইল যেন আর ছাড়াছাড়ি নাই। এবার আর কেবল মোহাম্মদকে নয়, ওর বংশ সমেত নাশ করা চাই। ছেলে, বুড়ো, স্ত্রী, পুরুষ, আত্মীয়-স্বজন যাকে যেখানে পাও, মার। এই ঠিক করিয়া তারা সকলে মিলিয়া এক পণ করিল। পণ, পণ—বিষম পণ। তারা পণ করিল যে হাশেম বংশের লোকেরা যতদিন পর্য্যন্ত মোহাম্মদকে আমাদের হাতে ধরে না দেয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাদের সঙ্গে বিয়ে-শাদি, কথা-বার্ত্তা, কাজ-কাম, কেনা-বেচা সব বন্ধ।

থাক তারা মোহাম্মদকে নিয়ে; মরে গেলেও আমরা তাদের দিকে তাকাব না। এমন কি দেখা হ'লে তাদের কাউকে সালাম পর্য্যন্ত করা মানা। যত কোরেশ, সকলের এই পণ। কেবল মুখের কথা নয়, তারা এক পণ-পত্র লিখিল। লিখিয়া দলের বাছা বাছা চল্লিশ জন লোক তাতে সই করিল। তারপর সেই পণ-পত্র তারা কাবা ঘরে টাঙ্গাইয়া দিল, যাতে দেশ-বিদেশের সব লোক এই কথা জানিতে পারে।

তা ত হ'ল। তা ছাড়া কোরেশেরা এই কথা দেশের শহরে বাজারে সব জায়গায় রটাইয়া দিল। দেখ দেশবাসী, হাশেম বংশের যত লোক তারা সব আমাদের শত্রু, আমরা তাদের একঘরে করিয়াছি। কেউ তাদের কাছে জিনিষ পত্র বেচিতে পারিবে না। বেচিলে মারা যাইবে।

কোরেশদের এই পণের কথা আবুতালেবের কাণে গেল। তিনি বংশের সকল লোককে ডাকাইলেন; ডাকাইয়া বলিলেন, "ভাই সব, অবস্থা ত এই; এখন তোমরা বংশের মান রাখিতে চাও কিনা বল।" সকলে বলিল, "হাঁ, চাই বৈকি? মানের কাছে আবার কি? মোহাম্মদকেই যদি আমরা ওদের হাতে দিলাম, তবে আর আমাদের মুখ র'ল কৈ? কিছুতেই না। তাতে যা হয় তাই হউক। আপনি উপায় করুন।"

মক্কার কাছে ছিল এক ভারী কেল্লা। আবুতালেব তখন তাদের সকলকেই সঙ্গে নিয়া তারই মধ্যে আশ্রয় নিলেন। তা ছাড়া আর কি করেন! জান বাঁচাইবার ত একটা যোগাড় করা চাই। হজরত আর তাঁর শিষ্য, আর তাঁর বংশের যত লোক, ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, পুরুষ সব গেলেন। আর

সেই দুর্গের মধ্যে এক প্রাণীও বাদ থাকিল না।

তখন তাঁরা হইলেন বন্দী। আর তাঁদের যে কষ্ট হইল, তা আর বলিবার নয়।

কোরেশেরা করিল কি, সেই দুর্গ আটক করিল। দিন রাত তার চারিদিকে পাহারা দিতে লাগিল, যেন এক প্রাণীও না বাহির হইতে পারে,—না ভিতরে যাইতে পারে। যেই বাহির হইবে অমনি মার, আর কথাবার্ত্তা নাই,—লাগাও তলোআর। এমন করিয়া কয়েক জনকে তারা কাটিয়াও ফেলিল।

তখন হ'ল মহা একটা আতঙ্ক। ভয়ে আর কেউ বাহির হয় না। খাবার জিনিষপত্র যা কিছু সঙ্গে ছিল ক্রমে তা সব ফুরাইয়া গেল। এখন উপায় কি? কেইবা আর তাঁদের খাবার দিবে? আর কেমন করিয়াইবা পাওয়া যাইবে। চারিদিকেত আজরাইলের মত সব খাড়া। মহা

কষ্ট। জান বাচান দায়! বড় যাঁরা তাঁরা দু'তিন দিন অন্তর হয়ত কিছু মুখে দেন। ছেলেপিলে কি আর তা বুঝে, তাদের কান্নায় বুক ফাটিয়া যায়। ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট। সকলে মরার মত হইয়া গেল। একবেলা ভাত না পাইলে তোমাদের কেমন ঠেকে; মা বোন্‌কে ধরিয়া মার, হাড়ি পাতিলা ভাঙ্গ, কাঁদিয়া গড়াগড়ি যাও। আর একদিন নয়, দুদিন নয়, তিন তিনটি বছর তাঁদের এই ক্লেশ। কোন রকমে দিন যায়।

তা যাই হোক, ধর্ম্মপথে যাঁরা থাকেন প্রথম প্রথম তাঁদের কষ্ট হয়। কিন্তু যতই কষ্ট হউক না কেন, তা তাঁরা সহ্য করেন, আর মনে মনে আল্লাকে ডাকেন। হজরতও তাই করিতেন। আল্লাই তাঁর ভরসা। ক্বচিৎ কখনও হয়ত কোন দয়াল লোক রাত্রিতে লুকাইয়া দুর্গের মধ্যে কিছু খাবার দিয়া আসিত।

তাই খাইয়া তাঁহারা বাঁচিতেন। এই ভাবে অতি কষ্টে তিন বছর কাটিল।

তার পর আল্লার দয়া হইল। কোরেশদের পণ আর থাকে না। যে রাক্ষসের মত পণ, তাকি আর মানুষে রাখিতে পারে? কোরেশ দের মধ্যে সবই যে রাক্ষস এমন নয়। দু'চার জন ভাল লোকও ছিল। তাদের মনে দয়া হইল। তারা ভাবিল যে তাইত এ বড় অন্যায় কথা। আমরা সব করি সুখ, আর এতকালের বন্ধু বান্ধব যারা তাদের কি না এত কষ্ট! একের জন্য এতগুলি লোককে মারিয়া ফেলা! ছোট ছোট শিশু, তাদের এই যন্ত্রণা কি আর চোখে দেখা যায়। একি একটা কথা! দূর হোক ছাই, লোকগুলোকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নাই। খুব হ'য়েছে। এস আমরা পণ-পত্রখানা ছিড়িয়া ফেলি।

এদিকে ভারী এক মজা হইয়াছে। সেই

যে কোরেশদের পণ-পত্র,—তা আল্লার হুকুমে পোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে। খাইতে খাইতে সব শেষ, বাকি কেবল তাদের দেবতার নাম টুকু। হজরত সেই কথা জানিতে পারিলেন। তিনি আল্লার নবী,—আল্লার ফেরেশ্‌তা জেবরাইল আসিয়া সেই কথা বলিয়া দিলেন। হজরত বলিলেন সেই কথা আবুতালেবকে। আবুতালেব ভাবিলেন বেশ, এইবার বুঝা যাইবে মোহাম্মদ সত্য সত্য পয়গম্বর কি না। তিনি বাহির হইয়া গেলেন কোরেশদের কাছে। সভা করিয়া কোরেশেরা বসিয়া আছে, সেই খানে যাইয়া হাজির। দেখিয়া কোরেশেরা মহাখুসী। আবুতালেব তাদের সঙ্গে মিলিতে আসিয়াছেন, এই তাদের মনে। আবুতালেবও তাদের ভাবেই কথা পাড়িলেন। বলিলেন, "মোহাম্মদকে তোমাদের হাতে দিতে আমার কোন আপত্তি নাই, তবে একটা

কথা। মোহাম্মদ বলিয়াছে, তোমাদের সেই পণ-পত্র পোকায় কাটিয়া ফেলিয়াছে, পণের কথা, নাম টাম সব শেষ। এখন আন দেখি তোমরা সেই কাগজখানা, একবার দেখি। যদি কাগজে তোমাদের নাম থাকে, তবে আর আমার আপত্তি নাই। এখনই মোহাম্মদকে তোমাদের হাতে ধরিয়া দিতেছি।"

তখন কোরেশদের লম্ফ ঝম্ফ দেখে কে? তাদের মহা আনন্দ। আবুজেহেল তখনই দৌড়িয়া গেল। পণ-পত্র লইয়া হাজির। কিন্তু কাগজ খুলিয়া ত সব অবাক! যে কথা সেই কাজ। কোথায় বা লেখা, আর কোথায় বা কি?—সব কাটা,—কাগজ ঝুর্‌ঝুর্। কাগজে একবর্ণও লেখা নাই, সব পোকা কাটা। কেবল তাদের দেবতার নাম মাত্র বাকী। দেখিয়া সকলেরই চক্ষু স্থির। লজ্জায় আর কেউ মাথা তুলে না। তখনই সেই কাগজখানা টুক্‌রা

টুকরা। সেই ভাললোকদের একজন, তার নাম মাতাম, তিনি সেখানা ছিড়িয়া ফেলিলেন।

কোরেশেরা যার যার বাড়ী চলিয়া গেল। হজরত আর সকলে বাহিরে আসিলেন। সেবারকার মত ধাক্কা গেল।

পাথর-বৃষ্টি।

—০—

দুঃখের উপর দুঃখ আর যায় না। এই তিনটা বছর বন্দী থাকা, কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা; তার উপর নূতন বিপদ। বিপদ আর হজরতকে ছাড়ে না। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই আবুতালেব মরিয়া গেলেন। তার পর বিবি খোদেজারও ডাক পড়িল; তিনিও হজরতকে ছাড়িয়া গেলেন। হজরতের সকল আশ্রয় শেষ হইল। তখন ভাল করিয়া আগুন জ্বলিল। এখন ত আর আবুতালেব নাই; এখন আর ভয় কি? কোরেশেরা মহা উৎপাত জুড়িয়া দিল। ভয়ানক অত্যাচার!—মক্কায় টেকা দায়।

হজরতের আর আশ্রয় নাই ; আল্লাই তাঁর আশ্রয় ; তিনি মক্কা ছাড়িয়া তায়েফে চলিলেন। মক্কা হইতে অনেক দূরে তায়েফের সহর—ছোট খাট সহর টুকু,—খেজুর খোরমায় ভরা, আঙ্গুর বাগানে ঘেরা। সেইখানে চলিলেন।

গেলেন সেখানে ; কিন্তু খেজুর খোর্‌মা খাইতে নয় ;—আল্লার কথা বলিতে ; সেখানকার লোকে তাঁর কথা শুনিবে, এই আশায়।

একজনের বাড়ীতে উঠিলেন। সেখানে থাকেন আর আল্লার কথা বলেন।

কিন্তু সকল খানেই শয়তানের আড্ডা। সেখানে লাত নামে মস্ত এক দেবীর পূজা। দেবী নিন্দা শুনিয়া লোকেরা রাগিয়া গেল। হজরতের আশ্রয় ঘুচিল। তিনি এ বাড়ী হইতে ওবাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন। আজ এখানে কাল সেখানে, পথে পথেই তাঁর ঘর।

ঘর দিয়া তিনি কি করিবেন, আল্লাই তাঁর ঘর। আল্লার নামেই তাঁর আনন্দ।

তিনি পথে পথে আল্লার কথা বলেন। মানুষের মঙ্গল করাই তাঁর কাজ। কিন্তু অন্ধ তারা, মঙ্গলের কথা বুঝিল না; পথে ঘাটে তাঁকে পাথর ফেলিয়া মারিতে লাগিল। পাগল ভাবিয়া ছেলের দল ছুটিয়া আসে, হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে, আর ইঁট পাথর ছুঁড়িয়া মারে। সোনার অঙ্গে রক্ত ঝরে, তবু তাঁর দুঃখ নাই। আয়, আয় করিয়া ডাকেন; মধুর হাসিয়া কথা কন। কেমন করিয়া তাদের ভাল করিবেন সেই কথাই চিন্তা করেন। তাঁর অঙ্গ হ'তে রক্ত ঝরে, চক্ষু ব'য়ে পানি পড়ে,—তিনি লোকের কাছে ধর্ম্ম ও পুণ্যের কথা বলেন। একদিন সেই শয়তান লোকেরা করিল কি, ছোট ছোট পাথর, তাই ফেলিয়া মারিতে লাগিল। মারিয়া মারিয়া সেই যে

সোণার শরীর, তা একেবারে জখম করিয়া ফেলিল। সারা অঙ্গ বহিয়া রক্ত ছুটিল ; রক্তে তাঁর কাপড় ভিজিল; রক্তে পায়ের জুতা ভরিল। তিনি মূর্চ্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন ; মরার মত পড়িয়া রহিলেন। মরা ভাবিয়া কাফেরেরা ফেলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে তাঁর জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

আল্লার নবী কাঁদেন !—কিসের তাঁর ব্যথা, মনের কি কথা ! কি জন্য তিনি কাঁদেন ! কাঁদেন তিনি দুঃখে,—মনের দুঃখে কাঁদেন। তিনি বলিলেন, "হায় ! এই সব লোক, এদেরই ভাল করিতে আমি আসিয়াছিলাম, এরা নিজের ভাল বুঝিল না !"

তিনি তাদের জন্য মধু আনিয়াছিলেন, বিষ বলিয়া তারা ফেলিয়া দিল। কেন তারা এমন হইল, এই তাঁর ব্যথা।

গায়ের ব্যথা তাঁর ব্যথাই নয়, লোকের দুঃখেই বুক ফাটে। তায়েফের সেই সব লোক এত দুঃখ দিল যারা, তাদের তিনি না গাল দিলেন, না কিছু। কতজনে শাপ দেয়, তিনি তার কিছুই করিলেন না। তিনি শুধু আল্লার কাছে ব্যথা জানাইলেন; বলিলেন, "আল্লাতালা, সহায় আমার কেউ নাই, কেবল তুমিই আমার সহায় আর আশ্রয়। তুমি যদি সখা থাক কোন দুঃখই আমি গ্রাহ্য করি না।"

মানুষ কেন ভাল হয় না, সেই ব্যথা তাঁর মনে। এই ব্যথা নিয়া তিনি মক্কায় ফিরিলেন। পথে কত ক্লেশ,—সেই কাঠ ফাটা রোদ, সেই রোদে মাঠে মাঠে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় বুক ফাটে; তবু প্রাণে সেই বেদনা, সেই বেদনায় তিনি কাতর।

তোমরা কি তেমন হইবে? তেমন করিয়া মানুষের ভালর জন্য তাঁর মত তোমরাও কি কষ্ট করিবে?

আঁধারে আলো।

—০:*:০—

ঝিম শিম্ শিম্ আঁধার রাত, আঁধারে আকাশ ছাওয়া ;—আলো নাই, বাতাস নাই ; শব্দ নাই, গন্ধ নাই ; গাছে পাতা নড়ে না, পাতার কোলে ফুল হাসে না, পথ পাথার চেনা যায় না—এমনি রাত ! সে রাতও কেটে যায়। আবার নীল আকাশে ঝলমলিয়ে সূর্য্য উঠে, সোণার কিরণে ভুবন হাসে।

কাজের বেলায় ও এইরূপ হয়। হজ-রতের ঘর নাই, দুয়ার নাই, অর্থ নাই। কোরেশের অত্যাচার,—অত্যাচারে প্রাণ যায়, মক্কায় টেকা দায়,—এমনি অবস্থা।

তা হ'ক, তবু সত্যের জয় হইল ; ধর্ম্মের আলো জ্বলিল।

যে ধর্ম্ম ধ'রে কাজ করে,—
যে বিপদে টলে না,
ঠাট্টায় গলে না,
লোভে ভুলে না,
শেষ কালে তারই জয় হয়।

চারিদিকের লোক নবীর খবর নেওয়া শুরু করিল। মক্কার মানুষ তাঁকে মানিল না; তা না মানুক। মদিনার লোক তাঁর কথা শুনিল, শুনিয়া মাথায় তুলিয়া লইল। ধনী, মানী জ্ঞানী মদিনার যত লোক, বাছা বাছা সর্‌দার সবাই নবীর শিষ্য হইল। তারা বলিল, "হজরত, আপনি চলুন আমাদের কাছে; আর এই পাপ জায়গায় থাকিয়া আপনার কাজ নাই। আমরাই আপনাকে দেখিব; আপনার কাজ করিব,—সুখে দুঃখে আমরা আপনার সঙ্গী। আপনার জন্য আমাদের জীবন, ইস্‌লামের জন্য আমাদের প্রাণ; চলুন আপনি।"

হজরত বলিলেন, "তোমাদের যা সত্য, আমারও সেই সত্য। তোমাদের রক্ত আমার রক্ত —তোমাদের কবর আমার কবর—আমরা এক।

এই সত্যে তাঁরা বদ্ধ হইলেন! ঠিক হইল যে নূরনবী মদিনায় যাইবেন,—সেখানে ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হইবে। তখন সমস্ত মুসলমান এক এক করিয়া মদিনায় চলিলেন। গেলেন সকলে। থাকিলেন কেবল নূরনবী, হজরত আবুবকর আর হজরত আলী। হজরত যাবেন সবার শেষে, তাঁরা তাঁর সঙ্গে যাবেন।

খবর শুনিয়া কাফেরদের ত মহা রাগ। এত বড় কথা! দলে বলে মোহাম্মদ বড় হইবে! তা কিছুতেই না! তারা ঠিক করিল, তার আগে নবীকে মারিয়া ফেলিবে। নির্ঘাত পণ— কিছুতেই ছাড়াছাড়ি নাই।

এক রাত্রে তারা দল বাঁধিয়া হজরতের

ঘরে গেল—তাঁকে মারিতে। মারিবেই মারিবে। কারো হাতে ছোরা, কারো হাতে তলোআর, বিছানার উপরে কাটিয়া ফেলিবে। কিন্তু কোথায় হজরত? হজরত নাই!—বিছানায় শুইয়া আলী। কোরেশেরা সব বেকুব; আবুজেহেল, আবুলহবের মুখ চুন, লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট।

কোথায় হজরত?

হজরত চলিয়া গিয়াছেন। আল্লা যাঁকে রাখে, মানুষে তার কি করিবে? আল্লার হুকুমে তিনিও সেই রাত্রেই ঘর ছাড়িলেন। কোরেশেরাও আসিল তিনিও বাহির হইলেন,—তাদের কাছে দিয়া চলিয়া গেলেন। না কেউ দেখিতে পাইল, না কিছু করিতে পারিল।

নবী গেলেন হজরত আবুবকরের ঘরে। যাওয়া ত আর সোজা নয়; চারিদিকে কোরে-

শেরা খাড়া। যে নবীকে ধরিয়া আনিবে সে শও উট পুরস্কার পাইবে।

হজরত রাতারাতি মক্কা ছাড়িলেন। কত সাধের জন্মভূমি তা ছাড়িয়া চলিলেন। মানুষের ভালর জন্য অজানা দেশের পথ ধরিলেন।

চলিলেন আঁধার রাতে, নুতন পথে,—মাঠের পর মাঠ তাই পার হ'য়ে! অনেকদূর যাইয়া, এক পাহাড়ে গুহা,—তারই মধ্যে তাঁরা আশ্রয় নিলেন।

এখন সেই যে গুহা, তার গায় গর্ত্ত,—গর্ত্ত অনেক।

অচেনা খাত—সাপের হাত।

আবুবকর কাপড় ছিড়িয়া গর্ত্ত বুজাইলেন।

এক দুই তিন

গর্ত্তের নাই চিন।—

এদিকে গর্ত্ত যে একটা বাকী, কাপড় আর কুলায়না। কি করিবেন!—তখন আবুবকর

পা দিয়া সেই গর্ত্ত ঢাকিলেন।—পাছে নবীর কোন বিপদ হয়, এই তাঁর ভয়।

গুহার মধ্যে নবীর ঘুম আসিল। হজরত আবুবকর থাকিলেন জেগে;—নবীর মাথা তাঁর কোলে, চোখ তাঁর নবীর মুখে, আর তাঁর পা থাকিল সেই গর্ত্তের গায়। এখন সেই গর্ত্তে ছিল এক সাপ; সেই সাপ পায়ের আঙ্গুলে দংশন করিল। দংশনে অঙ্গ জ্বলে; বিষের জ্বালায় মাথা টলে; তবু তিনি অটল। তিনি না নড়েন, না চড়েন। পাছে নবীর ঘুম ভাঙ্গে এই তাঁর ভয়।

ব্যথায় তিনি কাঁদেন; চোখের পানিতে তাঁর গা ভাসে। পানি পড়িল নবীর গায়, নবী জাগিয়া উঠিলেন, দেখেন,—আবুবকর কাঁদিতেছেন। তখন নবী কি করিলেন? মুখের থুতু নিয়ে সেই আঙ্গুলে লাগাইয়া দিলেন। আল্লার হুকুমে সাপের বিষ

পানি হইয়া গেল। এত যে জ্বালা যন্ত্রণা সব ঠাণ্ডা।

থাকেন তাঁরা সেই পাহাড়ের গুহায়—সেই খানে জন নাই, প্রাণী নাই, বাও নাই, বাতাস নাই ; শব্দ নাই, গন্ধ নাই, সেই নিঝুম গুহায় তাঁরা থাকেন।

এদিকে হয়েছে কি, যত সব কোরেশ চারিদিকে নবীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। এখানে সেখানে কত জায়গায় খুঁজে, কোন খানেই পায় না।

এখন কোরেশদের মধ্যে ছিল একজন লোক, সে মানুষের পায়ের দাগ চিনিত। দাগ ধরিয়া কোন্ মানুষ কোথায় গেল, তা সে বাহির করিত। একদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে আবুজেহেল আবুলাহাব এরাই সব হজরতকে খুঁজিতে চলিল। খুজিঁতে খুঁজিতে সেই যে গুহা, যেখানে নবী আছেন, তারই কাছে তারা উপস্থিত হইল।

ছোরা ছুরি তলোআর ধর্ ধর্ ধর্
কোথা গেল নূরনবী খুঁজে বের কর।
এদিকে সেই গুহায় তাঁরা একা—নবী আর হজরত আবুবকর দুটি প্রাণী,—সহায় নাই, সম্বল নাই। দুশমন ধরিতে আসিতেছে! তাদের কথা শুনা যাইতেছে; কি হইবে! কে বাঁচাইবে!

আবুবকরের মনে ভয়,
কি যেন এখন হয়।
দুশমন শত আসে রণে,
আমরা কেবল দুইজনে।

তিনি সেই কথা নবীকে বলিলেন, "এই গুহায় আমরা কেবল দুটি প্রাণী।" নবী বলিলেন "না, দুইনয় তিন; আমরা তিনজন। আর একজন আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি আল্লা। রেতে দিনে, রণে বনে, সকলখানে, সকল ক্ষণে,

আল্লা আমাদের সঙ্গে আছেন।”

আল্লা দেখেন, রাখেন যে জনে
তার ভয় নাই মনে।

আল্লার নবী—আল্লাই তাঁর বল, সকল সময় আল্লাই তাঁর মনে ও সনে—তাঁর ভয় নাই। তিনি বলেন আল্লা আমাদিগকে বাঁচাইবেন।

আয় আয় মাকড়সা মন তোর ফর্‌সা—
জাল বুনে দে।
বাকুমকুম কবুতর কোন্ ডালে তোর ঘর ?—
ডিম পেড়ে নে।

আল্লার হুকুমে সব সাফ! কোরেশেরা গিয়ে দেখে, কোথায় নবী,—আর কোথায় কে! গুহার মুখে মাকড়সার জাল!—তার পাশে ডিম! ডিম পেড়েছে কবুতরে, কবুতর গেল উড়ে। তাতে না মানুষ গেছে, না কিছু। কোরেশেরা বেকুব। বেকুব হয়ে সব ফিরে গেল।

থাকলেন তাঁরা সেই গুহায়। এইভাবে তিনদিন, তিন রাত যায়। তার পর তাঁরা বাহির হইলেন,—নবী আর আবুবকর। বাহির হইয়া তাঁরা চলিলেন। মদিনার পথে যান। পথে এক দুশমনের সঙ্গে দেখা।

ঘোড়া' চড়ে' দুশমন আসে
দেখে প্রাণ কাঁপে ত্রাসে।

হজরতকে ধরিতে আসিতেছে। আবুবকর কাঁদিয়া উঠিলেন। নবী বলিলেন, 'ভয় কি? আল্লা যে আমাদের সঙ্গে আছেন। আল্লাই বাঁচাইবেন।"

আল্লার হুকুমে ঘোড়ার পা মাটিতে বসিয়া যাইতে লাগিল! দেখিয়া সেই কোরেশের বড় ভয় হইল।—ভয় ভয় দারুণ ভয়। ভয়ে তার বুক কাঁপে! সে তখনই নবীর শিষ্য হইল; কাঁদিয়া মাফ চাহিল।

তার পর চলিলেন তাঁরা সেখান হইতে

মদিনার পথে। যাইতে যাইতে অনেক দূর চলিয়া গেলেন। মদিনা ধর ধর করিয়াছেন,—এমন সময় আবার দুশমনের সঙ্গে দেখা। একজন নয়, দুইজন নয় সত্তরজন লোক ; বরিদা তাদের সর্দ্দার। লোক নিয়ে, লস্কর নিয়ে নবীকে ধরিতে আসিল। ধর্ ধর্ ধর্ বলিতে দুশমনের দল চারিদিক হইতে নবীকে ঘিরিয়া ফেলিল। দেখিয়া আবুবকর ভয়ে কাঁপেন। নবীর জন্য তাঁর বুক ফাটে ; হায় এইবার বুঝি তাঁকে ধরে নিয়ে যায়!

চারিদিকে দুশমন খাড়া—
তলোআরের বেড়া।

কিন্তু কে কাকে ধরে ;—
ধরিতে আসে যে,
ধরা দেয় সে।

আস্‌লে পরে আশা-পোরে শান্তি-মধু বয়।
আস্‌ল যেরে চিনি তারে আপন সে যে হয়।

কি গুণ ছিল নবীর মুখে, কি মধু তাঁর চোখে, ধরতে এসে দুশমনেতে মাথায় করে রাখে।

নবী বলিলেন "ভাই বরিদা, তুমি এলে ; তোমার আশাতে আমাদের আশা পূর্ণ হইয়াছে, এখন আমাদের শান্তি। তুমি ত ইস্‌লামেরই অংশ, আমাদের আপন।"

বরিদাকে নবী এই কথা বলিলেন। বলিলেন ত বলিলেন, এমন মধুর স্বরে বলিলেন যে তাহা শুনিয়া বরিদা একেবারে পানি হইয়া গেল। কোথায় গেল তার রাগ, আর কোথায় গেল তার হিংসা।—এমন মানুষ! এমন মধুর! এমন ত আর দেখি নাই। জানের যে দুশমন্ সে হ'ল তার আপন!—

বরিদা তখনই নবীর শিষ্য হইল, আর শিষ্য হইল তার সঙ্গে সেই সত্তরজন লোক।

আল্লার বলে সকল বিপদ দূর হয়ে

গেল। আঁধারে আলো জ্বলিল। পাষাণে পানি বহিল। শত্রু মিত্র হইল।

তখন শিষ্য নিয়ে, সঙ্গী নিয়ে, লোক নিয়ে, লস্কর নিয়ে, মাথার 'পরে নিশান উড়িয়ে আল্লার নবী মদিনায় প্রবেশ করিলেন।

সত্যের বল।

ঘুম ঘুম ঘুম, নিঝুম ঘুমের পুরী, ঘুমপুরীতে রাজপুত্র। গেলেন রাজার ছেলে ঘুমের পুরে, আর সবাই জাগিয়া উঠিল।—গাছে পাখী ডাকিল, বাগানে ফুল ফুটিল, আঁধারে হাসি খেলিল।—রাজপুত্র সোণার পালঙ্গে গা মেলিলেন।

নবী গেলেন মদিনায়; মদিনায়, মানুষ জাগিল। দলে দলে লোক ছুটিল; লোকে বলিল,

নবী এলেন ঘরে
নেয়ে মাথায় ক'রে।

ওরে খোল্ খোল্—ঘর খোল, দুয়ার খোল সকল দুয়ার খুলে দে, নূরনবী বরে নে।

No. ....
Date...........
CHANDERNAGORE PUSTAKAGAR

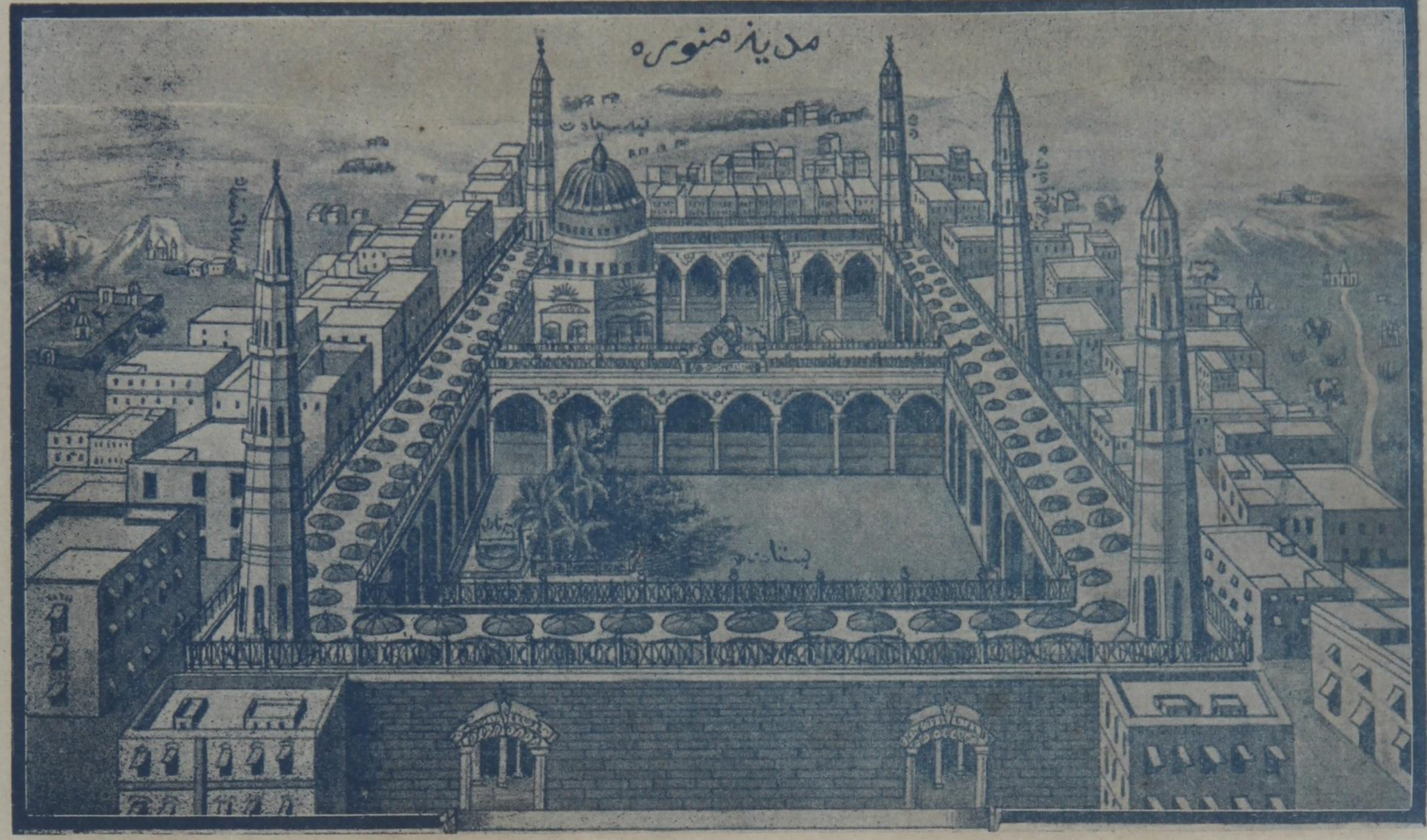

মদিনা মনওরা।

লোকে সকল দুয়ার খুলিয়া নবীর বরণ করিল—আসুন নবী আমার ঘরে !

লোকে সকল দুয়ার খুলিয়া নবীর বরণ করিল।

কিন্তু নবী নন রাজার ছেলে,
ঘর তাঁর গাছের মূলে।

তিনি ঘর দিয়া কি করিবেন ?

খেজুর গাছের পাতা, তাই দিয়ে তাঁর মস্‌জিদ, সেই মস্‌জিদে তাঁর ঘর ; আর খেজুর পাতার পাটি, তাই তাঁর শয্যা। তিনি ত সুখ করিতে আসেন নাই, তিনি নূরের নবী, দুঃখের ভাগী, দুঃখীর তিনি ভাই। তিনি চান মানুষের মঙ্গল। মদিনায় থাকেন, মানুষের জন্য কাঁদেন, আর ধর্ম্মের কথা বলেন। লোক দলে দলে মুসলমান হয়।

মদিনায় মানুষ জাগিল ; ধর্ম্মে তাঁদের মন মজিল। মক্কার মোস্‌লেম নবীর যারা

সঙ্গী, তাঁদের কষ্টের সীমা নাই; তাঁদের বড় বিপদ,—তাঁদের না আছে ঘর, না আছে দুয়ার; তাঁরা কোথায়ই বা যান, আর কিইবা খান, তবুও তাঁরা সুখী।

হাসিতে তাঁদের সুখ—
বলে তাঁদের বুক-ভরা।
ধর্ম্মই তাঁদের সুখ।

দেখিয়া মদিনার মানুষ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। মদিনার মানুষ বলিল, "মক্কার মোস্‌লেম আমাদের ভাই, মুসলমান আমাদের ভাই।"

ভা'য়ের ঘরে ভা'য়ের ঘর,
ভাইরে কিসে ক'রব পর?

তাঁরা মক্কার মুসলমানদের ভাগ করে দিলেন —নিজেদের ঘর আর দুয়ার; সুখ আর সম্পত্তি।

মুসলমান সব সমান;—সব তারা ভাই ভাই।

এমনি করিয়া দিনে দিনে সত্যের বল বাড়ে; দিনে দিনে ধর্ম্মের আলো জ্বলে। তখন কোরেশদের হইল ভয়ানক রাগ;—নূরনবীর জয় হইল, মুসলমানের বল বাড়িল; না, না —কিছুতেই না। নূরনবীকে মারিতেই হইবে। মক্কার কোরেশ মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ জুড়িয়া দিল। তারা গায়ের জোরে সত্যকে মারিয়া ফেলিবে!

তীরতলোআরে লড়াই চলিল। কত কাটা-কাটি হানা হানি! নবীকে মারিবার জন্য কোরেশেরা যে কতই চেষ্টা করিতে লাগিল, তা আর বলিবার নয়। তারা কত বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করিল। কোরেশের সঙ্গে ইহুদি মিলিল। ইহুদির সঙ্গে খৃষ্টান মিলিল—আল্লার আলো নিবাইয়া দিবে,—মুসলমানদের মারিয়া ফেলিবে।

কিন্তু কিছুই হইল না। কাফেরদল হার মানিল।

সত্যের মহাবল
তীরতলোআর সকল তল।
মুসলমানের আল্লার আলো চোখে,
সত্যের বল বুকে।

সকল ঠেলিয়া মুসলমানের বল বাড়িল। কাফেরদল কতবার হারিয়া গেল; আবার আসিল; আবার লড়িল।

লড়িল হটিল; হটিল লড়িল।

কত তীর ছুড়িল; পাথর মারিল। পাথরে নবীর দাঁত ভাঙ্গিল, রক্তে মুখ ভাসিল, নবীর কত বীর শহিদ হইল। নবী বলিলেন, "আল্লা, এদের ক্ষমা কর; এরা কি করিতেছে জানে না, এদের হিতাহিত জ্ঞান নাই।"

আল্লার নবী অটল
ধর্ম্মের বল অচল।
কিছুতেই তাঁর ভয় নাই।

এক লড়ায়ের মাঠ, মাঠের মাঝে গাছ; গাছের তলে নবী, শু'য়ে নবী একা; নিঝুম তাঁর ঘুম। তীর নাই, তলোআর নাই; সহায় নাই, সম্বল নাই। দেখিয়া এক জনলোক ছুটিয়া আসিল; দস্যুর তার নাম; দস্যুর মত এল সে ছুটে, তলোআর নিয়ে নবীকে কাটতে! কাটিতে সে তলোআর তুলিল। নূরনবী জাগিয়া উঠিলেন। দস্যুর হাকিয়া বলিল "এখন! এখন তোমাকে বাঁচায় কে?" আল্লার নবী, আল্লাই তাঁর বল। তিনি বলিলেন "আল্লা।" ভীমরবে বলিলেন "আল্লা" বুকে তাঁর আল্লা; মুখে তাঁর আল্লা। তাঁর চোখের কি তেজ! মুখের কি জ্যোতি! ভয়ে কাফেরের বুক শুকাইল; তার শরীর কাঁপে

থর থর! তার হাতের অসি পড়্ পড়্—হাতের তলোআর খসিয়া পড়িল। নবী সেই তলোআর তুলিয়া নিলেন, বলিলেন "কাফের, এবার তোকে বাঁচায় কে?" কাফের সে ত আল্লা জানে না; সে বলিল "তুমি, নবী তুমি আমায় বাঁচাও।" সে ভাবিল, নবী, তাকে মারিয়া ফেলিবেন। কিন্তু আল্লার নবী নূরের ছবি, প্রেমের ফুল; মানুষের দুঃখে আকুল। তিনি বলিলেন, "ওরে না, চোখ চেয়ে তুই দেখ্‌লি না বাঁচায় কে? বাঁচায় আল্লা—আল্লাই যে আমাকে বাঁচাইইলেন।" এই বলিয়া নবী তাকে ছাড়িয়া দিলেন; কাঁদিয়া সে শিষ্য হইল। এইরূপে সত্যের জয় হইল। নবীর পূণ্য আর প্রেমের বলে, কাফেরের দল একেবারে হারিয়া গেল। কোরেশের বড় বড় সর্দ্দার মুসলমান হইয়া গেল। দশ বৎসর পরে নূরনবী মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন।

প্রেমের জয়।

—০—

কোন দেশে সে রাজার ছেলে
গিছ্‌ল গহন বনে ;
হস্তি চ'ড়ে এল ফিরে,
ব'স্‌ল সিংহাসনে।
আঁধার পুরে হাস্‌ল ওরে
সোনার শতদল ;
মাথার 'পরে উজল করে
মাণিক ঝলমল।

নবী আসিলেন মক্কায় ;—কোথায় তাঁর গজমতি হাতী ! কোথায় তাঁর মানিক-উজল সিংহাসন। সত্য তাঁর সোনার দানা, প্রেম তাঁর মানিক ফুল ! মানুষের মন—তাই তাঁর

সিংহাসন। আসিলেন নবী মক্কায়,—কত সাধের জন্মভূমি। সেখানে কত কাল পরে ফিরিয়া আসিলেন,—দেশে ফিরিলেন। আজ মক্কার ঘর দুয়ার খোলা। মক্কার তিনি রাজা। মক্কার যত লোক সব তাঁর পায়।

ঝন্-ঝনা-ঝম্ তীর বল্লম্
কোথায় জু'ল দূর !
সবার আগে উঠল জেগে
সত্য নবীর নূর।
ছুট্‌ল যারা অসি নিয়ে,—
মার্‌ল যারা পাথর দিয়ে,—
প্রাণের পরে আস্‌ল ধেয়ে,
কোথায় তাদের বল ?
নবীর আগে পরাণ মাগে
দুশমনেরই দল।

নবী কি তাদের প্রাণে মারিবেন ? এত কষ্ট দিয়েছে তারা, তাদের আবার ক্ষমা ! তখনই

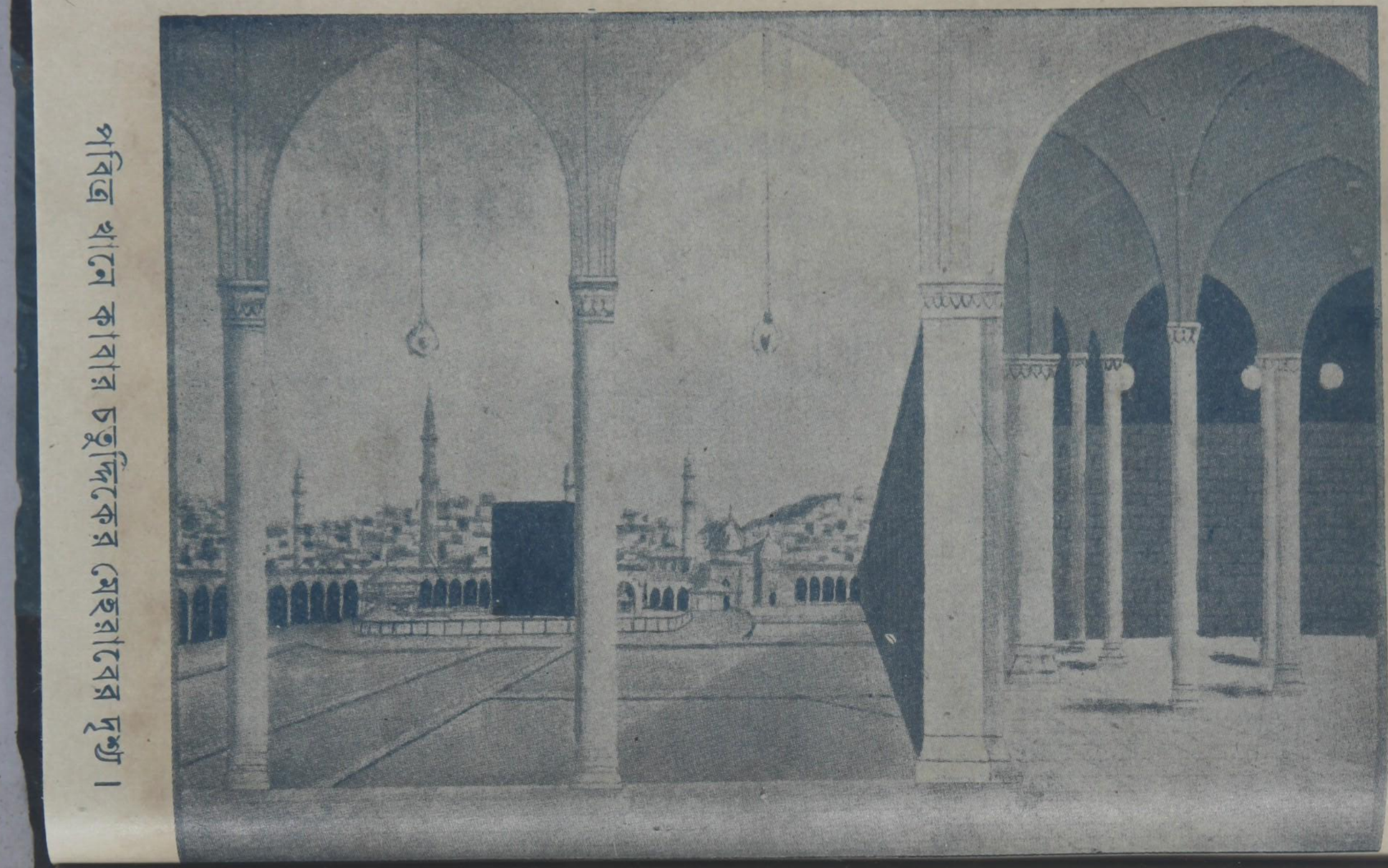

পবিত্র খানে কাবার চতুর্দ্দিকের মেহরাবের দৃশ্য।

তাদের দুই টুক্‌রা করে কাটার হুকুম দিলেন—না ? না,—এমন হুকুম তিনি দিলেন্ না। তিনি রাজা নন! তিনি ত দেশ জয় করতে আসেন নাই। তিনি হলেন আল্লার নবী, প্রেমের ছবি, মানুষের মঙ্গল, তাই তাঁর কাজ।

কিসের তাঁর শত্রুতারে
কেবা তাঁহার পর।
মানুষের দুঃখে যে রে
আঁখি ঝর্ ঝর্।

মক্কার যত লোক, নবী তাদের কি করিলেন! জানের শত্রু তারা, নবী তাদের মাফ করিলেন। তিনি কাঁদিয়া বলিলেন,মক্কার মানুষ, এরা সবাই আমার ভাই। এদের কেউ কিছু বলিও না।

শুনিয়া কোরেশেরাত একেবারে অবাক হইয়া গেল। তারা কত ভয় করিয়াছিল, না

জানি নবী কতই যেন কষ্ট দিবেন ; কিন্তু নবী কিছুই করিলেন না। অনেক কোরেশ, যাদের মন কিছু ভাল তারা কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিয়া নবীর শিষ্য হইল। আর যাদের মন খারাপ, তারা চলিয়া গেল। মক্কার সহর আর তাদের ঘর দুয়ার, সব ছাড়িয়া, আশে পাশে পাহাড়, তাতেই তারা আশ্রয় নিল। নবী তাদের দেশ নিল, তারা সে নবীর অধিন হইয়া থাকিবে, এ তাদের পরাণে কিছুতেই সহিল না। তাদের মনে হ'ল আরো ভয়ানক রাগ।

যাক তারা পাহাড়ে। এদিকে নবী কি করিলেন তাই দেখা যাক। তাঁহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

চারিদিকে মুসলমানের দল থৈ থৈ ! আনন্দে মক্কার সহর রৈ রৈ। আজ মুসলমানের যে কত আনন্দ, তা আর বলিবার নয় ! তাদের

আর আহ্লাদের সীমা নাই। কিন্তু যাঁর নিয়ে এত সাধ, আহ্লাদ, সেই নবী কই? কোথায় গেলেন তিনি, তাঁকে যে আর পাওয়া যায় না! চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল!

কোথায় নবী?

কোথায় তাঁর লোকজন, আর কোথায় বা তাঁর মণিকাঞ্চন। মক্কার অলি গলি, পথ পাথার, তারি মাঝে নবী, ঘুরে বেড়ান পথে পথে। এ পথ ছেড়ে সে পথ। না আছে সঙ্গী, না আছে বন্ধু। কে কোথায় দুশমন তাও জানা নাই; কে কোথায় ছুরি মারে, কিছুই ঠিক নাই।

কোথায় নবী যান?—কি করেন?

রাজার ছেলে খেলা করে কনক ফুলের বনে,—
ব্যথার ব্যাথী নূরেরনবী কিসের ব্যথা মনে?
দেশের শোকে কাহার বুক ব্যাথায় গেছে ভরে?

পথের ধারে ব'সে কাহার চোখের পানি ঝরে ?
আপন জনে ছাড়ল কারে ?—আপন হ'ল পর।
দুশমনেতে আপন হ'ল, কোন খানে তার ঘর ?
পাহাড়-পুরে চল্ল কে রে ? সঙ্গে চলে কে ?—
পাথর ভেঙ্গে পানি করে,—মধু বহায় সে।

যান নবী—যান। কিসের ব্যথা,—আপন মনে যান।

পথের ধারে এক বুড়ী। সাম্‌নে তার পোটলা পুটলী। বুড়ী ব'সে কাঁদে, কাঁদে আর নবীকে গাল দেয়। নবীর 'পরযে তার রাগ। রাগ, রাগ, বিষম রাগ। পায় ত একে বারে খাইয়া ফেলে। নবীর জন্যই দেশ-ছাড়া। যত সব পাড়া পড়সি সব গেল পাহাড়ে। প'ড়ে আছে সে একা। ছেলেপিলে নাই যে সঙ্গে নিয়ে যাবে। মহা মুশ্‌কিল! বুড়ীর যত রাগ নবীর 'পর—নবীর জন্যই এত কষ্ট। সে কেবল কাঁদে আর নবীর গাল দেয়।

এমন সময় নবী যেয়ে সেখানে উপস্থিত। নূরের নবী, প্রেমের ছবি, দুঃখির তিনি ধন। কেই বা তাঁর পর, আর কেইবা তাঁর আপন। সকলেই সমান। তাঁর মধুময় মন, বুড়ীর দুঃখে গলিয়া গেল। মুখে তাঁর মধু, চোখে তাঁর পানি। দুশমন সেই বুড়ী, বুড়ীর ব্যথায় তিনি আকুল। গেলেন তিনি সেই বুড়ীর কাছে। বলিলেন "মা তোমার কষ্ট কি? তোমার কোন ভয় নাই। কোথায় তুমি যাবে, তাই আমাকে বল, আমি তোমাকে নিয়ে যাই। তোমার যা কিছু জিনিষপত্র সব আমাকে দাও; আমি ব'য়ে নেই। কোথায় তোমার লোকজন, বল সেইখানে যাই।"

বুড়ী ত মহাখুসি। এমন সুবিধা কি আর ছাড়া যায়? সে তখনি পাহাড়ে চলিল। পিছনে চলিলেন নবী, বুড়ীর বোঝা তাঁর পিঠে। মনে তাঁর মধু, মুখে তাঁর হাসি। বুড়ী

তো আর চিনে না তিনি কে? সে আগে আগে যায়, আর নবীকে গাল দেয়। নবী তাকে ভরসা দেন। যান তাঁরা। ক্রমে সেই পাহাড়, যেখানে সব কোরেশ, সেই খানে তাঁরা গেলেন। নবীর আগে বুড়ী, আর বুড়ীর যে বোঝা তাই তাঁর পিঠে। বড় শক্র যারা তাদের মাঝে নবী গিয়া খাড়া হইলেন।

অস্ত্র নাই, বল নাই, বন্ধু বলিতে সঙ্গী নাই, গেলেন তিনি একা, সেই কোরেশদের মাঝে। কোরেশরাও একেবারে অবাক! এ ওর মুখের দিকে চায়! মুখে কারো কথা নাই। এ কি কাণ্ড! তারা ভাবিল, হায়রে হায়, আমরা তো বোকা! আমরা এই নবীকে মারিতে যাই, কত গালাগালি দেই, আর তিনি কি না আসিলেন আমাদেরই লোক নিয়ে, বুড়ীর পুটলী পিঠে করে। ইনি কি মানুষ না দেবতা!

সমস্ত দেশ তাঁর পায়, হুকুমে তাঁর দুনিয়া কাঁপে, আর তিনি আসিলেন বোঝা ব'য়ে! দুশমন ব'লে রাগ নাই; জান বলে ভয় নাই, এত বড় মানুষ! সত্যই তো তা হলে ইনি নবী; তা না হলে আর এত বড় মন! বড় ভুলই ত করেছি আমরা এতদিন!

এই ভাবিয়া তখনই অনেক কোরেশ মুসলমান হইয়া গেল! নবীর 'পর যে তাদের ভক্তি হইল সে আর বলিবার নয়! তারা যেন নবীকে মাথায় করিয়া নাচে, এমনি তাদের আনন্দ!

এইরূপে প্রেমের জয় হইল। স্বর্গের দুয়ার খুলিল। একদিন সে সোনার দিন। ধর্ম্মের বান ডাকিল। সাফা নামে পাহাড়,—সেই পাহাড়ে নবী। নবী আল্লার নামে ডাক দিলেন। সকল কোরেশকে আল্লার কথা বলিলেন। ধর্ম্মের উপদেশ দিলেন।

আজ্‌ক প্রেমের বান ডেকেছে
আয় ছুটে আয় আমার কাছে
আল্লার আলো উঠলো জ্বলে
আয় ছুটে আয় আল্লা বলে।

নবীর সত্যবল বুকে, নূরের জ্যোতি চোখে, প্রেমের মধু মুখে।

নবীর ডাকে সকল কোরেশ পাগল হইল। তারা ভাবিল নবীর ব্যথা, তারা ভাবিল নবীর কথা। নবী কতই দুঃখ সহিয়াছেন,—কত কষ্টের বোঝা বহিয়াছেন। তিনি ধন চান নাই, মান চান নাই, তিনি রূপ চান নাই, রতন চান নাই। তিনি লোভে ভোলেন নাই, ভয়ে টলেন নাই। তিনি চাহিয়াছেন আল্লা, বলিয়াছেন আল্লা, আল্লার নামে সকল কষ্টই তিনি সহ্য করিয়াছেন। মানুষের জন্যই তাঁর এই কষ্ট সওয়া, আঁধার রাতে, সাপের হাতে, বন বিভুমে, দুঃখ সাগরে

সাঁতার দেওয়া। সেই নবী আজ মধু মুখে ডাক দিয়াছেন,—আনন্দের খবর দিয়াছেন। আর কি থাকা যায়? তিনি পাথর খাইয়াছেন, গাল দেন নাই। জয় করিয়াছেন, যম হন নাই। আর কি থাকা যায়? তিনি গাল খাইয়া কোল দিয়াছেন; রাজা হইয়া সেবা করিয়াছেন। আর কি থাকা যায়? নবীর প্রেমে সকল কোরেশ পাগল হইল। পাষাণ গলিল; মধু বহিল। ছেলে বুড়ো পাগল হইয়া দলে দলে ছুটিয়া আসিল।

হাজার যুগের আঁধার ঘোর।
আলোর মেলায় হ'ল ভোর।

মক্কার মানুষ দলে দলে মুসলমান হইল। মানুষ বলিল আল্লা, বাতাসে ভাসিল আল্লা, আকাশে উঠিল আল্লা। দেশ ছাড়িয়া আল্লার আলো জ্বলিল। মূর্ত্তিপূজা পাপের রাজা, চোখের পলকে চূর্ণ হইল। হাজার হাজার

মানুষ আল্লা চিনিল, নবী মানিল ; তারা পাপ ছাড়িয়া পূণ্য ধরিল। সত্যের হিরণ কিরণে মানুষের মন উজ্জল হইয়া গেল।

নাইক কেহ আল্লা বিনে
পূজার কেহ নাইক নাই ;
নূরের নবী—খোদার নবী,
ধরম-রবি, প্রেমের ফুল,
দুঃখ স'য়ে, সত্য ক'য়ে—
ভেঙ্গে দিলেন পাপের ভুল।
আল্লা বিনে আর মানিনে,
আমরা শুধু আল্লা চাই।
মানুষ যারা সমান তারা,
মানুষ মানুষ সবাই ভাই।

ব্যথার ব্যথী।

ছোট একটি গাছ; দিনে দিনে বাড়ে; বাড়িয়া বড় হয়। তার উপর দিয়া কত ঝড় বয়, কত বৃষ্টি পড়ে; কত পাতার পর পাতা ঝরে। আবার পাতার পর পাতা হয়; ডালের পর ডাল উঠে। তার পর ফুল ফোটে, তার পর ফল হয়!

গাছে ফল ধরিতে অনেক দিন লাগে। কাজের বেলায়ও তাই হয়। একদিনে কাজ হয় না, কাজ করিতে দিন লাগে; দিনের পর দিন যায়; অনেক কিছু সহিতে হয়।

যে ধর্ম্ম ধরে, ধর্ম্ম ধরিয়া কাজ করে, তার যে বিপদ—কত বিপদ সহিতে হয়, তা আর

বলিবার নয়। কিন্তু শেষ কালে তার যে কথা, তাই সত্য হয়, আর সত্যের জয় হয়।

নূরনবী—আল্লার নবী, আল্লার কথা বলিলেন,—কত মানুষ হাসিল,—কত জন ঠাট্টা করিল। কত যে তিনি কষ্ট সহিলেন, আর কত যে ব্যথা পাইলেন! তিনি সহিয়া থাকিলেন। তাঁর যা সত্য তাই তিনি বলিয়া গেলেন।

না লোভে ভুলিলেন, না ভয়ে টলিলেন; না সুখ পাইলেন, না কাউকে দুঃখ দিলেন। তিনি দুঃখ সহিয়া সুখ দিলেন, পাথর খাইয়া প্রেম করিলেন।

প্রেমের ফল ফলিল।

তিনি ছিলেন একা, একেবারে একটী প্রাণী। একে দুই হইল, দু'য়ে চল্লিশ হইল; চল্লিশে শত হইল, শ'য়ে দেশ ছাইল। তাঁর কথায় দেশ মাতিল। মক্কা, মদিনা পায় লুটিল। মানুষের

মনের যে সিংহাসন, তার 'পর তিনি রাজা হইলেন।

নবী কি রাজত্ব করিবেন? আল্লা ছাড়িয়া সুখ করিবেন? সুখ, সোহাগ, ধন, দওলত কিছুই তাঁর কাছে বড় নয়; আল্লাই বড়,—সকল সাধের ধন। সেই আল্লাই তিনি ভালবাসেন; আর কিছুই চান্ না।

কত যে তাঁর শিষ্য, আর কত যে তাঁর শক্তি! দেশের পর দেশ কত দেশে তাঁর ক্ষমতা। তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তিনি রাজা, রাজা কেন বাদশা হইতে পারিতেন,—কত বাদশা পায়ে লুটিত। কিন্তু নিজের সুখ—তা তিনি চান নাই; পরের সুখ, তাই তাঁর কাছে বড়। দুঃখী মানুষ, এই মানুষের যাতে ভাল হয়, তাই তাঁর কাজ,—আর তাতেই তাঁর সুখ।

তিনি পাপীর জন্য পাগল, পাপীর জন্যই

কাঁদেন। দুঃখীর তিনি ধন, দুঃখই তিনি মাথায় রাখিলেন।

তাঁর যারা শিষ্য আর সঙ্গী তাদের কত ধন দওলত; কত সুখ তাঁদের ঘরে।

কিন্তু নবীর ঘর—কিছুই সে ঘরে নাই। বাতি হয়ত কোন দিন জ্বলে, কোন দিন জ্বলে না। কত রাত তাঁর আঁধারে কাটে। তাঁর বড় আদরের মেয়ে ফাতেমা, খাতুন—(আল্লা তাঁর উপর রাজী) কত সাধের মেয়ে—কত গুনের। সে মেয়ের না ছিল কোন সাধ, না ছিল আবরণ। গহনা ত দূরের কথা—অনেক সময় পরার কাপড়—তাও তাঁর ভাল মত জুটিত না।

নবীর গায়ে ছেঁড়া কাপড়; ছেঁড়া কাপড়ে শত সেলাই; তাতেই তাঁর দিন যায়।

নবীর শিষ্য মোস্‌লেম। মোস্‌লেমদের সিংহের মত বল। কত কাফের যুদ্ধ করে;

যুদ্ধে তারা হারিয়া যায়। কত ধন মোস্‌লেম-দের হাতে আসে।

ধন দওলত নবীর পায়। সোনদানা গড়াগড়ি যায়। নবী ফিরিয়া চান না।

আল্লাই তাঁর সকল ধনের বড়।

তিনি কোর্ম্মা পোলাও খাইতে পরিতেন। পাপীর ব্যথা—তাতেই তিনি পাগল। তিনি ছাতু খাইতেন, আর কোন দিন বা খোর্‌মা। কোন দিন খাইতেন, কোনদিন খাইতেন না। কত দিন তাঁর খাওয়া হইত না। কতবার তাঁর সাত সাতটা দিন না খাইয়া কাটিয়া যাইত। পেটে তিনি পাথর বাঁধিতেন। তবুও কাতর হন নাই বা সুখ চান্ নাই।

নিজের জন্য ত তিনি কিছু রাখিতেন না; সবই গরীবকে বিলাইয়া দিতেন। কারও কাছে কিছু চানও নাই; আল্লা যেমন রাখেন তাতেই তিনি সুখী। তিনি আনন্দে কষ্ট সন।

নবী কেন কষ্ট সহিলেন ?

দুনিয়ায় কত দুঃখী আছে ; কত অনাথ, কত গরীব। কত বেলা তারা খাইতে পায় না ; কত কষ্টে তাদের দিন যায়। তাদের যে ব্যথা,—সে ব্যথা তাঁর বুকে বাজে। তিনি ব্যথার ব্যথী, কেমন করিয়া সুখ করিবেন ? তিনি যদি সুখ করিবেন, তবে কে দুঃখীর ব্যথা বুঝিবে ! তিনি দুঃখীর সঙ্গে সমান হইয়া দুঃখ সন। গরীবী,—তাই তাঁর গরব।

মানুষের জন্য কি তাঁর ব্যথা ! আর কি তাঁর প্রেম ! একদিনের কথা বলি। কিছুই তাঁর হাতে ছিল না। এক গরীব, সে আসিল তাঁর কাছে ; আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। তিনি সকল গরীবের গরীব। তিনি তাকে কি দিবেন ? মস্‌জিদের মধ্যে বসিয়াছিলেন। একখানি মাত্র কাপড় ; তাই তাঁর গায় ; কাপড় বলিতে আর দ্বিতীয় নাই, সঙ্গেও নাই, ঘরেও নাই।

সেই এক খানা কাপড়, তাই তিনি তাকে দিলেন।

তিনি দুঃখীর ভাই।

আর একদিন এক ইহুদি তাঁর বাড়ীতে আসে। আরও চার জন ছিল তার সঙ্গে। কথা বলিতে বলিতে রাত হইল। নবীর যে চার সঙ্গী—হজরত আবুবকর, আলী, ওসমান আর ওমর,—তাঁরা চারজন কি করিলেন, সঙ্গী চারজনকে নিয়া গেলেন। এক এক জন এক এক জনের বাড়ীতে। পড়িয়া থাকিল সেই ইহুদি। কেউ আর তাকে নিতে চান না। সে ভারী দুষ্ট লোক!

নবী তাকে আপন বাড়ীতে স্থান দিলেন। আদর করিয়া খাওয়াইলেন। যত্ন করিয়া বিছানা করিলেন। বিছানা করিয়া শুইতে দিলেন। রাত্রে তার হইল পেটের অসুখ।

ভয়ানক অসুখ। শেষে বিছানা পত্র সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। তার ত ভয়ানক লজ্জা। সে কি আর থাকিতে পারে? রাত থাকিতে চুপে চুপে উঠিয়া পলাইয়া গেল। আর কি কথা বলা যায়, না মুখ দেখান হায়? এদিকে নবী সকালে উঠিলেন। উঠিয়া দেখিলেন সেই যে ইহুদি, সে নাই। তার ভারী দামী এক তলোআর, তাই সে ফেলিয়া গিয়াছে। আর বিছানাময় মলমুত্র দেখিয়া নবী কি করিলেন? তিনি না গালাগালি দিলেন, না রাগ করিলেন। তিনি ত 'রহমতুল্লিল আলামীন'—জীবের পক্ষে মায়া, মঙ্গল, আর মধু। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন "হায়! হায়! আমার যে অতিথি, রাত্রে তার অসুখ হইয়াছে, পীড়ায় সে কষ্ট পাইয়াছে। আমি তাকে দেখিতে পারি নাই, আমি তার যত্ন করি নাই। আমার অতিথি

সে হয়ত রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, বড়ই অন্যায়।”

তখন তিনি কি করিলেন? সেই মলমুত্রময় বিছানা তাই তিনি নিজ হাতে ধুইতে গেলেন। তাঁর সঙ্গী সহচর—কত মোসলেম, তাঁরা ছুটিয়া আসিলেন। তাঁরা থাকিতে মাথার মাণিক—নূরের নবী—তিনি সেই বিছানা ধুইবেন! কিন্তু নূরনবী কিছুতেই ছাড়িলেন না! তিনি বলিলেন “আমার অতিথি, আমার কাজ। আমার দোষেই এরূপ হইয়াছে। আমিই বিছানা ধুইব” এই বলিয়া তিনি সেই বিছানা ধুইতে লাগিলেন।

এমন সময় কি হইল,—সেই যে ইহুদি, সে ফিরিয়া আসিল। তার সেই যে তলোআর, ভারী তার দাম। হীরা দিয়ে বাঁধা সেই তলোআর, তার লোভ সে ছাড়িতে পারিল না। তলোআর নিতে সে ফিরিয়া আসিল। মনে তার কত ভয়! কত লজ্জা! না জানি নবী

কি বলিবেন! সে আসিল। আসিয়া দেখে এ কি কাণ্ড!

নবী তাকে দেখিলেন। দেখিয়া ছুটিয়া আসিলেন,—আসিলেন,—সেই তলোয়ার নিয়ে, নবী কি কাটিতে আসিলেন? না। নবী বলিলেন, "ভাই! বড়ই আমার দোষ। সেবা, যত্ন আমি তোমার করিতে পারি নাই। তাই তোমার এই কষ্ট। আমায় মাফ কর, আর এই লও তোমার তলোয়ার।" ইহুদি ত অবাক্। তার চক্ষু স্থির! এই নবী—ইনি কি মানুষ? সে কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিয়া সে পায় লুটিল।

নবীর মনে ব্যথা, ব্যথায় তাঁর বুক ভরা। আল্লার সব মানুষ, সেই মানুষের দুঃখ,—দুঃখে তিনি আকুল। তিনি না শত্রু চিনিতেন, না মিত্র বুঝিতেন। যে মানুষের ব্যথা, তারি ব্যথায় তিনি কাতর। সে অনেক আগের কথা।

নবীর তখন প্রথম সময়। তিনি মক্কায় আল্লার কথা বলেন, আর সকলে অত্যাচার করে। নবী কি করেন, রোজ সকালে উঠেন, উঠিয়া কাবায় যান। সেখানে ফজরের নামাজ পড়েন। রোজ এই রকম যান। নিকটে ছিল এক বুড়ী, দারুণ তার রাগ, রাগে তার বুক ফাটিত। নবীর কিসে কষ্ট হয়, এই ছিল তার চেষ্টা। সে করিত কি, রাত থাকিতে উঠিত, উঠিয়া নবী যে পথ দিয়া যান, সেই পথে এই বড় বড় খেজুর কাঁটা, তাই সারা পথে পুতিয়া রাখিত! মনের আশায়—নবী যেই বাহির হইবেন, অমনি পথে কাঁটা ফুটিবে, আর সে দেখিয়া সুখ করিবে। নবী ত আগে থেকেই জানেন তাঁর সব শত্রু। তিনি সাবধানে বাহির হন, দেখিয়া শুনিয়া পা ফেলেন, আর পথের যত কাঁটা, তা পাছে আবার কারো পায়ে ফুটে, সেজন্য এক এক করিয়া তুলিয়া

ফেলেন। রোজই এই রকম হয়। নবী না রাগ করেন, না গাল দেন। তিনি বলেন আল্লা, বুড়ীকে ভাল কর।

একদিন হ'ল কি নবী নামাজ পড়িতে বাহির হইয়াছেন! সাবধানে পা ফেলেন, আস্তে আস্তে যান, কিন্তু কাঁটাত দেখা যায় না। তাই ত রোজ পথে কাঁটা থাকে, সে দিন নাই। দেখিয়া তাঁর ভাবনা হইল। আজ কাঁটা নাই কেন? বুড়ীর ত ভুল হওয়ার কথা নয়! তবে এমন হইল কেন? না জানি তার কি হইয়াছে। বুড়ো মানুষ, আঁধারে হাত পা-ই ভাঙ্গিয়াছে, নয়ত তার অসুখ করিয়াছে।

এই ভাবিয়া তিনি মস্‌জিদে গেলেন। যাইয়া নামাজ পড়িলেন। পড়িয়া কি করিলেন? সেই বুড়ীর বাড়ী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলেন! বুড়ীর কি হইয়াছে তাই দেখিতে গেলেন! দেখেন বুড়ীর জ্বর, জ্বরে সে কাতর।

দেখিয়া তাঁর মায়া হইল। ব্যথায় তাঁর বুক ভরিল। বুড়ীকে কত শান্তনা দিলেন; হাতে মাথায় হাত বুলাইলেন; কত ভরসা দিলেন! তারপর ফিরিয়া আসিলেন!

এইরূপে নবী রোগী দুঃখীর সেবা করিতেন! যেখানে ব্যথা সেই খানেই তিনি! তা শত্রুই কি আর মিত্রই কি! তিনি ব্যথার ব্যথী—চিরদিন দুখীর বন্ধু ছিলেন।

কাজের গল্প।

—০—

বাদশা বেগম ঝম্ ঝমা ঝম্—
সোনার শিশু ভাই!
বাদশা হ'ল ছুতোর মজুর,
এমন শুনি নাই।
কোন্ বা দেশের রূপ কথা সে,
দিন কি হ'ল রাত!—
বাদশা করে টুপি সেলাই,
বেগম রাঁধে ভাত!
চায় না কিছু পরের কাছে,
পর্‌কে করে দান,—
সকল রাজার উপর দিয়ে
বাড়ল তারি মান।

এক ছিল ধনীর ছেলে। সে এক সুখের পায়রা। সে না দিত মাটিতে পা, না করিত কোন কাজ। ভাল ভাল কাপড় চোপড় সাজ পোষাক, তাই সে পরিত, আর মনে করিত তার মত বড় লোক আর কে?

নিজের হাতে একটা খড় তুলিয়াও সে ভাঙ্গিত না,—এম্‌নি ছিল সে বাবু! সে হ'ল বড় লোকের ছেলে,—তার কি আর কাজ করা সাজে!

কাজ করিলে যে মান যায়!

ধনীর ছেলে সে, কাজ করিলে তার মান যায়! কিন্তু দেশের যিনি রাজা, কাজ করা-তেই তাঁর মান।

এক রাজার কথা বলি। তিনি এক দিন বেড়াইতে ছিলেন। এক জায়গায় দেখেন কতকগুলি সৈন্য। সৈন্যেরা কি করে? তারা একখানা কাঠ তুলিতেছে। ভারী মোটা

একখানা কাঠ, তাই তারা টানিয়া তুলিতেছে এক গাড়ীতে। কাঠখানা ছিল বেজায় ভারী। তাতে লোক আবার মোটে পাঁচ জন। বেচারাদের যে কষ্ট হইতেছিল, সে একেবারে ভয়ানক। নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল তাদের সেনাপতি। তিনি খালি হুকুম করিতেছেন, "তোল্ বেটারা তোল্, গায়ে জোর নাই, কুড়ের বাদশা কোথাকার।"

এমন সময়ে সেই যে রাজা তিনি সেখানে হাজির। তাঁর না আছে রাজবেশ, না আছে মাথায় মুকুট। সঙ্গে তাঁর দুই তিন জন লোক। গায়ে সাদা সিদা পোষাক।

এখন রাজা আসিলেন সেখানে, দেখেন সৈন্যেরা কাঠ তুলিতেছে, আর সেনাপতি, সে নবাবের মত দাঁড়াইয়া আছে।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে সেনাপতি, তুমি যে দাঁড়াইয়া আছ? ওদের সঙ্গে টাননা

কেন ? দেখ দেখি বেচারাদের কি কষ্ট হই-তেছে ! তুমিও একটু ধর।”

সেনাপতি রাজাকে চিনিত না। সে রাগিয়া বলিল, “হুঁ, তুমি ত আচ্ছা লোক হে। আমি হ'লেম সেনাপতি,আমি কি কাঠ তুলিতে পারি ? তাতে আমার মান যাবে না ? আমি কি ওদের মত কুলি যে কাজ করিব ?”

তখন সেই রাজা, তিনি যাইয়া সেই কাঠ ধরিলেন। বলিলেন, “ঠিক ঠিক, সেনাপতি, তুমি ঠিকই বলিয়াছ ! তুমি হ'লে সেনাপতি, কাজ করিলে তোমার মান যায়। কিন্তু দেখ, আমি ওআশিংটন, এই দেশের রাজা, কাজ করাতেই আমার মান।”

এই বলিয়া তিনি করিলেন কি, সেই সৈন্য-দের সঙ্গে কাঠ টানিতে লাগিলেন।

রাজা হইলেন মজুর।

বাদশা আওরঙ্গজেব—তিনি ছিলেন এই

সমস্ত দেশের বাদশা। এই দেশে তাঁর মত অত বড় বাদশা আর কেউ হয় নাই। সমস্ত কাজই তিনি নিজ হাতে করিতেন। করিতেন ত, আর খাইতেন কি? অগণিত মনি মুক্তা ছিল তাঁর ভাণ্ডারে। তিনি তার এক পয়সাও নিতেন না। তিনি নিজ হাতে টুপি সেলাই করিতেন, সেই টুপি বেচিয়া যা পাইতেন, তাতেই তাঁর খাওয়া চলিত।

বাদশা ছিলেন দর্জ্জি।

এত বড় বাদশা, কাজ করাতে তাঁর মান যায় নাই।

রুশিয়ার এক বাদশা, তাঁর নাম পিটার। তিনি নিজের হাতে কাজ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁর এত নাম। তাঁর দেশের লোক, তারা জাহাজ তৈরী করিতে জানিত না। পিটার কি করেন,—তিনি অন্য দেশে যান। যেয়ে সেখানে ছুতোর হন্। ছুতোরদের সঙ্গে কাজ

করেন, কাঠ কাটেন, কাঠ চিরেন, পালিশ করেন। এমনি ক'রে জাহাজ তৈরী শেখেন। এখন রুশদেশে তাঁর যত মান, এমন আর কারুরই না।

বাদশা ছিলেন ছুতোর।

নাসিরউদ্‌দিন এক বাদশা। তিনি নিজ হাতে সব করিতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন, টুপি সেলাই করিতেন, বই লিখিতেন। আর তাঁর বেগম তিনি নিজ হাতে রাঁধিতেন।

বেগম ছিলেন রাঁধুনী।

বাদশা বেগমের কথা থাক। বাদশার উপরেও যিনি বাদশা ছিলেন, সেই নূরনবী কি করিতেন, তাই দেখা যাক্।

মোস্‌লেমের কথা কি জান?—সে কারও কাছে সাহায্য চায় না। সে বলে আল্লা, আমি কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

আল্লার নবী, তিনিও তাই করিতেন। তিনি কারও সাহায্য চান নাই। সকল কাজই তিনি নিজে করিতেন। অন্যে তাঁর কাজ ক'রে দিবে এ তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না।

নবীর এক চাকর ছিল, তাঁর নাম আনেস্। আনেস্ কি বলিয়াছেন তাই শুনিবে? তিনি বলিয়াছেন, "আমি ত নবীর কাজ করিতাম; কিন্তু আমি নবীর যত কাজ করিতাম, নবী আমার কাজ করিতেন তার চেয়ে ঢের বেশী।"

নবী ছিলেন সবার সেবক।

তোমরা জান নবী ছাগল চরাইতেন; সে ছেলে বেলার কথা। এখন তিনি রাজার উপর রাজা। এখনও তিনি তেমনি ছিলেন। তিনি দুধ দুইতেন, আটা পিষিতেন, ঘর দুয়ার সব নিজ হাতে পরিষ্কার করিতেন। সাদা সিদা কাপড় তাই ছিল তাঁর পোষাক। তাও আবার যদি

ছিঁড়িত, তবে নিজ হাতেই সেলাই করিতেন! নিজের কাপড় চোপড়, তা কেন আবার অন্যে সাফ্ করিয়া দিবে? ময়লা হইলে সব তিনি নিজেই ধুইয়া লইতেন, ছিঁড়িয়া গেলে জুতা পর্য্যন্তও তিনি নিজ হাতে সেলাই করিতেন।

কাজ করাই তাঁর গৌরব।

একদিন নবী গিয়াছিলেন বেড়াতে। সঙ্গে তাঁর আরও অনেক লোকজন। যেতে যেতে হ'ল কি, পথে খাওয়ার সময় উপস্থিত। সবই এক জায়গায় আসিলেন। তখন রান্নার আয়োজন হইতে লাগিল। সবাই কিছু না কিছু কাজ করিতে লাগিলেন। কেউ চুলি কাটেন, কেউ পানি আনেন, আর কেউবা রুটী তৈয়ারী করেন।

নূরনবী, আল্লার নবী, আল্লার তিনি সখা। তাঁর আবার ভাবনা কি? তিনি ত বসিয়া খাইবেন। তিনি ভাবিলেন, "না, তাও কি হয়?

অন্যে কষ্ট করিয়া রাঁধিবে, আর আমি বসিয়া খাইব ? অন্যে আমাকে খাওয়াইবে ? ভারি লজ্জার কথা !”

তিনি বলিলেন, “না তা হ’বেনা। আমিও কাজ করিব !” এই বলিয়া তিনি কি করিলেন, সব চেয়ে যা ছোট আর কঠিন, তাই করিলেন। তিনি কাঠ কাটিয়া আনিলেন।

নবী হইলেন কাঠুরিয়া।

লজ্জা হ’ল চুরি করায়—
ভিক্ষা করায় ভাই।
পরের জোরে বাঁচে যে রে—
তাহার মনে ছাই।
চায়না কিছু কারো কাছে,
নিজেই করে কাজ,
আপন জোরে জীবন ধরে,
সেইত মহারাজ।

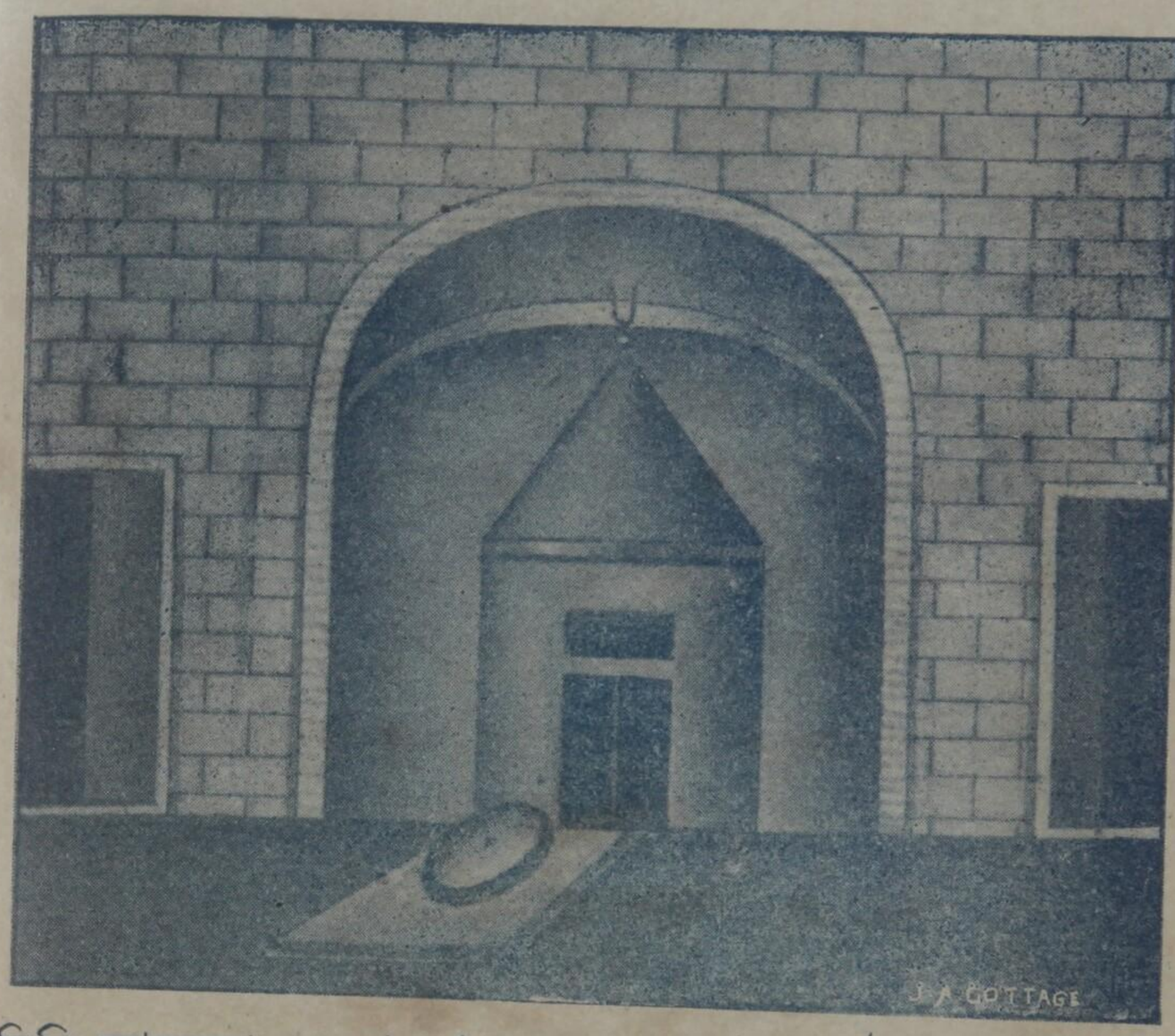

বিবি ফাতেমা জহরার (রা) বাসগৃহ ও অলৌকিক জাঁতা।

পরের সাহায্য হজরত ত কখনও লন নাই। তিনি দুঃখীর ভাই। অন্য দশ জন যেমন খাটিয়া খায়, তিনিও তেমনি খাটিয়া খাইতেন।

ব'সে ব'সে খাওয়া বা পরের জিনিষ খাওয়া তা তিনি মনের সঙ্গে ঘৃণা করিতেন!

প্রাণ যায় তাও স্বীকার; তবু যাঁরা বড় লোক, তাঁরা পরের সাহায্য লন না।

একদিনের কথা। হজরত অনাহারে ছিলেন। কত তাঁর শিষ্য সঙ্গী; কত জনে কত খায়। হজরত যদি হুকুম করেন কত জনে কত রকমের খাবার নিয়ে আসে। তিন দিন তিনি না খেয়ে আছেন; পেটে তাঁর পাথর বাঁধা। খাবার নাই, কি আর করেন! ক্ষুধা ত দমন করা চাই? তাই পেটে পাথর বাঁধিয়াছেন।

তিন দিনের দিনে গেলেন হজরত মেয়ের বাড়ী। বিবি ফাতেমা তাঁর মেয়ে—হজরত

আলীর বিবি—(আল্লা তাঁদের উপর রাজী)। গেলেন তাঁর ঘরে—সেখানে কিছু খাবার জিনিষ আছে কি না ?

বিবি ফাতেমা কি বলিলেন ? তিনি বলিলেন, "বাবাজান ! দুইদিন না খেয়ে আছি ; ক্ষুধায় ত আর বাঁচি না।"

হজরত কি করিলেন ? চোখে তাঁর পানি বহিল। তিনি বলিলেন, "মা, এই দেখ পেটে আমার পাথর,—তিন দিন আমার অনাহার। শিয়াল শকুন যারা তারই পরের জিনিষ খায় ; সিংহ যে—সে আপন বলেই আহার করে।"

হজরত বাহির হইলেন। দেখেন কোনখানে কিছু কাজ পাওয়া যায় কি না। কাজ করিয়া খাওয়ার যোগাড় করিবেন।

দেখেন এক জায়গায় এক ইহুদি কুয়া হইতে পানি তুলিতেছে। হজরত গেলেন তার কাছে। বলিলেন, "ভাই, দাও আমার কাছে,

আমি পানি তুলে দেই।" ইহুদি বলিল, "আচ্ছা"। ঠিক হইল—হজরত পানি তুলিবেন—এক এক বাল্‌তি পানি আর তিনটা করিয়া খোরমা, এই তিনি পাইবেন।

হজরত হইলেন মজুর।

দিন দুনিয়ার বাদশা তিনি—সকল মানুষের মাথার মণি, তিনি মজুর সাজিলেন।

মজুরী তাঁর মাথার মণি,
মজুর তাঁহার ভাই।
মুসলমানের মজুর রাজায়
তফাত কিছু নাই।

হজরত পানি তুলিতে লাগিলেন! দুই বাল্‌তি তোলা হইয়াছে, এমন সময় কি হইল,—তিন দিন না খাওয়া, হঠাৎ দড়ি গেল হাত হইতে খ'সে, আর বাল্‌তি গেল কুয়োর মধ্যে পড়ে।

দেখিয়া ইহুদির ত মহারাগ। সে হজরতকে চিনিত না। সে রাগিয়া করিল কি, হজরতকে মারিল এক চড়!

নূরনবী—আল্লার নবী। আল্লা বলিয়াছেন তাঁর জন্যই দুনিয়ার সৃষ্টি! তিনি কাজ করিতে আসিয়া মার খাইলেন! কিন্তু তাতে তাঁর মান গেল না। কাজের যে কষ্ট তাতেই মান। পাপ করাতেই লজ্জা, আর পরের জোরে যে বাঁচে, সেই সকল মানুষের ছোট। নূরনবী,—হুকুমে তাঁর হাজার হাজার তলোআর চলে, কত রাজা বাদশা থর্ থর্ করিয়া কাঁপে, তিনি ইহুদিকে না দিলেন গা'ল,—না দেখালেন রাগ। তিনি বলিলেন "ভাই, আমায় মাফ কর। বাল্‌তি তোমার আমি তুলে দেই।"

এই বলিয়া তিনি বাল্‌তি তুলিয়া দিলেন।

তোমাকে যদি কেউ চিম্‌টি কাটে ত তুমি তার কি কর? তাকে কিল মা'র—না?

নেহাৎ যদি সামনে কিছু না করিতে পার, তবে পিছনে যেয়ে গালাগালি দাও। কিন্তু হজরত কি করিলেন? হজরত বাড়ী গেলেন। মেয়েকে ত দিলেন খোর্‌মা। তারপর কি করিলেন? তিনি বলিলেন, "আল্লাতালা, ইহুদিকে মাফ কর। সে জানে না আমি কে, তাকে মাফ কর।"

নবী ছিলেন দুঃখী আর পাপীর ভাই।
যে বড় হইবে সে কষ্ট করিবে,
যে সহ্য করিবে সে বড় হইবে।

পরশ পাথর।

লোহা হ'ক, পাথর হ'ক, কাঠ হ'ক, কয়লা হ'ক সেই মণি ছোঁয়াইয়াছ কি আর তা সোণা হইয়া গিয়াছে,—একেবারে লাল টকটকে সোণা।

জগতের কত কত রাজা, আর কত কত ফকির সেই মণি পাওয়ার জন্য মাথা খুঁড়িয়াছে, তার আর ঠিকানা নাই।

পরশ পাথর, পরশ পাথর—
হাজার রাজার ধন,—
কোথায় থাকে পরশ পাথর ?
কেমন সে রতণ ?
কোন্ সে বনে, মরুভূমে,
কোন্ সে নদীর কুলে ?

সাপের মাথায়, বাঘের হাতায়
এমন মাণিক জ্বলে ?
মাণিক মাণিক—পরশ মাণিক,
মাণিক মরুর ফুল ;
মরুভূমে মাণিক জ্বলে—
নাইক তাহার তুল।

নবী করিম—তিনি ছিলেন সেই মণি। তাঁর অঙ্গে ছিল নূরের ঝলক্,—তাঁর মনে ছিল পুণ্যের চমক। তিনি ধর্ম্মের ছবি,—সবই তাঁর পুণ্য আর পুণ্যময়।

তাঁর শরীরেরই কি আর মনেই কি,—কোনখানে এত টুকু ময়লা কি এত টুকু পাপ—তা তাঁর ছিলনা। সূর্য্যের কথা ভাব দেখি ? সূর্য্য কেমন ? খালি আলো আর আলো ; তাতে না আছে কিছু কালো, না আছে কিছু আঁধার। তিনিও ছিলেন তেমনি।

তেজে তাঁর—পাপের আঁধার একেবারে দূর হইল।

তিনি ফুলের মত মধুর—
মানুষকে আনন্দ দিতেন।
তিনি চাঁদের মত শীতল—
মানুষকে শান্তি দিতেন।

তাঁর কথাই ছিল সত্য, তাঁর কাজই ছিল ন্যায়। ন্যায় সত্যে—প্রেম পুণ্যে তিনি হইলেন সকল মানুষের মাথার মণি। রাজা বল, বাদশা বল, নবী বল, পয়গম্বর বল, সকল মানুষের বড় তিনি। সকল নবীর বড় নবী—সকল নবীর শেষ নবী। মানুষের যত রকম গুণ হইতে পারে সবই তাঁতে ভরা।

তিনি সুখ না করিয়া সেবা করিলেন,—
তিনি দুঃখ সহিয়া দান করিলেন,—
তিনি ধন না চাহিয়া ধর্ম্ম করিলেন।

সকল কাজে আল্লার আলো উজল করিলেন। আল্লাতালা আলোর নবীকে বড় করিলেন। তিনি নবীকে বন্ধু বলিলেন। নবী হইলেন আল্লার সখা।

নবী গুণে পুণ্যে বড় হইলেন। বড় হইলেন,—কেমন বড়? সকল সৃষ্টির উপর উঠিলেন। স্বর্গ, মর্ত্ত, গগন, পবন—সকল ভুবনের উপরে উঠিলেন। হুর, ফেরেশ্‌তা, নবী, পয়গম্বর সকলে মিলিয়া বন্দনা করিলেন। নূরনবী আল্লার সঙ্গে দেখা করিলেন।

সেই হইল তাঁর মে'আরাজ। যিনি পুণ্যময়—আল্লার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।

নবী পুণ্যের পরশ পাথর।

যে তাঁর কাছে আসিল, যে তাঁর কথা শুনিল, সেই সোণার মানুষ হইল। সেই যে আরবের লোক, যারা ছিল জানোআর, তারা

যে এক এক জন মানুষ হইল,—যেন এক এক জন ফেরেশ্‌তা!

মদিনার মুসলমান, তাঁদের কথা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। তাঁরা ত আগে লুট পাট করিয়াই খাইতেন, একে অন্যের জিনিষ কাড়িয়া লইতেন। মক্কার লোকদের মতই খুনোখুনী করিতেন। কিন্তু দেখ, যখন তাঁরা মুসলমান হইলেন, তখন তাঁরা কি করিলেন? তাঁরা হইলেন মানুষের ভাই,—মক্কার মুসলমানদের তাঁরা নিজেদের ঘর, দুয়ার, ধন পর্য্যন্ত ভাগ ক'রে দিলেন।

মানুষ হইল মানুষের ভাই।

এক যুদ্ধের কথা বলি। সেই যুদ্ধে মোস্‌লেমদেরই জয় হয়। ভারী এক যুদ্ধ তাতে অনেক লোক মারা গিয়াছে। অনেক লোক খুন জখম হইয়া পড়িয়া আছে।

যুদ্ধের পর কি হইল, কএকজন মুসলমান—

তাঁরা যেখানে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেখানে গেলেন। কোথায় কোন মোস্‌লেম বাঁচিয়া আছে, কি জখম হইয়া পড়িয়া আছে তাই দেখিতে গেলেন।

এক জায়গায় দেখেন, একজন মুসলমান জখম হইয়া পড়িয়া আছে, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। দেখিয়া তাঁরা দৌড়িয়া গেলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল পানি,—সামান্য একটু পানি, একজন খাইলেই ফুরাইয়া যায়। যাইয়া সেই পানি তাঁকে খাইতে দিলেন। পিপাসায় তাঁর প্রাণ যায়—তবুও তিনি পানি খাইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমাকে নয়, ঐ দিকে দেখুন আর একজন পড়িয়া আছেন, তাঁর কষ্ট বেশী, যান, তাঁকে যাইয়া পানি দিন।"

তাঁরা দৌড়িয়া গেলেন। দেখেন ঠিক আর একজন সেইরূপ জখম, যন্ত্রণায় আর পিপাসায় তাঁরও প্রাণ যায় এইরূপ অবস্থা! কিন্তু কি

আশ্চর্য্য ! তাঁকেও পানি দিতে গেলে তিনি ঐ কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, "না, আমার দরকার নাই। ঐ দিকে দেখুন, আর একজন আছেন, তাঁর অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ।"

গেলেন তাঁরা দৌড়িয়া। দেখেন আর এক-জন ঐ অবস্থায় পড়িয়া। তিনি আবার বলিলেন আর একজনের কথা। গেলেন তাঁরা তাঁর কাছে। এখন এই যে চারজনের জন, তাঁর অবস্থাও সেইরূপ,—যন্ত্রণায় তিনি অস্থির, পিপা-সায় তাঁর প্রাণ যায়। কিন্তু পানি তিনি খাই-লেন না। পানি খাইয়া আগে নিজের প্রাণ বাঁচাই, কেউই এমন কথা ভাবিলেন না,—নিজের প্রাণ যায়, তবু তাঁরা পরের জন্যই আকুল।

তারপর দেখ হ'ল কি। এখন এই যে চতুর্থ জন, তিনি বলিলেন, "সর্ব্বনাশ ! আপনারা করিয়াছেন কি ! যান যান সেই প্রথম জনের

কাছে। তাঁকে যাইয়া পানি দিন, আমি ত ভালই আছি, তাঁর কাছে যান।”

তখন সেই কয়েকজন লোক তাঁরা আবার ফিরিয়া আসিলেন সেই প্রথম জনের কাছে। কিন্তু হায়! তিনি আর বাঁচিয়া নাই, পিপাসায় তাঁর প্রাণ শেষ হইয়াছে!

দৌড়িলেন আবার তাঁরা আর একজনের কাছে,—সেখান হইতে আর একজন। এইরূপে তাঁরা এক এক করিয়া চারজনের কাছেই দৌড়িয়া গেলেন। একজনও বাঁচিয়া নাই,—পিপাসায় আর যন্ত্রণায় সব শেষ!

তাঁরা মরিয়া গেলেন। তবুও অন্যের আগে নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চাহিলেন না।

আগে যারা একে অন্যের রক্ত খাইত, এখন তারাই পরের জন্য প্রাণ দিল। নবীর গুণে রাক্ষসের মত আরব, তারা প্রেমে ফেরেশ্‌তা হইল। নবী বলিলেন, “মানুষ মানুষের ভাই।

মানুষ সব সমান।" আর কি হইল! মানুষের যুগ যুগের পায়ের শিকল ঝন্ ঝন্ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

আরবে কত যে কেনা গোলাম ছিল তার আর সংখ্যা নাই। একজন মানুষ আর একজন মানুষকে কিনিয়া রাখিত; সেই হইত তার গোলাম। সে গোলাম কি যেমন তেমন গোলাম! তাকে মারা হইত—কাটা হইত। তাকে খুন করিয়া ফেলিলেও কেউ কিছু বলিবার ছিল না।

আরবের এই সব গোলাম, তারা মুক্তি পাইল। সে যেন রাজপুত্রের মুক্তি। এক মায়া-রাক্ষসী, তার ঘরে বন্দী হইয়া ছিল শত শত রাজপুত্র। তারপর এক বাদশার ছেলে—তিনি ছিলেন সবার চেয়ে বড়, তিনি আসিয়া তাকে খালাস করিলেন।

এও হইল তাই। গোলামেরা ত মুক্তি

পাইল। পাইয়া তারা কি করিল? কোন একটি গাছ, তা যদি ঢাকিয়া রাখ ত কি হয়? না তার পাতা হয়, না তা বাড়িতে পারে। তারপর সেই ঢাকনি—তা যদি একবার তুলিয়া লও, ত দেখিবে—গাছ কেমন করিয়া বাড়ে। তার তখন কি তেজ! আর কি তার সবুজ রং!

আরবের হাজার হাজার গোলাম,—তাদেরও হইল তাই। নবনবীর আলো পাইয়া তারা বাড়িয়া উঠিল—মন তাদের বড় হইল। গুণে গোলাম মাথার মণি হইল। একজনের কথা বলি।

এক ছিল গোলাম। সে হাব্‌শি—কালো কুরূপ চেহারা। সেই গোলাম হইল মোস্‌লেম। এখন তার যে মনিব সে ছিল কাফের—হজরতের মহাশত্রু। সে সেই গোলামকে কি করিল—তার উপর মহা অত্যাচার জুড়িয়া দিল। সে কি যে সে অত্যাচার! একেবারে অত্যাচারের

শেষ। সেই কাফের করিত কি—দুপুরবেলায় মরুভূমির বালি, আগুনের মত গরম তারই উপর সেই গোলামকে শোয়াইয়া রাখিত। কেবল কি শুইয়া থাকা? সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া থাকিতে হইত। নীচে সেই গরম বালি, তার উপরে সূর্য্যের তেজ, গোলামের সর্ব্বাঙ্গ একেবারে পুড়িয়া যাইত!

এ দিকে ত এই অবস্থা। তার উপর আবার কি, বুকের উপর দিত এক পাথর চাপা। একেবারে প্রাণে মারিয়া ফেলার মত অবস্থা!

কাফের সেই গোলামকে এত কষ্ট দিত কেন জান? সে বলিত "হয় ইসলাম ধর্ম্ম ছাড়, আর না ছাড় ত এই তোমার শাস্তি।"

কিন্তু সেই গোলাম কি করিত? সে কিছুতেই ধর্ম্ম ছাড়িত না। সে বুঝিয়াছিল ধর্ম্মই সকলের চেয়ে বড়। আর যা সে সত্য বলিয়া

বুঝিয়াছে, তা সে মানিবেই,—তাতে প্রাণ যায় তাও স্বীকার।

সেই দারুণ যন্ত্রণা, তার ভিতরেও সে বলিত "আল্লা এক—আল্লা এক।"

নবীর গুণে কি হইল, একজন গোলাম, সেই হইল এখন বড়—সেই হইল সত্যের সেবক।

সেই গোলাম মুক্ত হইল। গোলামের গৌরব বাড়িল—গোলাম নবীর সঙ্গী হইল। গোলাম হইল—হজরত বেলাল।

নবীর গুণে কি হইল?

হাজার হাজার মানুষ—পায়ে ছিল তাদের বেড়ি—

গোলামীর বেড়ি ভাঙ্গিয়া গেল।
মাথায় ছিল তাদের বোঝা—
দুঃখের বোঝা দূর হইল।

মনে ছিল তাদের আঁধার—
পাপের আঁধার কাটিয়া গেল।

সেই সময়ের কথা—কোরেশদের তখন ভারি অত্যাচার। কতকগুলি মোস্‌লেম তাঁরা গিয়াছিলেন একদেশে—আবিসিনিয়া নামে এক দেশ—সেইখানে—সে একেবারে সমুদ্রের পার। কোরেশদের যে রকম অত্যাচার—তাতে মক্কায় থাকা কঠিন। তাঁরা করিয়াছিলেন কি, সেই দেশের যে রাজা তার কাছে নিয়েছিলেন আশ্রয়।

এ দিকে কোরেশেরা কি করিয়াছে, তারা ঠিক পাইয়া সেই রাজার কাছে গিয়াছে—মোস্‌লেমদের ধরিয়া আনিতে। রাজা মোস্‌লেমদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। আসিলেন তাঁরা রাজার দরবারে। কোরেশেরা রাজাকে সেজ্‌দা করিল। আর তাঁরা কেবল সালাম করিলেন। রাজা বলিলেন, "কি, তোমরা যে

আমাকে সেজ্‌দা—প্রণাম—করিলে না! রাজ দরবারের নিয়ম তোমরা জাননা নাকি?" মুসলমানেরা বলিলেন,"না, তা নয়, আমরা মোস্‌লেম —আমরা আল্লা ছাড়া আর কাউকেও সেজ্‌দা—প্রণাম—করি না। এই হইতেছে আমাদের নবীর শিক্ষা।"

তখন রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, বল দেখি, তোমাদের সেই নবীর কথা। কি তোমাদের বলিবার আছে বল।" মোস্‌লেমরা বলিলেন নবীর গুণের কথা। বলিলেন, "দেখুন, আমরা আগে ছিলাম সে এক পশুর মত—রাক্ষস কি পিশাচ তার ঠিক নাই। না আমরা কিছু জানিতাম, না কিছু বুঝিতাম। সদ্‌গুণের নাম গন্ধও আমাদের ছিল না। আমরা আল্লাতালার কথা জানিতামই না। তা ছাড়া যত রকম পাপের কাজ দুনিয়ায় আছে তাই আমরা করিতাম। এক ধরুন, মাটির পুতুল,—তার না আছে জান, না

আছে কোন শক্তি—তাই পূজা করিতাম,—ভাবিতাম সেই পুতুলই দুনিয়ার কর্ত্তা। তারপর মিথ্যা আর চুরি এই দুইটি ত ছিল আমাদের অঙ্গের অলঙ্কার। দিন রাত কুৎসিৎ কথা বলিতাম, আর কুৎসিৎ কাজ তাই করিতাম। মরা জীব জন্তু,—আমরা তারই মাংস খাইতাম। নিজের আত্মীয়স্বজনে—তার উপর পশু পক্ষীরও মায়া থাকে,—আমাদের তা ছিল না। আত্মীয়ই কি, আর পাড়াপড়শীই কি, দয়া মায়া কারো উপরেই আমাদের ছিল না। লোকের উপর আমরা যে জুলুম করিতাম, সে ঠিক রাক্ষসের মত। তারপর আসিলেন আমাদের মধ্যে নবী,—আল্লার নবী—হজরত মোহাম্মদ (তাঁর উপর আল্লার শান্তি আর সালাম)। তিনি আমাদিগকে উপদেশ দিলেন। তাঁর কথায় অমারা রক্ষা পাইলাম। এখন আর আমরা পশু নই—যথার্থ মানুষ। এখন

আমরা জানি আল্লা এক ; কেবল তাঁকেই মানি, আর কেবল তাঁরই আরাধনা—সেজ্‌দা করি। আমরা এখন না কোন কুৎসিত আলাপ করি, না কোন খারাপ কাজ করি। আমরা আত্মীয় স্বজনকে মমতা করি, আর পাড়াপড়শীর সঙ্গে ভাব রাখিয়া কাজ চালাই। আমরা দীন দুঃখীকে দান করি। আর যারা অনাথ শিশু, তাদের আমরা রক্ষা করি। এই যে আমরা পাপ হইতে রক্ষা পাইয়াছি, আর মানুষের মত মানুষ হইয়াছি,—এই সমস্তই সেই নবীর গুনে।”

তখন সেই রাজা, তিনি বড়ই খুসী হইলেন, আর কোরেশদের দরবার হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

এইরূপে নবীর গুণে মানুষ—মানুষ হইল। সত্য পুণ্যের কিরণ পাইয়া মানুষের মন ফুলের মত ফুটিয়া উঠিল।

ফুল ফোটে ফোটে,—পাঁপড়ির পর পাঁপড়ি, —তার পর আর এক পাঁপড়ি, এমনি করিয়া ফুল ফোটে।

যাদের মন ছিল পাথরের মত শক্ত, তাদেরই মন হইল ফুলের মত কোমল,—গুণের গন্ধে আর রসে ভরা।

মানুষের বুক ভরা আঁধার,—যুগ যুগের আঁধার, পাপের আঁধার—কাটিয়া গেল,। সত্য আর জ্ঞানের আলো মানুষের মনে জল্ জল্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পুতুল, প্রতিমা, গাছ, পাথর যে কিছুই নয়,—জেন্, ফেরেশ্‌তা, মানুষ কারুরই যে কোন ক্ষমতা নাই,—একমাত্র আল্লাই যে সকলের কর্ত্তা,—মানুষ খুব ভাল করিয়াই জানিতে পারিল। মানুষ মানিল আল্লা,—মানুষ বলিল আল্লা—মানুষ চাহিল আল্লা।

ধনবল, জনবল, রূপবল, রত্নবল, সকলেরই উপরে কি চাহিল? মানুষ চাহিল আল্লা।

সোণার ফুল, মতির মালা, হীরার হার, আর মণি মাণিক—সব চেয়ে আদরের হইল,—কি হইল ?—আল্লা।

হজরত আবুবকর, ওমর, ওস্‌মান, আলী, (আল্লা তাঁদের 'পর খুসী থাকুন।)—তাঁরা ছিলেন নবীর সাহাবা—নবীর সঙ্গী ও বন্ধু। একদিন নবী তাঁদের বলিলেন দান করিতে। আল্লার হুকুম দান করিতে হইবে। আল্লার হুকুম, সবার উপর তার মান। হজরত ওস্‌মান,—তিনি দিলেন তাঁর সম্পত্তির সিকি—সব গরীব দুঃখীকে বিলাইয়া দিলেন। হজরত ওমর দিলেন অর্দ্ধেক। আর হজরত আলী,—তিনি দিলেন চার ভাগের তিন ভাগ। যে যার মত দীন দুঃখীকে দান করিলেন। যে যার মত আল্লার হুকুম পালন করিলেন। সকলেই ত দিলেন। আর হজরত আবুবকর, তিনি কি করিলেন? নবীর বিবি হজরত

আয়শা—রাজী আল্লাহোতালা আনহার—তিনি বাপ। তিনিও দান করিলেন। কিন্তু তাঁর দান, সে আর যে সে দান নয়। আল্লার হুকুম, আর কি কথা আছে! হজরত আবুবকর যা কিছু ছিল সমস্তই আল্লার পথে বিলাইয়া দিলেন,—টাকা, কড়ি, কাপড়, চোপড়—সব। থাকিল একখানি মাত্র কাপড়,—শত জায়গায় ছেঁড়া, তাই দিলেন তিনি গায়। তাকি আর গায়ে থাকে? তাতে না আছে বোতাম, না করা যায় তা সেলাই। তখন তিনি কি করিলেন, লম্বা লম্বা খেজুরের কাঁটা, তাই দিয়া সেই কাপড় চামড়ার সঙ্গে গাঁথিয়া দিলেন। আল্লার হুকুম,—হজরত আবুবকর তারই আদর করিলেন,—ধন, সম্পত্তি—সুখ, সোহাগ কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না।

এইরূপে মানুষ আল্লার আদেশ মাথায় করিল। মানুষ ভাবিল ধন সম্পত্তি—সেইটাই

কি বড় ? না, তা নয়। আল্লার যা ইচ্ছা তাতেই আমি খুসী। সেই আমার সাত রাজার ধন মাণিক। তখন আল্লার জীব মানুষ—সেই মানুষের প্রতি মানুষের মন মমতায় ভরিয়া গেল। লোকে দীন দুঃখীকে দয়া করিতে শিখিল। সে কি কেবল দয়া ? মানুষ ভাবিল গরীব যে সে ত আমারই ভাই—ভাইকে কি আর কেলে রাখা যায় ? আত্মীয় স্বজনের ত কথাই নাই। লোকে দীন দুঃখীকে টাকা কড়ির অংশ পর্য্যন্ত ভাগ করিয়া দিতে লাগিল। শস্ত্রী বলিলেন, "দেখ, পাড়াপড়শীর মধ্যে যদি কেউ না খেয়ে থাকে, আর তাকে রেখে যদি কেউ খায়, তবে সে মোস্‌লেমই নয়।" শুনিয়া একেবারে দয়ার ধুম পড়িয়া গেল। খাওয়ার সময় হইলে আর যে কেউ একা খাবে তা আর খাবার যো নাই।

রাস্তায় রাস্তায় কে কোথায়—দীন

দুঃখী আছে—তাকে ডাকিয়া আনিবে—তবে দশ ভাই এক সঙ্গে বসিয়া খাইবে। তা আবার কেউ কারো ঘৃণা করার যো নাই—ধনী, মানী যিনিই হউন না, কুলি মজুরের সঙ্গে বসিয়া খাইবে।

এই ত হইল মানুষের কথা। তার পর মেয়েলোক—তাদের কি হইল? তাদের কি আর কষ্ট গেল না? তারা আগে যেমন হাটে বাজারে বিক্রয় হইত, তেমনই থাকিল? না, তা নয়। লোকে মা, বোন্‌দের সম্মান করিল। মেয়েলোকের গৌরব বাড়িল। ছেলেও যে মেয়েও সে,—দুইই মানুষ। ছেলেকে দিবে মুক্তা মণি, আর মেয়েকে দিবে খুন! তা কি আর হয়? নবীর গুণে কি হইল,—মেয়েলোকের দুঃখ ঘুচিল। মেয়ে আর কেউ মারিয়া ফেলে না। মেয়েও ছেলের মত ধন সম্পত্তির ভাগ

পাইল। মেয়েমানুষ, পুরুষমানুষ—সকল মানুষ ভাল হইল।

চুরি করা, ফাঁকিবাজী, মিথ্যা কথা বলা—এই সব পাপের কাজ যে লোকে ঘৃণা করিতে লাগিল তা আর বলিবার নয়। যত সব পাপের কাজ তা যেন বর্ষার পানিতে ধুইয়া গেল। থাকিল কেবল পুণ্য আর প্রেম,—প্রেম আর পবিত্রতা।

না কেউ মিথ্যা বলে,—না কেউ কারো অনিষ্ট করে। যা সত্য আর ন্যায় তাই হইল লোকের কাজ।

নবী বলিলেন,"তোমরা লেখা পড়া শিখ। সে জন্য যদি দূর দেশে—এমন কি চীন দেশেও যাইতে হয় তা যাও।"

তখন পুণ্যের নদী বহিল—
প্রেমের বান ডাকিল—
জ্ঞানের আলো জ্বলিল।

আলো জ্বলিল,—জ্বলিল ত জ্বলিল,—ধর্ম্মের জ্যোতি দেশ হইতে দেশে জ্বলিল।

তখন সেই মরুর মাটি মণির মালা হইল। আরবদেশে হাজার মণির মালা দুলিল,—হাজার সোণার মানুষ জাগিল।

কৃষক—সে ক্ষেতে লাঙ্গল বিধিল। বণিক—সে বাণিজ্যে চলিল। হাজার যোদ্ধা তীর তলোআর, হাতিয়ার বাঁধিল। রাজা; বাদশা সত্য মণির মুকুট পরিল। কবি তখন গান করিলেন,—আর পণ্ডিতে জ্ঞানের দুয়ার খুলিলেন,—সাধু স্বর্গের আলো জ্বালিলেন।

মানুষের মঙ্গল হইল।

তখন নবীর কাজ ফুরাইল। তেষট্টি বছর বয়স,—তখন তিনি পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন।

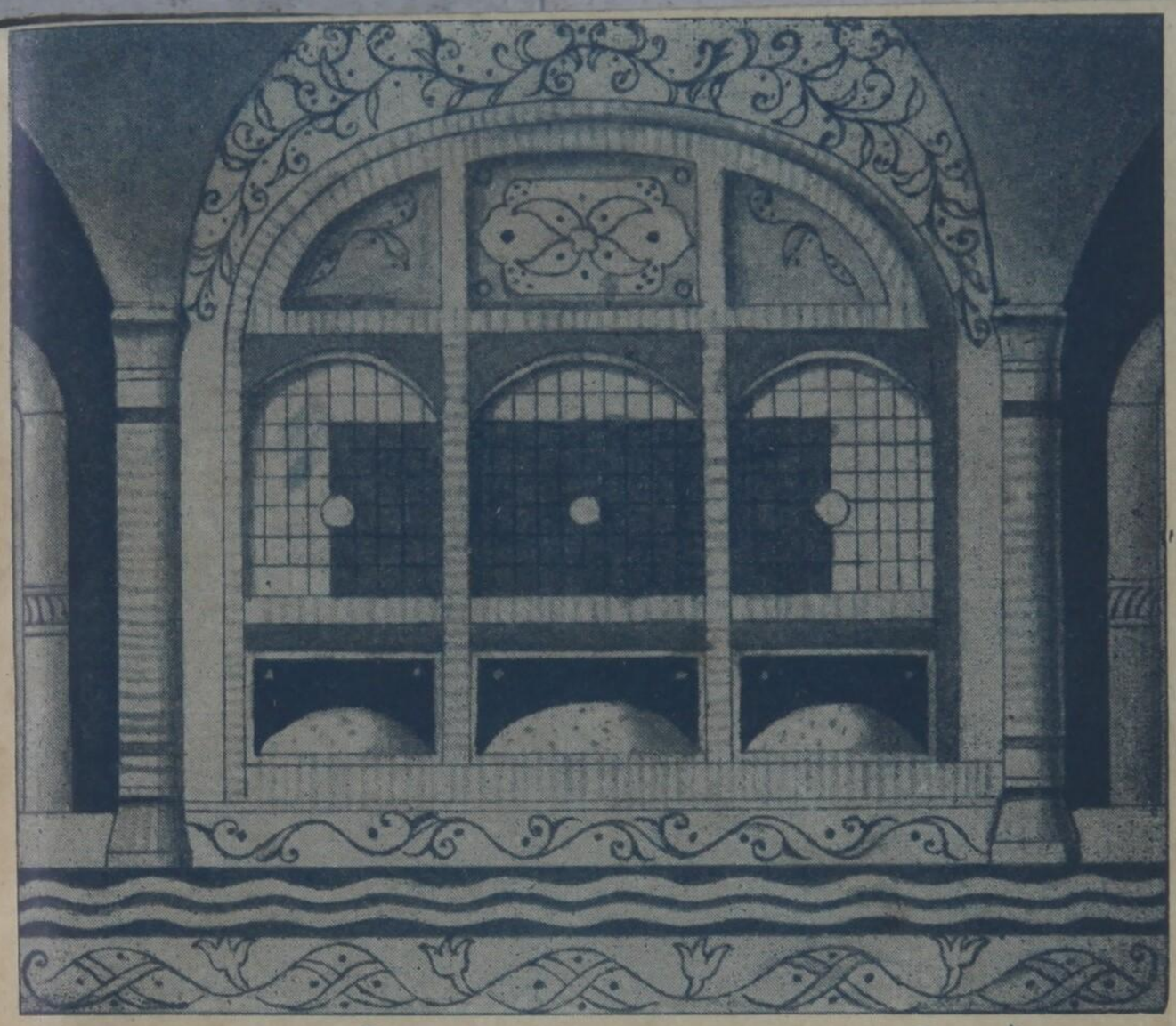

হজরতের সমাধি মোবারকের জালদার পরিবেষ্টক।

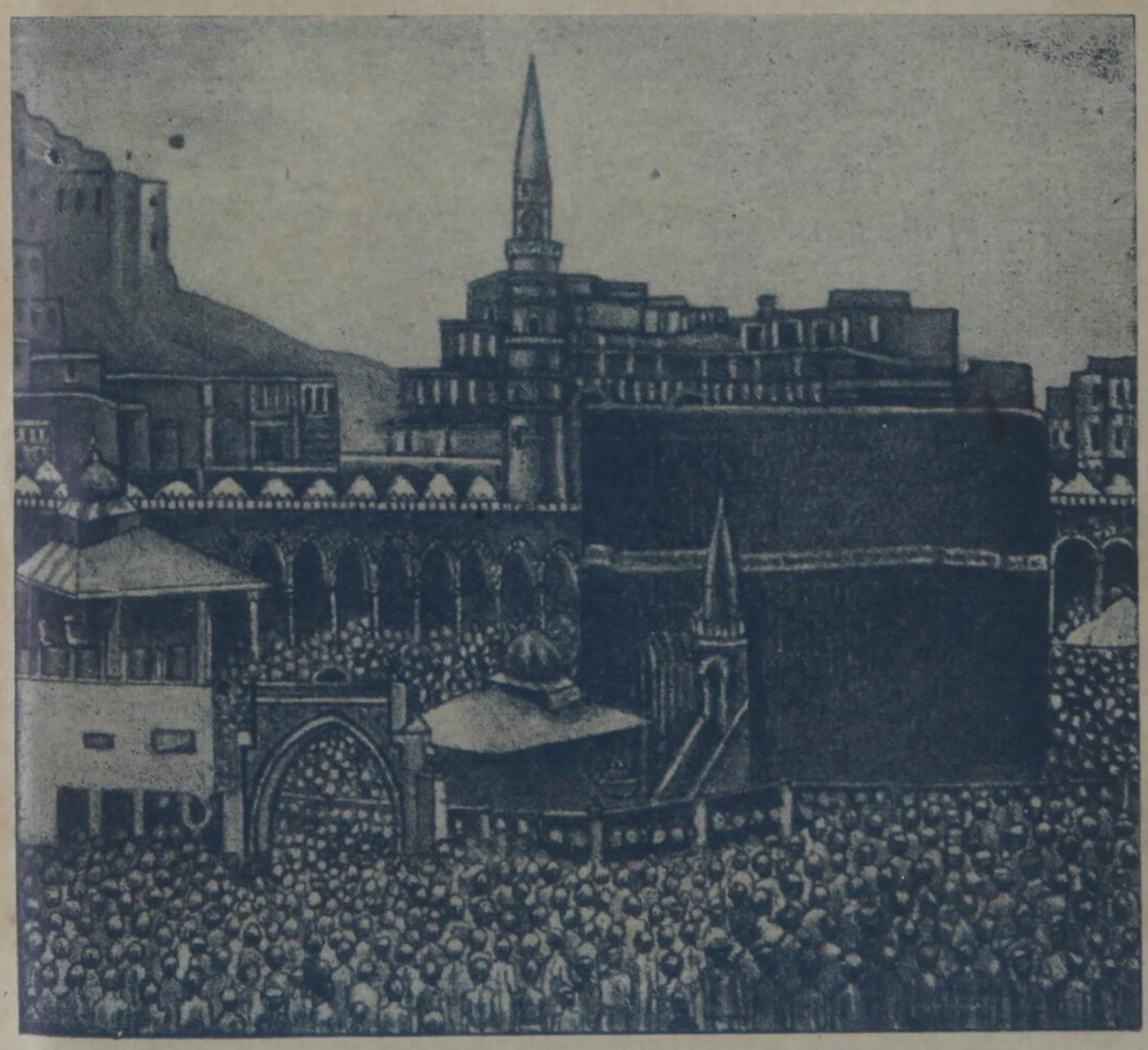

হজের সময় খানে কাবার দশা।

কোথায় গেলেন নূরের নবী—
কোন্ সে স্বরগ্ পুর ?—
হাজার ফুলের হাসি ঝরে,
চম্‌কে সেথা নূর।
জ্বলে রবি--সোণার ছবি—
হীরণ কিরণ দান,—
মুক্তা-মণি হীরার গাছে—
অযুত পাখীর গান।
আলোর নবী চলে গেছেন—
আলোক মালার দেশে।
সেই দেশেতে যাবে যদি—
নেচে হেসে হেসে,
গুণের খনি, পরশ্ মণি—
নবীর কথা ধর।
সোনা হ'বে, রাজা হ'বে,
রাজার চেয়ে বড়।

সমাপ্ত।

Printed by
SHITAL CHANDRA BHATTACHARJEE
THE MANASI PRESS.
14A, Ramtonu Bose Lane, Calcutta.

আনন্দ সংবাদ ! আনন্দ সংবাদ !!

বাহির হইয়াছে !! বাহির হইয়াছে !!

কাব্য মন্দাকিনীর পীযুষধারা ! ভাবরাজ্যের সুখতারা !

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্, বি,এ প্রণীত

জাতীয়-মঙ্গল

অভিনব বেশে তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র অথচ মনোহর কাব্য মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান দৈন্য দশায় ব্যথিত কবির উদ্দীপনাময়ী আহ্বান গীতিতে এবং তাহাদিগের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশ্বাসবাণীতে পূর্ণ। ভাষা সৌন্দর্য্যে, কবিতা মাধুর্য্যে এবং কবির উদার ভাবুকতায় ইহার প্রতি ছত্র কোটী কোটী কোহিনূরের ন্যায় দীপ্তোজ্জ্বল। উদীয়মান কবির অমৃত ঝঙ্কারে চির নির্জ্জীব প্রাণও সমাজ-সেবায় উদ্দীপিত হইবে। এ গ্রন্থের অধিক পরিচয় অনাবশ্যক। ইহা ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রাইজ পুস্তক বলিয়া মনোনীত। মূল্য সুন্দর বাঁধাই ॥৵০।

ধর্ম্মের কাহিনী—মূল্য ।০ আনা।

হারুন-অর-রশিদের গল্প

দুই কালীতে ছাপা মূল্য ॥০।

চিন্তার-চাষ—মূল্য ।০ আনা।

লায়লী মজনু—তৃতীয় সংস্করণ। সুন্দর রেশমী কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১।০।

জোহ্‌রা—শিক্ষাপ্রদ সামাজিক উপন্যাস—মূল্য সুন্দর বাঁধাই ১॥০।

হাজার যুগের হারানো ধন ! ভস্মাচ্ছাদিত কোহিনূর !
আশার আলো !, অতীত গৌরবের বিলুপ্ত কাহিনী !

মোহাম্মদ কে, চাঁদ প্রণীত

মোস্‌লেম সভ্যতার ইতিহাস

মোসলেম সভ্যতা যে জগতের একমাত্র উচ্চতম সভ্যতা তাহাই প্রতিপন্ন করিয়া গ্রন্থকার বিশদ প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থে সকলের সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়াছেন। গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন, ঘোর কুসংস্কারে পূর্ণ জগতে সভ্যতার প্রথম সোপান মোসলেম বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা কিরূপে কুহেলিকাচ্ছন্ন জগৎবাসীকে উদ্ধার ও আলোকিত করিয়াছিল, কিরূপে বিশ্বের সুপ্ত মানবের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে নব প্রেরণা দিয়াছিল তাহাই এই গ্রন্থে অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খলার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কয়েক বৎসরের বহু গবেষণা-প্রসূত ও ৫২।৫৪টি মূল্যবান পুস্তকের সাহায্য অবলম্বনে লিখিত। পুস্তকটী উপাদেয় করিবার জন্য কয়েকটি মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য চিত্র দেওয়া হইয়াছে, যথা—সুবিখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য ; মোসলেম বিদুষী গুলবদন বেগমের স্বহস্ত লিখিত 'হুমায়ুন নামার' এক পৃষ্ঠার নমুনা, ইত্যাদি। এরূপ পুস্তক ঘরে-ঘরে পঠিত হওয়া উচিত।

মূল্য সুন্দর বাঁধাই ১।০ মাত্র।

প্রকাশক—নূর লাইব্রেরী, পাবলিশার্স
১২।১ সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা

"নূর লাইব্রেরীর" প্রকাশিত পুস্তকাবলী প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

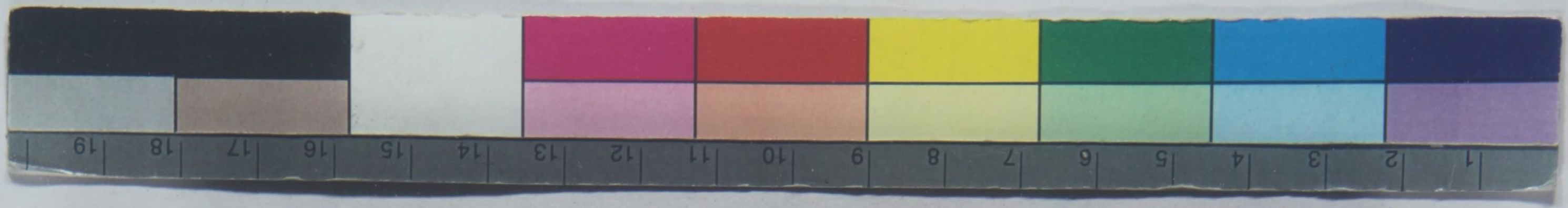
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

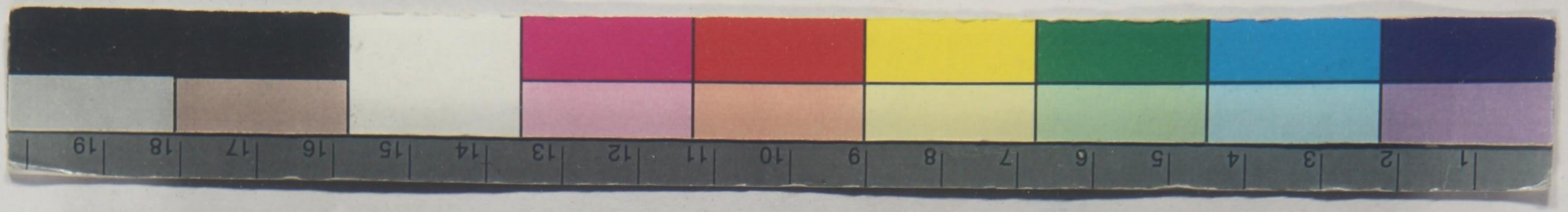
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19